শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র কথিত

চলার সাথী

সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস

সৎসঙ্গ, পাবনা

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র-কথিত

চলার সাথী

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, এম, এ

সঙ্কলিত।

চলার সাথী

যুগপুরুষোত্তম শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের
শুভ আবির্ভাব শতবর্ষে 'শ্রীশ্রীঠাকুর
অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ হিমাইতপুর—
পাবনা' এর ভক্তিবিনম্র
অর্ঘ্যাঞ্জলি।

ভূমিকা

প্রবৃত্তির তাড়না পশুকেও চালিত করে, আমাকেও করিত। এখনো কি করে না?—করে, কিন্তু তা'র ভেতর একটু কথা আছে— সেইটুকুই আজ বলিব। ভাবিতাম প্রবৃত্তি-সংক্ষুব্ধ আমাকে তুষ্ট করিব, স্ফীত করিয়া তুলিব—তাহাতেই তো চরম সার্থকতা, তবে কাহারো তেমন ব্যথার কারণ না-হইলেই তো হয়!

আজ বুঝিতেছি—অহং-সম্বেগী অবাধ্য উচ্ছৃঙ্খল খামখেয়ালী প্রবৃত্তিই তো ব্যথা দেয়, ব্যথিত করে—অপমানিত করে, দীন করে, লেলিহান্ করে—ভিক্ষুক করে;—যে প্রবৃত্ত, যাহাতে প্রবৃত্ত—উভয়কেই!

বিশ্বচক্র কেমন-করিয়া চলে!—একটা মূঢ় বিস্ময় জাগাইয়া তুলিত। বড় সাধ হইত এক-চাহনিতে দেখিয়া লই, এক-চুমুকে পান করি; রহস্য-যবনিকা অপসারিত করিবার সামর্থ্য নাই; মাঝে-মাঝে ধরিয়া নাড়াচাড়া করিতাম—কিন্তু বাসনা-মোহে বিক্ষিপ্ত বিবশ হইয়া ঢলিয়া পড়িতাম—অবসাদের কোলে।

এমনি-করিয়া চলিল জীবন সঙ্কীর্ণ পারিপার্শ্বিকের আবেশ-জড়িমায়,— প্রবৃত্তি-বিলোল সর্পিল গতিতে! এমন-ধারা জীবনের মূলধন শুধু ফাঁকা অহঙ্কার আর সৃষ্টিছাড়া কল্পনা। আমারও ছিল তাই,— অবসন্ন দুর্ব্বল মন স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিতে চাহিত, মুক্তির মানস-কুঞ্জ রচনা করিত। পাপ-দিগ্ধ মনের ব্যবসায় কল্পলোকে উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ গড়িয়া তোলা;—কি যে সে করিবে, কি পারে তা'র ঠিকই পায় না— কিছুতেই তো সে তৃপ্তির আস্বাদ পায় নাই! তাই বিষাক্ত দেহমন রহিয়া-রহিয়া উদ্ভট চিন্তার প্রতিষেধক আবিষ্কার করে, আমিও তা'-ই করিতাম।—অন্ধ মনের ফাটল দিয়া মাঝে-মাঝে চুয়াইয়া আসিত আশার দীপ্ত-রশ্মিরেখা, পিতৃপিতামহের বহুযুগবিস্মৃত সহজ সংস্কারগুলি। ঘূর্ণীবায়ের অন্ধগর্জ্জনে মাঝে-মাঝে কোথা হইতে নামিয়া আসিত প্রবৃত্তিগুলি! যখন চলিয়া যাইত, দেখিতাম—পড়িয়া রহিয়াছি সঙ্কীর্ণ অহং-কূপের—ক্লেদ-পঙ্কে, অনুতাপ-প্রহত স্নায়ু-তন্ত্রীতে শুধু রিমিঝিমি বাজিতে থাকিত—"এ তো নয়, এ তো আমি নই!"

এমনই দিন যায়, গেল—সবারই তো যায়! কিন্তু আজ? আজ আর কিন্তু তা' নয়, যাঁ'র জন্য নয় তাঁরই জন্যে!

উদ্ভিদকে উদ্ভিন্ন করিয়া তোলে আলো-বাতাসের অন্ধ আবেগ। প্রকৃতির অন্ধমোহে গড়িয়া ওঠে জীবজন্তু কত কি। কিন্তু স্রষ্টার গূঢ় স্পর্শ তখনই পাই যখন কেহ মনের প্রবৃত্তিগুলির মোড় ফিরাইতে পারে। তাহাই দেখিয়াছি, অনুভব করিয়াছি, স্পর্শ করিয়াছি। বাসনামুক্ত কি হইয়াছি?—না, তবে তা'র বিষদাঁত ভাঙ্গিয়াছে। তাই, মুক্তি-বাসনা আজ আর তেমন বিক্ষুব্ধ করিয়া তোলে না; সে কি সাধে? সাপুড়ে বাঁশীতে পোঁ ধরিয়াছে, সাপগুলি তাঁ'রই দিকে চাহিয়া ফণা তুলিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে চায়; ইহাতেই যদি মুক্তির আভাস না রহিল, তবে আর-কিছুতে আছে কি? জানি না! কত যে সাপ! তা'র কি ঠিক্-ঠিকানা আছে!—অগণিত—মনের সর্পবমন! কুণ্ডলীকৃত কৃষ্ণকুটিল বিসর্পিত প্রবৃত্তি আজ শ্রেণীবদ্ধ—কালীয়দমনে! কত যে হোঁচট্-খাওয়া, কত জিজ্ঞাসা—অবুঝের মত দিবসে, রাত্রে, সায়াহ্নে, নিশীথে—সময়ে অসময়ে, অবসরে, অনবসরে, কারণে অকারণে। আর তা'রই উত্তর কত কী অকথিত কত কথিতবাণী। যেটুকু লিপিবদ্ধ ছিল শুধু তাহাই মুদ্রিত হইতে চলিল!

ইহাতে জিজ্ঞাসাগুলি নাই বলিলেই হয়, আছে—আভাসে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিরোনামায়; আছে শুধু তা'দের মীমাংসা—যা' তিনি কহিয়াছিলেন, দায়ে পড়িয়া—স্বীয় বিচিত্র অভিজ্ঞতা-খচিত উজ্জ্বল জীবন হইতে চয়ন করিয়া! তাই এ-পুঁথির ভাষা লেখনী নহে—শ্রীমুখ-নিঃসৃত বিচিত্র ধ্বনিময়ী! সে ধ্বনি কখনো হাসিতে, কখনো চাহনিতে, কখনো ভাষায়, কখনো অস্ফুট-স্বরে, কখনো স্তব্ধতায়! আমার লেখনী তাহার যতটুকু কুড়াইয়া লইতে পারে তাহাই লইয়াছিল—অবিকল তা'ই যাহা তিনি বলিয়াছিলেন। গুছানোর সাহস করি নাই, খেয়ালের বশেই আজ তাহা মুদ্রিত হইতেছে! ইহাতে কথিত ভাষার ছন্দ ও ভাববিভঙ্গ যথাযথ মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে বিভিন্ন পংক্তিতে উক্তিগুলি বিন্যস্ত হইয়াছে।

যদি কেহ ভাষার দিকে না তাকাইয়া অক্ষম লেখনীধৃত শ্রীশ্রীঠাকুরের এই বক্তৃভাষার ভাবকেই আলিঙ্গন করিয়া নিজের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে মিলাইয়া চিন্তা করিয়া অন্ধকারময় পথে কিছুমাত্র সাহায্য পান, চলার সুখে সুখী হ'ন, তবেই আমার 'চলার সাথী' লইয়া আমি আরো ধন্য হইব, কৃতার্থ হইব, আমার চলার সাথী দশের সাথী হইয়া উঠিবে—এইটুকুই যা' আমার!

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয়			পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

—o—

স্বজন-প্রগতি

১

ক্ষুব্ধ-সম্বেগে

অব্যক্তের বুকে

দ্রুত ব্যঞ্জনায়

বিঘূর্ণিত সত্তার

উচ্ছৃংট-বিচ্ছুরণ-সংবিদ্ধ

সংঘাতকম্পিত

ছন্দে ভাসমান

শক্তি-শরীরী

প্রতিধ্বনিই

আদিবাক্—

সৃষ্টির প্রথম প্রগতি!

২

কম্পিত-কল, সৃজন-উৎস সেই স্ফুটবাক্

বিজৃম্ভিত-সম্বেগে, আত্ম-বিচ্ছুরণে,

সহসম্পাদে, ভাসবিস্ফোরণে, বহুধা-প্রকটে

পর্য্যবসিত হইয়াও তাহাই থাকিলেন—

অব্যক্তেরই বুকে!—

কিন্তু সে স্পন্দনে

ব্যক্ত-বিমুখ

সাড়া দিল না!

৩

স্পন্দনপ্লুত, বিপ্লব-বহ্নি, শক্তি-সমুদ্র,
ঘোষ-কল, জাতবাক্
প্রকট-প্রাচুর্য্য হইয়াও তদবস্থ !—
তিনিই ঈশ্বর, আদিবাক্—
পরমদৈবত !

৪

অব্যক্তে
বিরাগ-সম্বেগজ-
বীচিস্পন্দিতসত্তা
সংক্ষুধিত-আবেগ-কম্পনে
সিসৃক্ষু হইয়া
উদ্বুদ্ধ-সৃজন-স্রোতে
বিক্ষুব্ধ-সংঘাতে
ব্যাবর্ত্ত-বৃত্তাভাসে
চেতনোদ্দীপ্ততায়
অসম-বহুল-প্রকটপরায়ণ
হইলেন—
আর
তিনিই
প্রোদিতবাক্ !—

৫

বিচ্ছুরিত সত্তার
বিশ্লিষ্ট-বিভেদান্তরালে
বিক্ষুব্ধ-ব্যষ্টিতে
বিভিন্ন-বোধ উপ্ত করিয়া—
অনুস্যূত-আকর্ষণ-উপেক্ষায়
সমত্ব হরণ করিল যে—
সেই অব্যক্ত !

৬

অব্যক্তের বুকে
বিসৃষ্ট-বাক্-বিচ্ছুরণ—
নানা সংঘাতে
ক্রিয়াপারম্পর্য্যে
প্রকটিত অসমে
বিভিন্ন ব্যষ্টিতে
স্ফোটপ্রাণে অনুপ্রাণিত হইয়া—
সূক্ষ্ম ও স্থূলে
বিবর্ত্তিত হইল !—
আর, পরমদৈবত
জীবন ও জীবে
নিজেকে ইত্যাকারে উৎসৃষ্ট করিয়া--
জীবন্ত রক্তমাংসে
পর্য্যবসিত করিলেন !

৭

এমনি করিয়া
জীবন্ত রক্তমাংস
সংক্ষুব্ধ-সম্বেগে
যোজন-আকুল্যে
জীবন্ত শরীর-পরিগ্রহে
জীবজন্তুতে পর্য্যবসিত হইয়া
ক্রমাধিগমনে
নরাকৃতিতে উন্নীত হইয়া
ক্রমোদ্বোধনে
আশয়-আসক্ত-জ্ঞান-কর্ম্ম-ধী সমন্বিত
হইয়া উঠিল !—
আর, বিরাম-বিভেদ-বিশেষ যাহা-কিছু
ব্যষ্টি-পারিপার্শ্বিক হইয়া
তৎসংঘাত-পারম্পর্য্যে
স্ফোট-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইল—
কিন্তু আদিবাক্
স্বসত্তায় স্থিত থাকিয়া
জনগণ-সমূহের
পরমজনয়িতারূপে
স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত রহিলেন !
তাই
যখনই
পরমে-আকৃষ্ট
বিমোহিত-বিশেষ
সম্বেদনে

জীবকল্মষ-ক্লিষ্ট,
উত্যক্ত,
বেদনাপিষ্ট,
আর্ত্ত-আশ্রয়-উত্তার
প্রকট হইয়া
পরিস্থিতিকে
সেবা, উদ্যম ও ভরসার ব্যজনে
সুস্থ ও উদ্দীপ্ত করিয়া
শ্রেয় পরিবেশনে মুক্ত করিয়া তোলেন,
তিনিই
রক্তমাংস-সঙ্কুল
জীবপ্রভ
নরনারায়ণ
মানুষের আদর্শ—
মুক্তির জ্যোতিষ্মান্
উদার উন্নত বর্ত্ম !

৮

তাই
উদ্দীপ্ত-সহানুভূতি-উদ্বুদ্ধ-
মুগ্ধ-প্রণয়ে
আকুলোৎক্ষেপে

জীবন-বর্দ্ধনে সঞ্চালনস্বভাব-
প্রিয়-পরমে
আলিঙ্গন-উদ্বেল যখনই যে—
উদ্ভাসিত জ্ঞানাধিগমে
প্রজ্ঞোদয়রশ্মিজালে
অজানা অব্যক্তের
ক্রমনিরসন
তখনই তার !

৯

আর, বিকীর্ণপ্রজ্ঞা
মুক্তজীবন
ব্যষ্টি-পারিপার্শ্বিকে
আদর্শের সার্থক পরিপূরণে
দীপ্তসম্বেগসঞ্চালনে
বিবর্দ্ধন-বিন্যাসে
আরো আরো-তর উন্নতি পরিব্যাপনে
ক্রম-স্মৃতি-বিকশনে
সেবাতৎপরতায়
প্রিয়-পরমে
আত্ম-ইন্ধন-দগ্ধোজ্জ্বল-
ঝকমকদীপ্তিতে

উজ্জ্বলতর করিয়া—
আলিঙ্গন-আহুতিতে
প্রাণতর হয়!

১০

বিরাগোচ্ছ্রিত-
বিপরীত সমসত্তায়
মিলন-প্রবণতায়
সনির্ব্বন্ধ-আসক্তি-ক্ষুধিত-শোষণে
উপ্তি-আহবানে-
আকৃষ্টকরণে
ধৃতিশিহরণে
পরিমাপিত-বিশেষ-বিবর্দ্ধনে
আকৃত করতঃ
উৎসৃত করতঃ
পোষণে বর্দ্ধন করে যে—
নারী সে-ই;
আর সম্বেগোদ্দীপ্ত—
পূরণ-স্বভাব
উপ্তি-আনত
নারী-সম্বর্দ্ধন-হৃষ্ট
গৌরব-মুখর আহৃতি-পর
পালনযুত যে—
সে-ই পুরুষ;—

তাই, পুরুষে

আদশে অনুভূত-প্রণয়ে

শোষণক্ষুধ-কামিনী-আনতি

বর্দ্ধন-বিমুখতায়

বিব্রত করিয়া

বিধ্বস্তিতে

বিলীন করিয়া ফেলে !

চলার সাথী

তুমি জগতে প্লাবনের মত চলিয়া পড়—
সেবা, উদ্যম, জীবন ও বুদ্ধিকে লইয়া
ব্যষ্টি ও সমষ্টিতে
তোমার আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করিয়া—
জয়, যশ ও গৌরবের সহিত ;—
আর নারী যদি চায়-ই তোমাকে
তবে ছুটুক সে তার মঙ্গলশঙ্খনিনাদে
সব-প্রাণ মুখরিত করিয়া তোমার দিকে,—
কিন্তু সাবধান !—
চেওনা তুমি তা' !

কৃতকার্য্যতায় ক্রমাগতি

তুমি জান বা না জান,
পার বা না পার—
তোমার চেষ্টার ক্রমাগতি অটুট,
অব্যাহত থাক্,
সিদ্ধির পথ খুঁজিয়া লও
কৃতার্থ হইবে,
কৃতকার্য্যতা আসিবে ;
আর তোমার প্রতিষ্ঠা
তোমার আদর্শকে
প্রতিষ্ঠিত করিবেই—
নিশ্চয় জানিও !

যশস্বিতায় সেবা

তুমি মানুষের
এমনতর নিত্য-প্রয়োজনীয়
হইয়া দাঁড়াও—
যাহাতে তোমার সেবায়
তোমার পারিপার্শ্বিক
যথাসাধ্য প্রয়োজনকে পূরণ করিয়া
জীবন, যশ ও বৃদ্ধিকে
আলিঙ্গন করিতে পারে ;—
আর এমনি-করিয়াই তুমি
প্রত্যেকের অন্তরে ব্যাপ্ত হও
ও এগুলি তোমার
চরিত্র হইয়া দাঁড়াক্,—
দেখিবে
যশ তোমাকে ক্রমাগত
জয়গানে যশস্বী করিয়া তুলিবে—
সন্দেহ নাই !

প্রকৃতির ধিক্কার

প্রকৃতি তা'দেরই ধিক্কার করে
যা'রা প্রত্যক্ষকে অবজ্ঞা বা অগ্রাহ্য করিয়া
পরোক্ষকে আলিঙ্গন করে ;—
আর পরোক্ষ যা'র প্রত্যক্ষকে
রঞ্জিত ও লাঞ্ছিত করে—
সে-ই ফাঁকির অধিকারী হয়।

দুঃখের চিন্তায়

দুঃখের চিন্তায় বিব্রত থাকিও না—
দুঃখের ভাব কাহাকেও আনন্দিত করিতে
পারে নাই!-
বরং কিসে মানুষকে সুখী করিতে পারিবে,
মানুষ কেমনতর ব্যবহার পাইলে সুখী হয়—
তা' কেমন করিয়া করিতে পারা যায় ইত্যাদি
চিন্তা কর,
আর
কাজে লেগে যাও;—
নিজেও সুখী হইবে
আর অন্যকেও করিতে পারিবে!

ভালবাসায় জ্ঞান

মানসিক স্বস্থতা এবং ভালবাসা হইতেই
জ্ঞান ও শুভদর্শিতার আবির্ভাব হয়—
কিন্তু
দ্বন্দ্ব, অবিশ্বাস ও বিতৃষ্ণা হইতে
অজ্ঞানতা
ও
নিরাশাপ্রবণতারই
সৃষ্টি হইয়া থাকে;

পরশ্রীকাতরতা

যদি নিজেকে বিশ্রী করিয়া
বিপথে

বিপন্নই হইতে চাও—
তবে পরশ্রীকাতরতাকে
কিছুতেই ত্যাগ করিও না !

ভালবাসায় কর্ম্মপ্রবণতা

ভালবাসা হইতে
দৃঢ়তা, আমোদশীলতা
ও
কর্ম্মপ্রবণতার অভ্যুত্থান হয়,
আর
ভাল-না-লাগা হইতে
অবসন্নতা, অকর্ম্মণ্যতা, দুঃখ
ও
অশান্তিই আসিয়া থাকে !

শুভদর্শী আর মন্দদর্শী

শুভদর্শীই দেখতে পায় আপদ, বিপদ,
ব্যাঘাত ও দুঃখের ভিতর
একটা উন্নতি ও আনন্দের
সুবর্ণ সুযোগ !—
কিন্তু মন্দদর্শী
সব ভালোর ভিতর-ই
অবাধে দেখে নেবে অপারকতা, অসম্ভবতা
একটা দুরদৃষ্টের দুরপনেয় দুর্ভোগ !

দোষদৃষ্টি উন্নতির অন্তরায়

যদি উন্নত হইতে চাও—
দোষদৃষ্টিকে চিরদিনের মত বিদায় দাও,
মানুষের গুণের যাহা-কিছু দেখ
তাহাই ভাব,
তাহাই বল,
আর আলোচনা কর ;
পার তো সাবধান থাকিও—
কাহারও দোষ তোমাতে
কোন প্রকার ক্ষতির সৃষ্টি না করিতে পারে !

দোষ দর্শনে

দোষ দেখতে হ'লেই—
তা' ভাবতে হবে,
চিন্তা করে' বের ক'রতে হবে,—
আর তার সাথে
একটা বিরক্তির বা আক্রোশের বোধকে
সজাগ রাখতে হবে ;—
আর এই ক'রতে গেলেই
মস্তিষ্কে ঠিক অমনতর ভাব-ই মজুত থাকবে,
দেখতে পাবে
কিছুদিন পরে
সেই দোষগুলির অভিনয় তুমি
কেমনতর ভাবে কর্‌ছ ;—
তাই সাবধান হও—

দোষ দেখা হ'তে,
দোষ ভাবা হ'তে,
বিরক্তি ও আক্রোশ হ'তে !

দোষ রিক্তকরণে

আর যদি দেখেই ফেলে থাক কারু দোষ,—
তোমার মাথায় তা' মজুত-ই থাকে—
তার কারণ ও অবস্থাকে অনুসন্ধান করে'—
কেমন করে' তা' সম্ভব হ'য়েছে তার পক্ষে
যথাযথভাবে বুঝে'—
একটা সহানুভূতির ভাব নিয়ে
যা' তোমার মাথার ভিতর মজুত আছে—
তা'কে এমনতরভাবে রিক্ত কর
যা'তে
আবার অমনতর ঘটা-ই
তোমার পক্ষে অস্বাভাবিক হয় !

কপটতা

কপটতা পারিপার্শ্বিককে
ভ্রান্ত করিয়া
নিজের উন্নতির কবাট
রুদ্ধ করিয়া দেয় !

চরিত্র নির্ণয়ে

তোমার চলা ও বলা-ই বলিয়া দেয়—
তুমি কেমন মানুষ, কি চাও—
আর কি-ই বা পেতে পার !

সিদ্ধি লাভে

করা, লেগে থাকা, দেখা
ও
অনুধাবন করা—
এই কয়টীই
বোধ, বিজ্ঞান, দক্ষতা
ও সিদ্ধিকে
প্রতিষ্ঠা করে!

কৃতার্থতার রাজলক্ষণ

বিশ্বস্ততা, কৃতজ্ঞতা ও কর্ম্মপটুতার সহিত
যাহার
বিপদের ভিতর
শুভ ও সুযোগ-দর্শন
ফুটিয়া ওঠে—
তুমি অতিনিশ্চয়তার সহিত
বলিয়া দিতে পার—
সে যেমনই হউক না কেন—
কৃতার্থতার মুকুটে
তাহার মস্তক
সুশোভিত হইবেই হইবে!

প্রেমে দক্ষতা ও নিপুণতা

একমাত্র ভালবাসা-ই আবিষ্কার করিতে পারে
তার প্রিয় কেমন করিয়া

জীবন, যশ, প্রীতি ও বৃদ্ধিতে উন্নত হইয়া
তাঁর পারিপার্শ্বিক উচ্ছল হইতে পারে,—
তাই প্রেম বা ভালবাসা-ই
মানুষে সহজ জ্ঞানের সমাবেশ করিয়া
দক্ষতা ও নিপুণতার সহিত
তাঁহাকে বাস্তবতায় প্রতিষ্ঠিত করে!

চিন্তা-বিলাসী

যখনই দেখবে
তোমার যে কোন চিন্তা ও চলন
কর্মকে ডাকিয়া আনে না
বা তা'তে লাগিয়াও থাকে না—
বুঝিও
তা' তোমার
চিন্তা বা কল্পনারই
বিলাসিতা!

খাঁটি চাওয়ার কষ্টিপাথর

তোমার কোন চাওয়ার জন্য
বিপরীত প্রবৃত্তিগুলিকে তাচ্ছিল্য ক'রতে পাচ্ছ না—
এই হচ্ছে জানার উপায়
যে তোমার চাওয়া খাঁটি নয়!

ইচ্ছা-বিলাসী

যা' চাচ্ছ—
তোমার চলন, চরিত্র, বাক্,
ব্যবহার ও ক্রমাগতি অর্থাৎ লেগে-থাকা
যেমন করে' বা যেমন হ'লে তাকে পেতে পারে
তার ধার দিয়ে যাচ্ছে না
বা যেতে কষ্ট হচ্ছে,—
নির্ঘাত বুঝ্‌বে—
তোমার চাওয়া তো খাঁটি নয়-ই,
বরং তা' চাওয়ার বিলাসিতা মাত্র !

ধারণানুরঞ্জিত দর্শন

তোমার চিন্তা ও চলন
তোমাকে যেমনতর প্রকৃত করিয়া তুলিয়াছে—
তুমি যেখানেই যাও না,
যাহাই দেখ না,—
তোমার প্রকৃতি
পারিপার্শ্বিককে
তাহাই ভাবিবে,
তাহাই দেখিবে !

জয়ে প্রয়োজন পূরণ

জয়ই যদি করিতে চাও
বাহ্যিক শক্তিচালনায় অভিভূত করিয়া নয়,—

তাহার প্রয়োজনপূরণে
তুমি মুখর
ও বাস্তব
হইয়া দাঁড়াও !

পারায় 'হাঁ'

পারা আর না-পারার মধ্যে
ততটুকু তফাৎ
যতটুকু 'হাঁ' আর 'না'র ভিতর ;—
পারাতে যে 'না'কে ডেকে আনে না,
যার পারা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন নেই
অথচ করাকে অবলম্বন করে,—
করার আনন্দে কোন কিছুতে থেমে যায় না,
সে পারে !

পারায় 'না'

আর পারার চিন্তাকে যে 'না'কে ডেকে এনে
ক'ষে নিতে চায়—'না' যার এত বিশ্বস্ত !—
'না'কে বাদ দিয়ে যার কোন ভাব,
কোন চিন্তা,
কোন কর্ম্ম-চালনাই হ'য়ে ওঠে না,
পারা বা করার সাজ-সরঞ্জাম
সে যতই করুক না কেন,
তার সবটাই 'না'টাকে আলিঙ্গন করে'
অবশ হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়ে !

সিদ্ধির পথ

পারি-না ভাবা
বা পারায় সন্দেহ
কার্য্যতঃ 'না-পারা'কেই সৃষ্টি করে ;—
পারায় 'না' বা সন্দেহকে তাড়িয়ে দাও—
লেগে থাক,
চেষ্টা কর
সিদ্ধি সম্মুখেই তোমার।

'না' এর কুটুম্বিতায়

'না' যাহার সহধর্ম্মিণী,
'হয়-না' যাহার শ্যালক
সে যদি অভিনন্দিত হয়—
দুর্দ্দশার সিংহাসন অটল থাকিবে
সন্দেহ নাই !

কর্ম্মপটুতায় অনুপ্রাণতা

অনুপ্রাণতা যেখানে যত সহজ ও তর্‌তরে
কর্ম্মপটুতা সেখানে
তত স্বাভাবিক
ও
উদ্দাম !

সুখ

যা'তে তোমার *being*টাকে (সত্তাকে)
সজীব, উন্নত ও আনন্দিত করিয়া
পারিপার্শ্বিককে চারাইয়া,
সবাইকে উৎফুল্ল করিয়া তোলে—
সুখ যদি বলিতে হয়—
তাহাকেই বলা যাইতে পারে !

আলস্যে দারিদ্র্য

আলস্য, পারি-না, হয়-না বা পারা-যায়-না
এ সব চিন্তা ও চলন হইতে
সাবধান ও সতর্ক থাকিও,—
কারণ ইহারা সহজেই
বংশ-পরম্পরায় সংক্রামিত হয়
এবং
পারিপার্শ্বিক ইহাদের দ্বারা দুষ্ট হইয়া ওঠে ;—
ফলে বংশ, সমাজ ও দেশ
মূঢ়, মুহ্যমান ও অবসন্ন হইয়া
বিশাল দরিদ্রতায়
নিঃশেষ হইয়া যায় !

প্রয়োজনানুপূরণে

আলস্যকে প্রশ্রয় দিও না,
সেবা-তৎপর হও,
সংবর্দ্ধনায় মানুষকে অভিনন্দিত কর,—

সাধ্যমত, যেমন করিয়া পার

অন্যের প্রয়োজনের অনুপূরক হও,—

নিজে তুষ্ট ও তৃপ্ত থাকিয়া

পরকে তুষ্ট

ও তৃপ্ত কর ;—

দেখিবে

না চাহিলেও

অর্থ, ঐশ্বর্য্য তোমাতে

অবাধ হইয়া থাকিবে,

দরিদ্রতা—

দূরে দাঁড়াইয়া তোমাকে

অভিবাদন করিবে!

বঞ্চনায়

যদি বঞ্চনার প্রেম

অটুট রাখিতে চাও,

তবে যাহা হইতে পাইয়া

পুষ্ট হইতেছ,

তাহাকে পুষ্ট করার ধান্ধায়

কেন কষ্ট পাইবে ?

দরিদ্রতার বন্ধু

আলস্য, অবিশ্বাস, আত্মম্ভরিতা

ও

অকৃতজ্ঞতার মতন বন্ধু বা মিত্র থাকিলে

দরিদ্রতাকে আর খুঁজিতে হইবে না ;—
এমনকি ইহাদের যে-কোন একটীও
দরিদ্রতার এমন বন্ধু
ইহাদের কাহাকেও ছাড়িয়া যেন সে
থাকিতেই পারে না,
এমন ধন যদি তোমার অন্তরে
বসবাস করে,
দুঃখের অভাবের বালাইকে
আর সহ্য করিতে হইবে না !

কাজ- পণ্ডকরণে দীর্ঘসূত্রতা

দীর্ঘসূত্রতা আলস্যেরই সম্বন্ধী—
কাজ পণ্ড করার গুরুঠাকুর !—
যাহা করণীয়
তৎক্ষণাৎ করিয়া
দীর্ঘসূত্রতাকে বিদায় করিও ;—
দক্ষতা ও কার্য্যসিদ্ধি
তোমার অনুচর হইবে !

লোভে

যথোপযুক্ত প্রয়োজনকে
অতিক্রম করিয়া
অতিরিক্তে উদ্‌গ্রীব আকাঙ্ক্ষাকেই
লোভ বলা যাইতে পারে ;—

তুমি ঐ অতিক্রমণ হইতে
সাবধান থাকিও
কারণ উহা তোমাকে
অবসন্নতায় চালাইয়া
মৃত্যুতে নিঃশেষ করিতে পারে !

ক্রোধে দুর্দ্দশা

ক্রোধ যাহাকে ক্ষিপ্ত করিয়া
স্বার্থান্ধতার অবশতায়
অন্যকে ব্যাহত করায়,
দুর্দ্দশা
দিগ্বিজয়ী হইয়া
অট্টহাস্যে তাহার অনুসরণ করে !

স্বার্থ

যাহা হইতে পাওয়া ঘটিতেছে—
তাহাকে পূরণ করিয়া, উচ্ছল করিয়া,
পাওয়াকে অবাধ করাই
স্বার্থের তাৎপর্য্য ;—
পাওয়ার উৎসকে পূরণ না করিয়া
গ্রহণ যেখানে মুখর হইয়াছে,
স্বার্থ সেখানে ভ্রান্তির কবলে পড়িয়া
ম্লান ও মুহ্যমান নিশ্চয় !

চৌর্য্যের পরিণতি

চুরি করিও না ;—
চাহিদায় ঘৃষ্ট বুদ্ধিবৃত্তি

কাহাকেও
উদ্বৃত্ত না করিয়া,
অন্যায্যভাবে,
অজ্ঞাতসারে
পরিপূরিত হইতে চায়—
তাহাই চৌর্য্য ;
চৌর্য্যে
বুদ্ধিবৃত্তি দিন দিন
অন্যের ক্ষতি করিয়া
অপকর্ষের দিকে উধাও হয় বলিয়া
অর্থাৎ করার ভিতর দিয়া
যেমন করিয়া চাহিদাকে পূরণ করিলে
বোধ ও জ্ঞানের উন্মেষে তাহা পাওয়া যায়—
তাহাই চৌর্য্যে আহত ও অবসন্ন হইয়া
অধর্ম্মকে আলিঙ্গন করে বলিয়া
এত ঘৃণ্য, এত পাপ, এত হীনতা—
তাই বলি
এই চৌর্য্যবুদ্ধিকে প্রশ্রয় দিয়া
তোমার ও তোমার পারিপার্শ্বিকের
সর্ব্বনাশ করিও না
সাবধান হও !

রিপুদমনে

কামক্রোধাদি রিপুগণকে
দমন করিবার প্রয়াসে
বিব্রত হইয়া উঠিও না ;—
ঐ বিব্রত ভাব উহাদিগকে প্রতিষ্ঠাই করে ;

বরং উদ্দীপ্ত রিপুকে
এমন কোনও চিত্তাকর্ষক
বিষয় বা ভাবে
নিয়োজিত হইয়া
নিরস্ত কর
যেন উহার প্রশ্নই
তোমাতে কমই মাথা তোলা দেয়;—
দেখিও
রিপুকে আয়ত্ত করা কত সহজ!

সঞ্চয় ও সেবা

সঞ্চয় করিও,
কিন্তু সেবার জন্য।
তোমার সঞ্চয় যদি
সেবাকেই পূজা না করিল,
নিশ্চয় জানিও—
উহা
যাহা বর্দ্ধনকে ক্ষুণ্ণ করে
তাহারই জন্য!

সেবাহীন শুশ্রূষায়

সেবা মানে তাহাই—
যাহা মানুষকে
সুস্থ, স্বস্থ, উন্নত ও আনন্দিত করিয়া তোলে;

আর, তাহা হয় না অথচ শুশ্রূষা আছে,
সে সেবা অপলাপকেই
আবাহন করে!

• আহাম্মকী সেবা

সেবা যেখানে স্বাস্থ্য, আনন্দ
ও উন্নতি আনিতে পারে না,
অথচ পরিশ্রম, উৎকণ্ঠা ও আকুলতা
সমস্তই ব্যর্থতায় নিঃশেষ হইয়া যায়—
নিশ্চয় জানিও
সে সেবা আহাম্মকী সেবা!

• শয়তানী অহংএর নিয়ন্ত্রণে

তোমার অহঙ্কার যখনই
অন্যকে খাটো করিয়া
বা অস্বীকার করিয়া
নিজেকে প্রতিষ্ঠা করিতে চায়
তখনই তাহাকে শয়তানী অহং
বলিয়া চিনিও ;—
তুমি অহংকে এমন ভাবে
নিয়োজিত করিও—
যাহাতে তোমাকে চালনা করিয়া
তোমার পারিপার্শ্বিকের
জীবন, যশ ও বৃদ্ধিকে
আমন্ত্রণ করিতে পার!

সেবাবিহীনের দাবী

মানুষের সেবা—যা'তে সে স্বস্তি, শান্তি,
ও আনন্দ পায়,
অন্ততঃ এমনতর কিছু-না করে'
নেবার বেলায় আপনার বলে' দাবী করে'
নিতে যেও না;—
তা'তে পাওয়া তো হয়ই না,
বরং লাঞ্ছনা ও তাচ্ছিল্যই
তোমাকে
অপঘাতে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিবে!

অমৃত ও মরণ

তুমি যতই বহুতে অনুরক্ত হইবে—
তা' প্রত্যেকে প্রত্যেক রকমে
এক্কে উপলক্ষ্য না করিয়া,
তখনই সেই প্রত্যেক অনুরক্তি
আলাহিদাভাবে,
নানা রকমে,
বিচ্ছিন্নবৃত্তির সৃষ্টি সহকারে
তোমাকে ছিন্নভিন্ন করিয়া
মূঢ়ত্ব ও মরণের পথ পরিষ্কার করিবে;—
আর, যখনই তুমি
একানুরক্তিকে অবলম্বন করতঃ
বহুকে আলিঙ্গন করিবে—
ঐ বহু ও বহু হইতে সৃষ্ট বৃত্তিগুলি

সেই একানুরক্তিতে নিরোধ লাভ করিয়া
ক্রমান্বয়ে বিন্যস্ত হইয়া
বোধ ও জ্ঞানের উদ্দীপনার সহিত
অমৃতকে নিমন্ত্রণ করিবে!

আদর্শপ্রাণতার সাক্ষ্য

তুমি যতই আদর্শে স্বার্থপ্রাণ হইবে—
সেবায় দক্ষতা, কার্য্যে নিপুণতা,
কথায় ও ব্যবহারে মিষ্টতা,
সহানুভূতি ও সংবর্দ্ধনা—
এ গুলি তোমার চরিত্রকে অনুলিপ্ত করিয়া
তোমার পারিপার্শ্বিককে প্রতিফলিত হইবেই—
তুমি আদর্শে যে স্বার্থপ্রাণ হইয়াছ,
তাঁহার প্রতিষ্ঠাই যে তোমার পরম স্বার্থ—
এই আকুতিই
তোমাকে বাধ্য করাইয়া,
অথচ অজ্ঞাতসারে
এমনতর করিয়া তুলিবে!—
আর ইহাই
তোমার আদর্শপ্রাণতার সাক্ষ্য!

সংঘাতে চেতনতা ও ধর্ম্ম

তুমি চেতন তখনই
যখনই তোমার পারিপার্শ্বিক
তোমাতে সংঘাতের সৃষ্টি করে;

আর এই চেতনতাই
তুমি যে জীবনে আছ
তাহারই অভ্রান্ত সাক্ষ্য !
তাহা হইলেই তোমার পারিপার্শ্বিক
তোমাতে যেমনতর সংঘাতের
সৃষ্টি করিবে,
তোমার ভাব, বোধ ও বৃত্তির
তেমনতরই সমাবেশ হইবে ;
এই যদি হয়—
তবে তাহা করাই ধর্ম্ম
যাহাতে তুমি তোমার পারিপার্শ্বিক লইয়া
জীবন, যশ ও বৃদ্ধির ক্রমবর্দ্ধনে
বর্দ্ধিত হইতে পার—
আর তুমি তাহাই বল, তাহাই আচরণ কর,
তাহারই অনুষ্ঠান কর
যাহাতে তুমি ও তোমার পারিপার্শ্বিকে
যেন এমনতরই হয় !—
দেখিবে
অমঙ্গল, অশুভ ও ভয় হইতে
কতখানি ত্রাণ পাও !

আদর্শ বা গুরু ও আদর্শানুরক্তি

যাঁহার সেবা, সাহচর্য্য
ও অনুরক্তির সহিত অনুসরণ
মানুষকে জীবন, যশ ও বৃদ্ধিতে
ক্রমোন্নত করিয়া তোলে—

যাঁহার প্রতি ঐকান্তিক অনুরক্তি বা ভক্তি
অটুট ভাবে নিবদ্ধ থাকায়,
পারিপার্শ্বিক ও জগৎ তাহাতে কোন প্রকার
বিক্ষেপ সৃষ্টি না করিতে পারায়,
ঐ বিক্ষিপ্ত সংঘাতগুলি সম্বদ্ধ ও বিন্যস্ত হইয়া,
সার্থকতা লাভ করিয়া,
ভাবে, জ্ঞানে ও বোধে সম্বৃদ্ধ হইয়া উঠিয়া
অমৃতকে আলিঙ্গন করে
তিনিই আদর্শ, ইষ্ট বা গুরু
তাই ইষ্ট, আদর্শ বা গুরুতে
ঐকান্তিক অনুরক্তি
মানুষের জীবনের পক্ষে এত প্রয়োজনীয় ;
ধর্ম্মকে অটুট করিয়া জীবনকে বহন করিতে
হলেই
এই আদর্শ, ইষ্ট বা গুরুই হচ্ছে
প্রধান প্রয়োজনীয় !
তুমি তাঁহাতে তোমার অনুরক্তি, ভক্তি, ভালবাসাকে
ন্যস্ত করিয়া—
তাঁহাকেই পরম স্বার্থ বিবেচনায়
তাঁহারই অনুসরণ কর—কৃতার্থ হইবে !

প্রেমের চাহিদা

প্রেম বা ভালবাসা চায়
তার প্রেমাস্পদকে
নিজের যা-কিছু-সব নিঙ্ড়াইয়া
জীবন, যশ ও বৃদ্ধিতে প্রতিষ্ঠা করিতে ;—

প্রেমাস্পদই তার পরম স্বার্থ,
সে চায় না তা'
যা নাকি তার প্রিয়কে স্বার্থমণ্ডিত না করে,—
সে তার জগৎ খুঁজিয়া যাহাই পায়—
জীবন, যশ ও বৃদ্ধির অনুকূল—
তাহাই আনিয়া
তাহার প্রেমাস্পদকে সাজাইয়া
নিজেকে সার্থক বিবেচনা করে,—
আর ইহাতেই তার পুষ্টি, তৃপ্তি ও মুক্তি ;—
সে স্বাধীন হইতে চায়না তাঁহাকে বাদ দিয়া,
প্রিয়ের অধীনতাই,
প্রিয়ের সেবাই
তার ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ;—
এমনই করিয়া
প্রেম তার প্রিয়কে
বোধে, জ্ঞানে, কর্ম্মে, জীবনে ও ঐশ্বর্য্যে
প্রতুল করিয়া তুলিয়া
অজ্ঞাতসারে নিজেও প্রতুলে প্রতিষ্ঠিত হয়—
তাই প্রেম এত নিষ্পাপ,
প্রেম এতই মহান্ !

কামের চাহিদা

কাম চায় কাম্যকে তার চাহিদার মতন
উপঢৌকন পেতে,
সে কাম্যকে সংবৃদ্ধ করিবার বালাইকে
বহন করিতে একদম নারাজ,—

যদি তাতে তার ভোগের কোন প্রকার
ব্যতিক্রম না ঘটে ;—
তাই কাম মানুষকে মূঢ় করিয়া
তার জগৎ হইতে চুরি করিয়া,
ততটুকু পর্য্যন্ত তার সীমায় আবদ্ধ রাখিতে চায়
যতটুকু ভোগলিপ্সা তাহাকে যেমনতর
উদ্দীপ্ত করিয়া রাখে ;—
আর তার অবসানেই সবই অবসান !
সেই জন্য তার বৃদ্ধি নাই,
জীবন ও যশ সঙ্কোচশীল,
তমসার অতল গহ্বরে মরণ-প্রহেলিকায়
তার স্থিতি —
তা'-ই পাপ,
তাই সে দুর্ব্বল, অবসন্ন ও অজ্ঞান,
বুঝিয়া দেখ কি চাও ?

কাম দমনে প্রেম

প্রেমকে অবলম্বন না করিয়া
কামকে যে দমন করিতে যায়
সাধারণতঃ বিকট উত্থানে
কামই তাহাকে
বিধ্বস্ত করিয়া থাকে !

প্রেমাস্পদ যাজনে

স্বতঃ উৎসারিত প্রেমাস্পদের গুণগান
আর
তাঁর যাজনে স্বভাবসিদ্ধতা

টান্ বা ভালবাসার
একটা চরিত্রগত লক্ষণ ;—
ইহাতে বোঝা যায়
প্রেমাস্পদ লইয়া
সে সুস্থ ও দীপ্ত আছে।

ভালবাসা বিপরীত সংঘাতে

ভাব, ভক্তি, ভালবাসা
যদি তার বিপরীত সংঘাতে
উদ্দামই না হইল,—
তবে তা' আদৌ ছিল কি না
সন্দেহযোগ্য বটে !

আদর্শ শয়তানের কুহকে

তুমি যদি এমনতর কিছুতে লুব্ধ হইয়া
তোমার আদর্শকে অতিক্রম কর,—
কিন্তু তা' তোমার আদর্শকে
লক্ষ্যও করে না,
প্রতিষ্ঠাও ক'রে না,—
বুঝিও
শয়তানের কুহকে
তুমি মুগ্ধ ও লুব্ধ হইয়াছ,—
এখনও ফিরিলে
নিস্তারকে স্পর্শ করিতে পার।

বিবেক

পারিপার্শ্বিকের সাড়া—
যাহা স্মৃতি ও জানা হইয়া মস্তিষ্কে আছে—
তাহার অনুধাবন করাই বিবেক,
আর, ঐ প্রকারে অনুধাবন করিয়া
যিনি কর্ত্তব্য স্থির করেন
তিনি বিবেকী!

যথার্থ প্রেম

প্রেম মানুষের অন্তরকে উচ্ছল করিয়া
পারিপার্শ্বিকে উৎসারিত হইয়া
প্রিয়কে সেবা ও যাজনে
প্রতিষ্ঠা করে;—
আর এ লক্ষণ যেখানে নাই
তাহাকে সন্দেহ করিও
বুঝিতে চেষ্টা করিও!

যাজনের অপ্রবৃত্তিতে জ্ঞান ও বোধের দীনতা

যখনই দেখিবে
তোমার যাজন-প্রবৃত্তি দীন হইতেছে
বা থামিয়া গিয়াছে,
ঠিক বুঝিও—

তোমার অন্তরের বোধ
ও
উপভোগ
দিন দিন স্থবির হইয়াছে
ও হইতেছে!

যাজনে উন্নয়ন

যাজন
যাজিত যা'
তা'কে নবীন করিয়া
নানারকমে উপভোগ করায়;—
তাই, জ্ঞান বা প্রেমের যাজন
উন্নতির একটা
সহজ সোপান!

যাজনে প্রিয়-উপভোগ

প্রেম বা জ্ঞান
যখন জীবনকে উৎফুল্ল করিয়া তোলে,
তখনই যাজন-প্রবৃত্তি উদ্‌গ্রীব হইয়া ওঠে
নানান্ রকম নতুন মানুষের খোঁজে;—
সে বলিতে চায় নানান্ রকমে, নানান্ ধাঁচে
তা'র প্রিয় যা' তা'রই কথা,
আর ভোগ করিতে চায়
নানান্ রকমে
অমনি করিয়া;—

যখনই দেখিবে
এই খোঁজাখুঁজি
আর এই পাওয়া-পাওয়ি
থামিয়া যাইতেছে,
প্রিয়ের বোধ ও বৃদ্ধিও
তোমার ভিতরে
নিরেট হইতেছে !

বহুরূপী কাম

না-পাওয়া যেখানে তোমাকে ক্ষুণ্ণ করে,
যার বৃদ্ধি তোমাকে অবসন্ন করে,
অন্যের প্রতি আদরে তোমাকে উদ্বিগ্ন করে,—
অথচ আসক্তি, অনুরক্তি
তোমাকে লেলিহান করিয়া তুলিয়াছে
বুঝিও সেখানে প্রেম নাই
আছে বহুরূপী কাম !

অবলম্বনে আশ্রয় ও আসক্তি

আশ্রয় বলিয়া অবলম্বন করার চাইতে
আসক্ত বলিয়া অবলম্বন করা
ঢের ভাল ;—
প্রথম অবলম্বনে
চরিত্র রঞ্জিত না-ও হইতে পারে,
কিন্তু দ্বিতীয়ে তাহা হইতেই হইবে—
ইহা কিন্তু পাত্র হিসাবে !

সংশয়ে

সংশয়শীল
নিয়ত
উন্নতিপ্রবণতাকে সন্দেহ করিয়া
কর্ম্মনিরস্ততায়
নিজেরই
বিনাশকে ডাকিয়া আনে !

পাওয়ায়

পাইতে—
করাকেই অনুসরণ করিও,—
শুধু বিবেচনা—
পাওয়াকে
অনেক সময়
অবশ করিয়া তোলে !

শোকে

শোক যদি
অনুশোচনাকে ডাকিয়া
অপলাপের পথ
সঙ্কীর্ণ করিয়া তোলে
তবে তাহাই সমীচীন,—
নতুবা তাহাকে
তাচ্ছিল্য করাই শ্রেয়ঃ।

সন্দিগ্ধ আসক্তি

নিজের কাহারও প্রতি ভাব, ভক্তি, ভালবাসা
ইত্যাদিকে
অস্বীকার করা বা সন্দেহ করা
বা বিশ্লেষণ করা—
আর জীবনের *Elixir*কে
আস্তাকুঁড়ে ছিটিয়ে দেওয়া
একই কথা!

যাজন অহঙ্কারে ও প্রেমে

যাজন যখন প্রেমাস্পদের নামে নিজের
অহঙ্কারের হয়,
আহত হইলেই তা' অবসন্ন হইয়া পড়িবে;
তুমি কাহার যাজন করিতেছ,
এই লক্ষণেই তা' ধরিতে পারিবে;
যাজনটা প্রেমজ ও প্রেমাস্পদের হইলেই—
বাধায় বা অপঘাতে
তাহা এমনতর উদ্দাম, জয়মুখর
ও উভয়তঃ উপভোগ্য হইয়া ওঠে—
যে ভোগ করিয়াছে
কেবল তাহারই বোধগম্য তা'!

প্রিয়র মুখোষে অহং যাজনে

তোমার যাজনের জয়, গৌরব ও উপভোগের
কথা বলিয়া

তোমার প্রেমাস্পদের কাছে
তোমার আবশ্যকতা, বাহাদুরী
ও প্রাধান্যের প্রতিষ্ঠা
যখনই তোমাকে উদ্‌গ্রীব করিয়া তুলিয়াছে,
আর সেই প্রতিষ্ঠার বিন্দুমাত্র ক্রটীও
তোমাকে অসহনশীল করিয়া তুলিয়া,
প্রেমাস্পদে ও তাঁর পারিপার্শ্বিকে
বেদনা ও বিপরীত ভাবের
উদ্বোধন করিতেছে,
বুঝিও
এ-যাজন
তোমার প্রেমাস্পদে প্রেমের নয়কো,
নিছক অহং-প্রেমের !

আদর্শাবহেলায় কাপুরুষতা

যে পুরুষ তা'র আদর্শকে
প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য
গৌরবের অনসরণ না করিয়া,
স্বার্থ প্রতিষ্ঠার জন্য
কামিনী ও কাঞ্চনে অনুরক্ত হইয়া,
তাচ্ছীল্য ও বিফলতাকে আহরণ করে—
তাহাকে
পুরুষ না বলিয়া
কাপুরুষ বলাই ভাল !

যাজনে বৃদ্ধি ও অপলাপ

যাহাকে যাজন করিবে
তাহাই বৃদ্ধি পাইবে,—
তাই নজর রাখিও
যাহাতে জীবন ও বৃদ্ধির
অপলাপ আনিয়া থাকে
তোমার যাজন প্রবৃত্তিকে
কিছুতেই সে-দিকে চালনা করিও না ;—
মরিও না ও মারিও না !

মনগড়া ধারণায় সহজজ্ঞানের বাধা

শোনা
বা
কোন মন-গড়া ধারণার
চশমা পরে'
যে জগতের ব্যষ্টি ও সমষ্টিকে
দেখে ও বোধ করে,—
সহজজ্ঞান তাহাকে
কিছুতেই বিরক্ত করে না !

ভাব—চরিত্রে ও চলনে

যেমনতর ভাব
যখন যেমন ভাবে
তোমাতে অধিষ্ঠিত থাকিবে,

তোমার চিন্তা, চলন ও ভাষা
সাধারণতঃ তেমনতরই হইবে ;—
আর ইহা যতই উন্নত হইয়া
তোমাতে সমাহিত থাকিবে,
তোমার চিন্তা, চলন ও ভাষাও
তেমনতর উন্নত ধরণের হইবে।

সত্য ও মিথ্যা

যাহার অস্তিত্ব ও বিকাশ আছে,
আর যাহা, থাকাটাকে
অক্ষুণ্ণ রাখিয়া
উন্নয়নে পরিচালিত করে,—
এমনকি আর কোন থাকার
বিচ্ছেদ বা বিরতি আনে না
তাহাই সত্য ;—
আবার যাহাতে এই থাকাকে
ক্ষুণ্ণ করিয়া তুলিয়া
অন্যের থাকার বিক্ষেপ
বা অপলাপ ঘটায়—
তাহাই মিথ্যা।

সাধনা ও সিদ্ধি

কোন-কিছুকে আয়ত্ব করিবার জন্য
তাহার কৌশল অবগতির

পুনঃপুনঃ একতান চেষ্টা করাকেই
সাধনা বলে ;—
আর যখন
ইহা জানা ও করার ফলে
চরিত্র অশিয়া ওঠে
তখনই সিদ্ধি
তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া থাকে।

কর্ম্মফল ও অদৃষ্ট

তোমার কর্ম্মপ্রচেষ্টায় সংক্ষুধিত পারিপার্শ্বিকে
তোমার কর্ম্মফল নিঃসৃত হইয়া
সংক্রমণে নানারূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া
তোমার জানার পাল্লার বাহিরে
তোমার জন্য যাহা অপেক্ষা করিতেছে
তাহাই তোমার অদৃষ্ট।

দৈব ও পুরুষকার

সহজবৈশিষ্ট্যসম্ভূত সংস্কার—
যাহা লইয়া মানুষ জন্মগ্রহণ করে,
আর যাহার ফলে
পারিপার্শ্বিক তাহাকে
যেমন করিয়া গ্রহণ করে—
তাহাই দৈব ;—
আর পুরুষকার
ঐ বৈশিষ্ট্যনিহিত ক্ষমতা—

যাহা মানুষকে প্রকৃত করিয়া
প্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিকে
চালনা করে !

· আধ্যাত্মিকতা

অস্তিত্বে গ্রথিত হইয়া
বা অস্তিত্বকে অধিকার করিয়া যে ভাব
তদ্দ্বারা অনুপ্রাণিত ও নিয়ন্ত্রিত হইয়া
চিন্তা, চলন ও কর্ম্মে প্রতিফলিত হয়
তাহাই বস্তুতঃ আধ্যাত্মিকতা !

. কর্ম্মপ্রেরণার অনুপূরণে
আধ্যাত্মিকতা

যেখানে
আধ্যাত্মিকতা
অর্থাৎ
beingকে (সত্তা বা জীবনকে) **basis** (ভিত্তি)
করিয়া কিছু
নাই, অথচ কর্ম্মপ্রাণতা আছে,—
তাহা যেমন কাহাকেও
প্রতিষ্ঠা বা সার্থক করে না,—
তেমনি আধ্যাত্মিকতা আছে
অথচ কর্ম্মপ্রেরণা নাই,—
তাহাও
কাহাকে ধন্য বা নন্দিত করে না !

ব্রহ্মদর্শন—
নিজের বোধে ব্যষ্টি ও সমষ্টি লইয়া

যদি ব্যষ্টি ও সমষ্টিকে
নিজের দাঁড়ায় *
না-ই জানিতে পারিলে,
তবে তোমার ব্রহ্মদর্শন
মস্তিষ্কবিকার ছাড়া
আর কিছুই নয়!

যোগ

কোন-কিছুতে
যুক্ত বা আসক্ত হওয়াকেই
তদ্বিষয়ক যোগ বলে ;—
তাই, বিষয়ানুক্রমেই
যোগেরও অবস্থা
ও ফলাফল
নির্ভর করে!

যোগ ও সন্ন্যাস

যাঁহার সমস্ত সঙ্কল্প
কিছু বা কাহাতে ন্যস্ত হইয়াছে
অর্থাৎ সমস্ত সঙ্কল্প

---

* নিজের বোধে ফেলিয়া

কর্ম্মকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া,
কিছু বা কাহারও
জীবন ও বর্দ্ধনকে
উচ্ছল করিয়া দিতেছে
তিনিই যোগী,
তিনিই সন্ন্যাসী !

• ঋষি

যিনি বৃত্তিগুলিতে গমন করিয়া
অর্থাৎ, বৃত্তিগুলিকে জানিয়া,
তাহাদের সমাবেশ ও সমাধান করিয়া,
একে সার্থক করিয়া তুলিয়া
নিজ মনকে ত্রাণ করিয়াছেন
তিনিই ঋষি,—
তাই "ঋষয়ো মন্ত্রদ্রষ্টারঃ" !

• সান্তেই অসীমের বাস্তবতা

তুমি সাকারপরায়ণই হও
আর নিরাকারবাদীই হও
তোমার সৎ গুরু বা আচার্য্যে
একান্ত অনুরক্তি বা ভক্তি
সার্থক হইয়া
সেই সাকারত্ব বা নিরাকারত্ব
জ্ঞান ও দর্শনে

তোমাতে তোমার দাঁরায় *
যদি উদ্ভাসিত না হয়,
অর্থাৎ সান্ত যদি তোমার দর্শনে
বাস্তবভাবে
অসীম ও সীমাহারা হইয়াই
ফুটিয়া না উঠিল,
কল্পনার নিরর্থক মুখ ভেঙচানি
তোমাকে কিছুতেই রেহাই দিবে না—
ঠিক জানিও!

ভগবান বাস্তবতায়

না-জানার কল্পনায় তুমি তোমার ভগবান্‌কে
মূর্ত্ত করিতে চেষ্টা করিও না,—
ব্যর্থতায় চিরাবসন্ন হইবার পথ
সৃষ্টি করিও না!—
যেখানে তোমার সর্ব্ব
বা অধিকাংশ বৃত্তি সার্থক হয়
সেখানে তোমার প্রয়োজন, ভালবাসা,
ভক্তি ও প্রেমকে নিয়োজিত কর
তোমার ভগবান্ সেখানেই তোমার বোধে
প্রকৃত হইয়া
প্রকট হইবেন,—
যেমন শ্রীকৃষ্ণে অর্জ্জুনের ভগবান্!—
ভয় নাই,—

---

* নিজের বোধে ফেলিয়া।

ভ্রান্তি তোমাকে
বিপথগামী করিতে পারিবে না।

অভিজ্ঞতার পারম্পর্য্য

অভিজ্ঞতা, দর্শন, বিজ্ঞান ও সত্য
পূর্ব্ববর্ত্তীকে
সার্থক করিয়াই
সমৃদ্ধিতে অধিষ্ঠিত হয়,
কিন্তু নিরর্থতা বা অপলাপ আনিয়া
তাহাদিগকে নিবাইয়া দিয়া
সঞ্চিতজ্ঞানকে
অপদস্থ করে না!

পূর্ব্বতনে অশ্রদ্ধা ও অকৃতজ্ঞতা

যিনি পূর্ব্বতন দ্রষ্টা, প্রেরিত বা ইষ্টদিগকে
অস্বীকার বা তাচ্ছীল্য করিয়া
নিজের মত বা দর্শনকে
প্রতিষ্ঠা করিতে চান,
কিন্তু অবনতমস্তকে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিয়া—
অজ্ঞানতা, সময়ের ভিতর দিয়া,
তাঁহাদের উক্তিগুলির যে বিকৃতি ঘটাইয়াছে,
তাহা সশ্রদ্ধায় সংশোধন করতঃ—
অধিকন্তু সেই সংশোধনের উপর
তাহার সময়োচিত পরিপূরণ ও পরিপুষ্টি আনিয়া,

হজ, উন্নত ও প্রাঞ্জল করিতে প্রয়াসী না হইয়া,
অস্তুতি ও অপলাপ করিয়া
তাহা আদরেই ব্যর্থ করিতে বদ্ধপরিকর,
তাঁহাকে সন্দেহ করিও ;—
কারণ ইহা ঠিকই
পূর্ব্বতনের নিশ্চয়োক্তিকে অবলম্বন করিয়াই
পরবর্ত্তী যাহা বলিতেছেন বা করিতেছেন
তাহার অভ্যুদয় ;—
তাই যিনি বা যাঁরা
পূর্ব্বতনে অশ্রদ্ধা ও অকৃতজ্ঞতা হেতু
বিচ্ছিন্ন হইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠায় যত্নবান্,
তাঁরা পরবর্ত্তী অনুসরণকারীদের ভিতর
সেই অকৃতজ্ঞতা ও বিচ্ছিন্নভাবকে চারাইয়া
জাতি ও কৃষ্টিকে
ছিন্নভিন্ন করিয়া দিবেন
সন্দেহ নাই ;—
তাই বলিতেছি—
সাবধান হইতে দ্বিধা করিও না !

•পরবর্ত্তীতে পূর্ব্ববর্ত্তী

যেখানে পরবর্ত্তী
পূর্ব্ববর্ত্তীকে প্রতিষ্ঠা করিয়া
তাহার উৎকর্ষে অনুপ্রেরিত,
ঠিক বুঝিও
এ সেই প্রেরণা
যাহা পূর্ব্ববর্ত্তীর সংঘটন ঘটাইয়াছিল !

ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম

ধর্ম্ম মানে তাই যাহা নাকি
থাকা ও বৃদ্ধি পাওয়াকে
জীবন, যশ ও উন্নতি-প্রবণতার সহিত
একতানে বাঁধিয়া, ধরিয়া রাখিয়া
অমৃতকে আলিঙ্গন করায় ;—
আর যাহা
এইগুলির অপলাপ ঘটাইয়া
সঙ্কোচ, অবসন্নতা
ও অধঃপতনের পথ লইয়া
মরণকে স্পর্শ করাইয়া দেয়—
তাহাকেই অধর্ম্ম বলা যায় !

ধর্ম্ম

পারিপার্শ্বিকের সেবাশূন্যতায়

ধর্ম্ম আচরণ করিতেছ
অথচ
তোমার নিজের ও পারিপার্শ্বিকের
জীবন ও বৃদ্ধির সেবা
তোমার স্বার্থ হইয়া ওঠে নাই,
বরং তাহাতে তাহাদের প্রতি
হীনবোধ, অবজ্ঞা, ঘৃণা ইত্যাদি আসিয়া
তোমাকে সঙ্কীর্ণতর করিয়া তুলিতেছে,—
নিশ্চয় বঝিও

তুমি ধর্ম্মকে মোটেই আমন্ত্রণ কর নাই,—
পূজা করিয়াছ সঙ্কীর্ণতাকে,
অহংকে, অবজ্ঞাকে,—
আর, বিবর্ত্তনে পাইতেছও তাই !

ইষ্টনিষ্ঠায় পারিপার্শ্বিকে সহজোচ্ছ্রিত যাজন

তোমার ইষ্টনিষ্ঠা আছে
অথচ তাহার আবেগ
তোমার ভিতরে বহিয়া,
তাঁহার যাজন ও প্রতিষ্ঠার
আকুতি ও উন্মাদনা
পারিপার্শ্বিকে নিঃসৃত বা প্লাবিত হইয়া
তোমার ইষ্টে তাহাদের
পুষ্ট ও তুষ্ট করিয়া তুলিতেছে না,—
বুঝিও তোমার ইষ্টনিষ্ঠা
একটা ভড়ং মাত্র,—
আর কিছুই না !

আদর্শ-প্রতিষ্ঠায় সর্ব্ববৃত্তি

আদর্শ তোমার পিতা,
আদর্শ তোমার পালক,
আদর্শ তেমাার স্রষ্টা,
আদর্শ তোমার চালক,
আদর্শ তোমার প্রিয়তম !

ধীমান্‌! সর্ব্বপ্রকারেই তুমি আদর্শের হইয়া থাক,—
আর তোমার একমাত্র প্রচেষ্টাই যেন থাকে
তোমার জগতে যেন তাঁহাকে
সর্ব্বপ্রকারে প্রতিষ্ঠা করিয়া
সার্থকতায় উদ্দীপ্ত হইয়া
অমৃতকে আলিঙ্গন করিতে পার ;—
তোমার ভালমন্দ যত বৃত্তিই থাকুক না কেন
সকল বৃত্তিতেই
যেন তোমার আদর্শ
সম্যক্‌রূপে অনুপ্রবিষ্ট হন ;
তুমি কখনই তাঁহা হইতে নিজেকে ফিরাইয়া
কামকাঞ্চনে উন্মত্ত হইয়া
আত্মদান করিয়া,
অমৃত, উন্নতি ও জীবনকে
অপঘাতে অবমাননা করিও না—
জাগ্রত থাক !

সহানুভূতির ফাঁদ

কাহারও সেবা ও সহানুভূতিপরবশ হইয়া
আদর্শে প্রণয় ও প্রয়াসবিহীন হইও না ;—
আদর্শে প্রণয়ের উদ্বোধনে
তাঁহার ইচ্ছাপরিপূরণের চেষ্টায়
যে কষ্ট ও বিপদ সৃষ্টি করে
তাহারই উৎক্রমণে
মানুষকে উত্তরোত্তর উন্নতিতে অধিরূঢ় করায় ;

আর
অযাচিত সেবা, সম্বৰ্দ্ধনা ও সহানুভূতি
মানুষকে বিমুগ্ধ ও বিলোল করিয়া
আদর্শ হইতে ছিট্‌কাইয়া দিয়া
সাফল্য হইতে সর্ব্বনাশে নিক্ষেপ করে ;—
এমনতর অজ্ঞতা হইতে
সর্ব্বদা সরিয়া থাকিও—
অবসন্নতার লোলচক্ষু
তোমাকে বিবশ করিয়া তুলিবে না !

ইষ্ট-অনভিপ্রেত কর্ম্মে

শ্রেষ্ঠ, ইষ্ট বা আদর্শের
অনভিপ্রেত
হীনতাব্যঞ্জক কর্ম্ম করিলে
তাঁহাদের সংস্রবে আসিবার সাহসকে
দুর্ব্বল করিয়া তোলে—
কিন্তু যদি সহজ ও অকপট টান থাকে
তবে
মিলনবাধাজনিত
এমনতর বেদনা ও অনুতাপ উদ্বুদ্ধ হইয়া ওঠে
যাহা
সমস্ত দুর্ব্বলতাকে
মুহূর্ত্তে অগ্রাহ্য করিয়াও
বেদনাপ্লুত আকুল উদ্যমে
উদ্দামাকর্ষণে
তাঁহাকে আলিঙ্গন না করিয়াই থাকিতে পারে না—

কিন্তু অকৃতজ্ঞতা ও কামলোলুপতায়
সে বোধকে ক্রমে
অপদস্থ ও খিন্ন করিয়া
মূঢ়তমে লইয়া যায়
সাবধান হইও—
এমনতর ঘটিয়া থাকিলে এখনি ফিরিয়া দাঁড়াও—
কষ্ট হইলেও পথ পাইতে পার।

ইষ্টানুগ সর্ব্বস্বার্থতায়ই সিদ্ধি

তুমি লাখ পূজা কর,
লাখ জপ কর;
আর লাখ ধ্যান কর,
তুমি যদি তোমার ইষ্ট বা আদর্শে
এমনতর ভাবে আসক্ত না হইতে পার
যাহাতে তিনি সর্ব্বপ্রকারে
তোমার স্বার্থ হইয়া ওঠেন,
ততক্ষণ পর্য্যন্ত ওই পূজা, জপ, ধ্যান
তোমার প্রয়োজনকে পূর্ণভাবে সিদ্ধ করিয়া,
বাস্তবে চরিত্রকে | চালনা করিয়া,
জীবন, যশ ও বৃদ্ধিতে
ন্যস্তই করিতে পারিবে না!

জপাৎ সিদ্ধিঃ

তোমার জপ যাঁহা হইতে প্রয়োজিত হইয়াছে
তিনিই তোমার জপের প্রয়োজন;—

আর, এই প্রয়োজনকে উপেক্ষা করিয়া
যে মানসিক আবৃত্তি তোমাতে
একটা উদ্দীপনার সৃষ্টি করে,—
অথচ তাহা কোন প্রয়োজনকে কেন্দ্র করিয়া
সংবদ্ধ হয় না,
তাহা বিকৃতিকেই ডাকিয়া আনে ;—
কিন্তু ঐ মানসিক আবৃত্তি বা আন্দোলন যদি
যিনি তোমার প্রয়োজন
তাঁহাতেই সংবদ্ধ ও বিন্যস্ত হয়,
তাহা হইলে তাহা প্রকৃতিকে উদ্দীপ্ত করিয়া
সহজ বোধ, ভাব বা জ্ঞানে
চরিত্রকে উচ্ছল করিয়া
সংবৃদ্ধ করিয়া তোলে ;—
তাই
জপাৎ সিদ্ধির্জপাৎ সিদ্ধির্জপাৎ সিদ্ধির্ন সংশয়ঃ !

জপের তাৎপর্য্য

জপের তাৎপর্য্যই হচ্ছে—
যাহা জপ করিতে হইবে
তাহাকে
ও
তাহার বিষয়ক যাহা-কিছু
মনে মনে আলোড়ন করিয়া
চিন্তা ও অনুধাবনের সহিত
বোধকে উদ্বুদ্ধ করিয়া

উপলব্ধিকে
উচ্ছল করিয়া তোলা ;—
তাই,
এমনতর ভাবে যদি
তোমার জপকে
নিয়ন্ত্রিত না করিয়া থাক—
সে জপ তোমার কতদূর কি করিতে পারে ?

ধ্যান

ধ্যান করা আর কিছুই নয়—
মানুষ যেমন করিয়া তাহার প্রিয়কে
চিন্তা করিয়া উদ্বুদ্ধ ও উল্লসিত হয়,
অর্থাৎ,
যাঁহাকে ধ্যান করিতে হইবে
তাঁহাকে যেমন দেখা যায়,
তাঁহাতে যাহা যাহা আছে,
যাহা যাহা লইয়া তিনি,—
তাঁর চলা বলা, ভাব-ভঙ্গী সহকারে
ভাবা, চিন্তা ও মানসিক আলোচনা করিয়া
বোধ, অর্থ ও উপায়ে উপনীত হইয়া,
তাঁহাতে উদ্বুদ্ধ, উচ্ছল ও আপ্রাণ হইয়া
তাঁহাকে সার্থক করিতে
উন্মুখ ও উদ্দাম হওয়া ;—
আবার কাহারও প্রতি
এরূপ ভাবা, চিন্তা ও করার ক্রমাগতি
তাঁহাকে, যে চিন্তা করে,

তাহার প্রিয় করিয়া তোলে ;—
আর এমন করিয়াই
ধ্যেয় বা প্রিয় যখন তোমাতে
কেবল হইয়া উঠিবেন,
তখন তুমিও তাঁহাতে কেবল হইয়া
সমাহিত হইবে,
আর এই সমাহিত ভাব-ই
সমাধিকে আমন্ত্রণ করিবে ;—
আবার ইহাতেই মস্তিষ্কে সহজ বোধ
ও মনে সহজ ভাবের
অভ্যুত্থান হইবে !

অবুঝে তাচ্ছিল্য

তাচ্ছীল্যই
বুঝের বোঝা
অপসারণ করিয়া দেয় !

ধর্ম্মে
পারিপার্শ্বিক ও বেঁচে থাকা বৃদ্ধি পাওয়া

তুমি ধার্ম্মিক !
নিয়ত ভগবানের আরাধনা করিতেছ,
পূজা, সন্ধ্যা, আহ্নিক লইয়া বিব্রত ;—
অথচ সেবা, অর্থ, ঐশ্বর্য্য, জীবন,
যশ, বৃদ্ধি, তুষ্টি, পুষ্টি ইত্যাদি
তোমাকে অভিনন্দিত করিতেছে না,

আর তোমার পারিপার্শ্বিক তোমাতে
উপযুক্ত প্রকারে এইগুলি পাইয়া
সমৃদ্ধ হইতেছে না,—
বুঝিও— তোমার ধর্ম্ম-আড়ম্বরে
বেঁচে থাকা ও বৃদ্ধি পাওয়াকে আমন্ত্রণ কর নাই ;—
তাই, তুমি ও তোমার পারিপার্শ্বিক
উভয়ই
ধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত হইতেছ !

সফল বাঁচা

তোমার বাঁচাকে
এমনতর সহজ ও অটুট করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিও
যাহাতে প্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিক হইতে
শুধু অস্তিত্বের উপকরণ লইয়াই
তোমার বাঁচাকে অবাধ করিতে পার ;—
কিন্তু বাঁচার উৎকণ্ঠায়
বিধ্বস্ত হইয়া
যদি কেহ তোমার সাহায্যপ্রার্থী হয়,
তবে তাহার প্রয়োজনেরও
যথাসাধ্য অধিক দান করিয়া
তাহাকে সুস্থ ও সবল করিয়া তুলিও,
যেন তাহার বাঁচা ও প্রয়োজনের
প্রেয় ও শ্রেয়ের উপকরণ
তুমিই হইয়া দাঁড়ায়,—

দেখিও তোমার বাঁচা
কতই-না সাফল্যে অধিরূঢ় হইয়া
গৌরবমুখরিত ব্যঞ্জনায়
দিগন্ত উদ্ভাসিত করে !

সন্ধ্যা ও প্রার্থনা

সন্ধ্যা ও প্রার্থনা হইতে
বিরত হইও না,
আর ইহা ভাবমধুর করিয়া,
বোধের সহিত
আকুল সম্বেগে যতই করিতে পার,
ততই তোমার মনকে
উদ্দীপ্ত ও পবিত্র করিয়া,
স্বাস্থ্য ও চরিত্রকে উন্নত করিয়া তুলিবে ;—
ফলে সেবা, ঐশ্বর্য্য—
ব্যবহার ও কর্ম্মপটুতায় অনুষিক্ত হইয়া
তোমাকে অভিনন্দিত করিবে
সন্দেহ নাই !

যেখানে ধর্ম্ম সেখানেই অর্থ, কাম ও মোক্ষ

তুমি ধর্ম্মকে যখনই
বাস্তবিক ভাবে, সেবা লইয়া
আলিঙ্গন করিবে
জীবন, অর্থ, কাম, মোক্ষ
তোমাকে সেবা করিবেই করিবে ;—

আর যখনই এদের সেবায় অনুরক্ত হইয়া
তুমি ইহাদের দিকে আনত হইবে,—
নিশ্চয় জানিও
ইহারা তোমায় এমনতর
আছাড় দিয়া পালায়ন করিবে,—
পুনরায় উত্থানশক্তিকে আমন্ত্রণ করা
তোমার পক্ষে
নিতান্তই পরিশ্রমসাধ্য হইবে ;
তুমি ইহাদের লইয়া
তোমার পারিপার্শ্বিকের সেবায়
নিয়োজিত করিও—
শ্রেয়োলাভ করিবে।

পারিপার্শ্বিকের প্রতুলতায় আত্মপ্রতুলতা

জীবনের প্রধান লক্ষণই হচ্ছে চেতনা
আর এই চেতনা স্ফুরিত হয়
পারিপার্শ্বিক জীবনের সংঘাতে,—
আর তাহা হইতেই
বৃত্তিসংহত মনের উৎসরণ ;—
আবার এই মনই অনুকূল ও প্রতিকূলকে
বিবেচনা করিয়া
মানুষকে চালায় ;—
তাই তুমি যদি তোমার উন্নতিকে
মনকে, জীবনকে
সত্যসত্যই কামনা কর—

তাহা হইলে তোমার পারিপার্শ্বিককে
তোমার সেবায়
এমনতর করিয়া তোল
যাহাতে তাহারা সুস্থ ও সবল হইয়া
জীবন ও আনন্দে
প্রতুল হইয়া ওঠে।

নিত্যকর্ম্মে পারিপার্শ্বিক

নিত্যকর্ম্মের মতন তোমার পারিপার্শ্বিককে
ব্যষ্টি ও সমষ্টি হিসাবে
চিন্তা, আলাপ ও আলোচনার সহিত
প্রত্যেক দিনই দেখিও,—
আর প্রত্যহই
তাহাদের প্রয়োজন পূরণ করিতে পার
এমনতর কিছু
যতটা পার করিওই ;—
দেখিও
লক্ষ্মী অচলা হইয়া থাকিবেন।

সার্থক সেবা

নিশ্চয় জানিও—
মানুষের মনকে উপেক্ষা করিয়া
তাহার শারীরিক প্রয়োজনের পরির্য্যার চাইতেও
উপায়, আশ্বস্তি, সাহায্য, সহানুভূতি ইত্যাদি দ্বারা
দুর্ধ্বস্ত মনের সেবা-শুশ্রূষায়
চাহিদা পূরণ করায় বেশী উপকৃত হয় ;

তুমি সেবা করিতে গিয়া
প্রথমে তাহার মানসিক অবস্থা লক্ষ্য করিয়া
চাহিদাকে আবিষ্কার করিও
ও তাহারই ব্যবস্থা করিয়া
বিবর্দ্ধনে
তদনুরূপ—
যাহাতে সে সুস্থ ও সম্বর্দ্ধিত হইতে পারে—
তোমার ভাব, বাক্য, ব্যবহার, অর্থ ও সামর্থ্যকে
যতটুক সম্ভব সেবায় ন্যস্ত করিও—
দেখিও
তোমার সেবা সার্থকে উল্লসিত হইবে—
সাফল্যমণ্ডিত হইবে!

সাধু

যিনি সিদ্ধির কৌশলকে
চরিত্রগত করিয়া
তদ্ভাবে জীবনকে
নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন
তাঁহাকেই প্রকৃতপ্রস্তাবে
সাধু বলা যায়!

জপে

বোধ ও জ্ঞানের উদ্দীপনা ও হিতপরায়ণতা

তুমি জপ করিতেছ ও পূজা করিতেছ
অথচ তোমার সহজ বোধ
ও জ্ঞানের উদ্দীপনা

বা হিতপরায়ণতা
উদ্দীপ্ত হইতেছে না,—
নিশ্চয় বুঝিও, যাঁহাকে জপ করিতেছ
তাঁহার চিন্তা লইয়া
তুমি কমই ব্যাপৃত আছ,
আর যাঁহার পূজা করিতেছ
তিনি তোমার মোটেই স্বার্থ হইয়া ওঠেন নাই!
তাই তাঁহার হিত
ও তাঁহাকে লইয়া তোমার পারিপার্শ্বিককে
পুষ্ট ও তুষ্ট করিয়া
তোমার, তোমার পারিপার্শ্বিকের এবং তাহার
জীবন, যশ, পুষ্টি, তুষ্টি ও বৃদ্ধি করিয়া
হিতে পর্য্যবসিত করার ধান্ধা বা প্রয়োজন
তোমাকে ব্যস্ত করিয়া তোলে নাই,—
তাহা হইলে
তোমার অমনতর জপ ও পূজা
তোমার কী করিতে পারে?

সাধনায় চরিত্র
ও
যোগবিভূতি

সাধন-প্রক্রিয়ায়
ক্রমাগত চেষ্টা ও অভিনিবেশে
শব্দ, জ্যোতি, দৈববাণী ইত্যাদি যোগবিভূতি
যাহা সংঘটিত হইয়া থাকে
সেগুলি তোমার মস্তিষ্কের

বৈধানিক পরিবর্ত্তনই নির্দ্দেশ করে,—
ইহা তোমার প্রকৃত সত্তা ও চরিত্রকে
স্পর্শ না-ও করিতে পারে ;
কিন্তু আদর্শে ভক্তি বা ভালবাসার অকাট্য টানে
বা তৎসহ যৌগিক প্রক্রিয়ায় যাহা সংঘটিত হয়
তাহা সত্তা ও চরিত্রকেই আকর্ষণ করিয়া
উন্নতিতে নিয়ন্ত্রিত করে
ইহা স্থির নিশ্চয় !

দুর্ব্বলতার অবসান

তোমার অনুরক্তি যখন সর্ব্বতোভাবে
তোমার আদর্শতে সার্থক হইবার আকুতিকে
অবিরল ভাবে বহন করিয়া
কর্ম্মপটুতায় পর্য্যবসিত হইবে,
দুর্ব্বলতার অবসান তোমার
তখন হইতেই
আরম্ভ হইবে !

পরলোক নিয়ন্ত্রণে ইহকাল

তোমার ধর্ম্ম যে তোমাকে
পরলোকে স্বর্গ আনিয়া দিবে
তাহার সাক্ষ্যই এই—
যে তুমি ইহলোকে
তোমার পারিপার্শ্বিকের সহিত
জীবন, যশ ও বৃদ্ধিতে উন্নীত হইতেছ ;—
আর ইহা না হইলে বুঝিও

এখানে যাহা হইতেছে—
পরলোকে
ইহাই তোমার সে জীবনকে
নিয়ন্ত্রিত করিবে!

ইষ্টপ্রাণতায় নির্ভরতার অভী-বাদন

তোমার যাহা-কিছু সবই যখন
তোমার ইষ্ট, আদর্শ বা গুরুতে
সার্থক হইবার উন্মাদনায়
আপ্রাণ হইয়া উঠিবে,
নির্ভরতা তখনই তোমাকে
অভী-বাদন করিবে!

আদর্শপ্রাণতায় শান্তি

তোমার যাহা-কিছু আছে
সবই যখন দাঁড়াইবে
তোমার আদর্শের উপরে,
শান্তি তখনই
নি-নড় হইয়া
তোমাকে
ধারণ করিয়া রাখিবে!

আদর্শরূপে বহু বাস্তবে এক

অন্যের আদর্শকে তাচ্ছীল্য করিয়া
আপন আদর্শকে
প্রতিষ্ঠা করিতে যাইও না,

বরং স্বীকার করিয়া,
সম্মানের সহিত
নিজের আদর্শের মিল প্রতিপাদন করিও,
দেখিবে
সকলেই তোমার
আপন হইয়া যাইতেছে!

যাজনে
রিক্ত সংশয়তা ও ভক্তির প্লাবন

তোমার প্রেম, ভক্তি বা ভালবাসা
প্রেমাস্পদের ভাবে অঢেল হইয়া
যদি যাজনে মুখর-ই না হইল,
বুঝিবে কোথায়, কোন্ কানায়
সংশয় মাথা গুঁজিয়া
চোরের মত উঁকি মারিতেছে;—
সাবধান হইও,—
অনুসন্ধান করিয়া রিক্তসংশয় হইও,—
তোমার ভক্তির প্লাবনে
পারিপার্শ্বিক
প্লাবিত হইবেই হইবে!

ভালবাসার প্রকৃতি

প্রকৃত ভালবাসার
চরিত্রগত আর একটী লক্ষণই এই—

প্রিয়র দোষ
দুষ্ট, দুঃখিত ও বিরক্ত করিয়া
কখনই অনুরাগের
খাঁক্‌তি জন্মাইতে পারে না !

ভালবাসায় বিপরীত সংঘাতে উদ্দমতা

ভাব, ভক্তি, ভালবাসা
যদি তার বিপরীত সংঘাতে
উদ্দামই না হইল,
তবে তা' আদৌ ছিল কিনা
সন্দেহযোগ্য বটে !

সাহসে মঙ্গল ও উন্নতি

যে সাহস
স্থির বোধকে লইয়া
জীবন ও বৃদ্ধির পরিপন্থীকে
তাচ্ছীল্য, নিরোধ বা বিধ্বস্ত করিয়া
নিজ, পারিপার্শ্বিক বা জগতের মঙ্গলের সহিত
উন্নতির প্রতিষ্ঠায়
স্বভাবতঃই দক্ষ,
তাহাকেই প্রকৃত সাহস বলা যায় !

সন্দেহে সঙ্কোচ

সন্দেহ যেখানে সহাস্য,
সঙ্কোচ সেখানে
স্বাভাবিক !

আদর্শপ্রাণতায় বীর্য্য

আদর্শে তোমার প্রাণ
যতই আপ্রাণ হইবে,
বীর্য্য, সাহস ও বীরত্ব
ততই তোমাকে অভিনন্দিত করিবে!

বীর

উন্নতিতে উদ্যম যাঁ'র স্বভাবসিদ্ধ
যাঁহার সাহস, কৌশল ও দক্ষতায়
বিশৃঙ্খলা ও বিপথ
সুশৃঙ্খল সুপথে পর্য্যবসিত হয়,—
জীবন, যশ ও বৃদ্ধি যাহাতে ম্লান করে
তাহা খিন্ন ও নষ্ট করিয়া,
সংবর্দ্ধনের প্রতিষ্ঠা করিয়া দেয়—
তিনিই বীর!

অন্যের প্রতিষ্ঠায়ই আত্মপ্রতিষ্ঠা

স্মরণ রাখিও—
অন্যের জীবন, যশ ও বৃদ্ধিকে
প্রতিষ্ঠা করাই
তোমার জীবন, যশ, বৃদ্ধি
ও প্রতিষ্ঠালাভের
একমাত্র পথ;—
কিন্তু তাহা করিয়া,—
শুধু ভাবিয়া, বলিয়া বা চাহিয়াই নয়কো!

ইহার ভুল হইলে
তোমার সব চেষ্টা, সব ইচ্ছা, সব কর্ম্ম
ভুলেই অবসান হইয়া যাইবে।

সেবা ও সম্পদ
পারিপার্শ্বিক নিয়ন্ত্রণে

মানুষ যখনই ভাবে
তার পারিপার্শ্বিক তার উপযুক্ত নয়,—
এটা ঠিকই
তার সেবা ও সম্পদ এত বেশী নয়
বা এত নিয়ন্ত্রিত নয়
যা'তে নাকি
পারিপার্শ্বিকের জীবন ও বৃদ্ধিকে
উচ্ছল করিয়া
তাহাকে অনুকূল করিয়া তুলিবে।

শক্তিসম্পন্ন দুর্ব্বলতা

যে শক্তিমান্ দুর্ব্বলকে
আরো দুর্ব্বল করিতে পারে,
শক্তির দুর্ব্বলতা তার
আরো হইয়া
দুর্ব্বলতাকে
সে শক্তিসম্পন্ন করিয়া তোলে।

প্রকৃত ও আহাম্মকী দীনতা

আহাম্মকী দীনতা
মানুষকে হীন করিয়া তোলে ;—
প্রকৃত দীনতা সেখানেই
মানুষের স্বভাব ও সম্মানকে অক্ষত রাখিয়া,
সত্যকে প্রতিষ্ঠা করে যেখানে ;
আর সত্য মানে তা-ই
যাহা মানুষের জীবন ও বৃদ্ধিকে
মঙ্গলে উচ্ছল করিয়া দেয় !

'মাছি-মানুষ'

সাবধান হইও
'মাছি-মানুষ' হইতে !
তুমি যত ভালই কিছু কর না কেন,
যত ভালই কিছু বল না কেন,—
তাহারা সবটুকু বাদ দিয়া
কু-এর শ্রীবৃদ্ধি করিবার জন্য
যেটুকুর প্রয়োজন
ঠিক সেইটুকু লইয়া
অন্যকে দুষ্ট করিয়া তুলিবেই ;—
ইহার ঔষধ—
যদি এমনতর ঘটিয়া থাকে,—
সাবধান হইয়া মোকাবিলা বা ভজিয়ে নেওয়া !

'মৌ-মানুষ'

আর এক রকম মানুষ আছে—
তাঁরা 'মৌ-মানুষ' ;—
দুনিয়ায় এঁদের প্রাদুর্ভাব বড় বেশী নয়কো,—
এঁদের প্রকৃতি এমনতর—
যা' যতই কেন বিশ্রী হোক না,
তাঁরা ঠিক বুঝতে পারেন এর ভিতর
কতটুকু বা কোনটুকু মধুর মত উপাদেয়,—
আর তা' সংগ্রহ ক'রতে এঁরা অদ্বিতীয় ;—
তুমি হুল্ খাইয়াও ইহাদের
অনুসন্ধান করিও,—
যদি পাও এঁদের হ'তে এমনতর পুষ্টি পাবে
যা'তে তোমার জীবন ও মনকে
মধুময় করিয়া তুলিবে ;—
চাও তো খোঁজ রাখিও !

দরিদ্রতার দারিদ্র্য

তুমি দরিদ্র থাক ক্ষতি নাই
কিন্তু তোমার চরিত্রের সম্পদে
বঞ্চিত হইও না,—
সেবা, সহানুভূতি, প্রয়োজনানুপূরণ,
নৈপুণ্য, দক্ষতা, রক্ষণ ও সংবর্দ্ধন ইত্যাদি
কিছুতেই যেন তোমাকে ত্যাগ না করে,—
দেখিবে
দরিদ্রতা কত দরিদ্র হইয়া
কোথায় পলায়ন করিয়াছে !

কাপুরুষতা নারীবরণে

কাপুরুষতা যখনই
পুরুষের বয়স্য হইয়া দাঁড়ায়
পুরুষ তখনই কেবল
নারীকে প্রার্থনা বা
বরণ করিতে পারে ;
নতুবা নারীই পুরুষকে বরণ করিয়া থাকে,
আর ইহা নারীরই বৈশিষ্ট্য !

শ্রেষ্ঠের তাচ্ছীল্যে আত্মবন্দনা

যে ভ্রাতৃভাব
শ্রেষ্ঠকে বন্দনা করিতে জানে না—
আরও শ্রেষ্ঠকে তাচ্ছীল্য করিয়া
বন্দিত হইতে চায়—
তা' হ'তে সাবধান !
সে হীনতারই জনক !

মৃত্যুর দূত

যাহা হইতে পুষ্টি পাওয়া যায়
তাহাকে উপযুক্ত প্রকারে
পুষ্ট না করিয়া
যে আরো চায়
সে মৃত্যুর দূত !
সাবধান হও তাহা হইতে ;—
আর এটা উভয়তঃ !

অহঙ্কারের তাচ্ছীল্যে হোলির রাজা

তুমি গর্ব্বিত ও অহঙ্কারী তখনই
যখনই তোমার পারা, দক্ষতা বা পটুতা
অন্যের পারা, দক্ষতা বা পটুতাকে
জব্দ করিয়া, অস্বীকার করিয়া,
তাচ্ছীল্য করিয়া নিজের প্রতিষ্ঠা করিতে চায় ;
আর তুমি যতই এমনতর করিবে
তোমার পারকতা তোমাকে ততই
হোলির রাজা করিয়া,
গাধায় চড়াইয়া
পথে পথে ভ্রমণ করাইবে !

মানুষের জীবনের সম্রাট

ছোট বা নীচু তোমার কাছে আসিয়া
যেন কিছুতেই বুঝিতে না পারে
সে বা তাহারা ছোট ও নীচু ;—
বরং তোমার সাহচর্য্যে ও সাহায্যে
তাহারা যেন দেখিতে পায়
সম্মুখেই বিস্তৃত রাজপথ—
যাহা ধরিয়া চলিলে
মানুষ হেলায়
বড় ও প্রবীণ হইতে পারে ;—
আর এটা তোমার স্বভাবসিদ্ধ হোক্ !—
দেখিবে
মানুষের জীবনে
তুমি সম্রাট হইয়া থাকিবে !

সহানুভূতি-উদ্রেকে

যদি বেঁচে থাকা ও বৃদ্ধি পাওয়ার ক্ষুধা
মানুষকে আকুল করিয়া না তুলিত,
তবে কাহারাও প্রয়োজনে কেহই লাগিত কিনা সন্দেহ ;
তোমার কাছে কেহ আসিলে
তাহাকে দুঃখের কথা শুনাইয়া
তার বেঁচে থাকা ও বৃদ্ধি পাওয়াকে
অবসন্ন করিয়া তুলিও না,—
বরং তাহাই কর,
তাহাই বল
যাহাতে সে উদ্দীপ্ত ও উন্নত হয়,
দেখিতে পাইবে
নিয়ত দুঃখের কথায়
কাহারও সহানুভূতির
উদ্রেক করিতে হইবে না ;
মানুষের স্বতঃ উৎসারিত সহানুভূতিই
তোমাকে অভিনন্দিত করিবে,—
তোমার এতটুকু দুঃখও
মানুষ সহ্য করিতে নারাজ হইয়া
তার অপনোদনে আপ্রাণ হইয়া উঠিবে !

অন্যায়কারীর অপদস্থকরণে

তুমি দোষ বা অন্যায়কে
তাচ্ছীল্য করিও—
কিন্তু দোষী বা অন্যায়কারীকে ঘৃণা করিও না ;

তা' যদি কর দেখিবে
যেমন করিয়া ঘৃণা করিয়াছ,
যেমন করিয়া অন্যায়কারীকে অপদস্থ করিয়াছ—
সেগুলি মূর্ত্তিমান হইয়া,
তোমাকে আগলাইয়া ধরিয়া
সেই সেই রকমে
অপদস্থ, হাস্যাস্পদ, নির্য্যাতিত
ও ঘৃণিত করিয়া তুলিবে ;—
ভাব ও ব্যবহারে
বেশ সাবধান হও !

দোষদৃষ্টির চশ্‌মাচোর

যে লোককে খারাপ দেখিতে জানে
দোষদৃষ্টির চশ্‌মাচোরের সহিত
তা'র কমই সাক্ষাৎ হয় !

ঘৃণার অপঘাতে

যদি কখনও কাহাকেও ঘৃণা করিয়া
কোন প্রকারে অপঘাত ঘটাইয়া থাক,
তবে এখনই তাহার সেবা, সহানুভূতি
ও অনুসরণ দ্বারা
তাহাকে মুক্ত করিয়া
মঙ্গলে প্রতিষ্ঠা করিয়া তোল ;

নতুবা ঐ ঘৃণায় অপঘাত করাই
তোমাকে, তোমার জগতে
এমন অপঘাত করিবে,—
দেখিবে
অদৃষ্টকে শত ধিক্কার দিয়াও
পথ পাইবে না!

দোষ দিয়ে দোষ পরিষ্কার

যে দোষ কুড়িয়ে নিয়ে
দোষ দিয়ে দোষ ঘষে'
পরিষ্কার ক'রতে চায়;—
ভাবনা নেই—
তা'র দোষ বেশ ভালই
পরিমার্জ্জিত হবে ;
দোষ হ'তে বঞ্চিত হওয়ার বালাই
তাকে বহন করবে না নিশ্চয়!

বেদনায় বা শাস্তিতে

যখনই বেদনা কিংবা শাস্তি
মানুষের মনকে
জুড়িয়েও দেয় না, উন্নতও করে না,
তখনই তা' সংক্রামক মাছির মতন
পারিপার্শ্বিককে আক্রমণ করে'
অপকর্ম্মের সৃষ্টি করে!

• বড়ত্বে ধর্ম্মানুসরণ

যে যেদিক দিয়াই বড় হইয়াছে,—
বুঝিও
সে সেদিক দিয়া
বড় হওয়ার ধর্ম্মকে অনুসরণই করিয়াছে,
তাই সে বড় ;—
আর যে তা' করে নাই
তার বড় হওয়া
আপশোষেই বৃদ্ধি পাইয়াছে !

• চিররুগ্ন যশ

মান যার ক্ষণভঙ্গুর
যশ তার চিররুগ্ন !

• আদর্শ-প্রতিষ্ঠায় উন্নতির অভিনন্দন

তুমি তোমার আদর্শকে
প্রতিষ্ঠা করার জন্য
যাহাতে তাঁহার কোন প্রকার
অপঘাত না আসে এমনতর ভাবে
যাহাই কিছু করিবে,
উন্নতি নানাপ্রকার উপঢৌকন লইয়া,
অভিনন্দনে উদ্গ্রীব হইয়া
তোমাকে বরণ করিতে
অনুসরণ করিবেই করিবে—
স্থির জানিও !

প্রকৃত বীরত্ব—বাধার নিয়ন্ত্রণে

তুমি শক্তিমান্ তখনই
যখনই দেখিবে
বাধা তোমাকে আর
হুমকি দেখাইতে পারিতেছে না,
বরং বাধাকে এমন করিয়া
বিন্যস্ত করিয়া লইতে পারিতেছ
যাহাতে সে তোমাকেই পুষ্ট করিয়া তুলিতেছে ;
তোমার জ্ঞান যখনই তোমার চরিত্রকে
এমনই করিয়া অনুলেপন করিবে
প্রকৃতি তখনই তোমাকে
প্রকৃত বীর বলিয়া
অভ্যর্থনা করিবে !

অন্দর বীরত্ব

বীরত্ব ও পারকতা
যার মেয়েদের কাছে
মুখর হইয়া ফুটিয়া ওঠে,
বহির্জগতে—বাস্তবে আসিলেই—
সূর্য্যতাপে সে যে মলিন হইয়া
এলাইয়া যাইবে
ইহা নিশ্চয় !

দীনতার ভাণে ইষ্টাপঘাত

দীনতার ভাণে
সামর্থ্যকে তাচ্ছীল্য করিয়া

সেবক, ভক্ত বা সন্তানভাব পোষণ করায়
ইষ্ট বা গুরুকে
বাস্তবিক ভাবে
হীনত্বে প্রতিষ্ঠা করাই হয় ;—
এর চাইতে তাঁকে অপঘাত করার
প্রকৃত পন্থা আর কি আছে ?

কৃপা

কৃপা পাওয়া তাকেই বলে—
করা বা সেবার ফুর্‌সুৎ
যেখানে মুক্ত ;—
আর তা' পেলেই
পাওয়ার পথ
আপনি মক্ত হইয়া দাঁড়ায় !

শুধু যৌন সম্বন্ধে স্বামীস্ত্রী

শুধু কামপ্রবৃত্তি
কখনও
কাহাকেও
প্রকৃত স্বামী
বা স্ত্রী
করিতে পারে না—
পারে নাই !

দূষণীয় কামক্রোধ

কামক্রোধাদি তখনই দোষের
যখনই তারা

তোমার আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করার
বাধা জন্মায় ;
এবং তোমার পারিপার্শ্বিকের
বাঁচা ও বৃদ্ধি পাওয়াকে
অবসন্ন
ও
অপঘাত করে !

কামলিপ্সার ডাইনী-ডাক

যখনই দেখিবে—
শ্রেষ্ঠ, ইষ্ট বা আদর্শের সংসর্গ হইতে
দূরে সরিয়া পড়িতেছে,
কাছে আসিলেও ভাল লাগিতেছে না
বা উদ্দেশ্য সত্ত্বেও
তাঁহাদের সংসর্গের টান
তোমাকে
আকৃষ্ট করিতে পারিতেছে না—
নিশ্চয় জানিও—
কামলিপ্সার ডাইনী-ডাক বা কল্পনা
তোমাকে
মুগ্ধ বেবুবের মতন
লোলুপ করিয়া
চলার পথ
বিভ্রান্ত তমসাবরণে
চিন্তা-বিহ্বল-ব্যর্থগর্ব্বে
মূঢ় মতিচ্ছন্ন-আবেগসঙ্কুল করিয়া

কলুষ-হস্তে
তোমার উন্নতির গলা টিপিয়া ধরিতেছে—
ইহা নিশ্চয় বুঝিও ;—
সাবধান,
পার তো সরিয়া দাঁড়াও !

কামলোলুপতায় মাতৃচিন্তা

তুমি কিছুতেই কামলোলুপ দৃষ্টি
বা ভাবসম্পন্ন হইও না ;
তুমি যদি কার্য্যতঃ এমনতর কুক্রিয়াশীল
না-ও হইয়া থাক,—
তোমার এই ধারাবাহিক কামলোলুপতা
তোমার চলন, চরিত্র, আচার,
ব্যবহার ও লেগে-থাকাকে
এমনতর দুর্ব্বল করিয়া দিবে ;—
কারণ কামচিন্তা মানুষের সত্তাকে
এমন ভাবে অধিকার করিতে পারে
যাহাতে অন্য কোন চিন্তা তাহাকে সরাইয়া
তোমার সত্তাকে
সেই দিকে আনত করাইতে পারিয়া ওঠে না ;
তাই তোমার উন্নতির বহু সম্ভাবনা
ও উপকরণ থাকা সত্ত্বেও
তুমি কিছুতেই কৃতকার্য্যতা বা কৃতার্থতাকে
ধরিতে পারিবে না ;—
ইহার ঔষধ—
দূরে থাকিয়া

ভাব ও দৃষ্টিকে মাতৃচিন্তায় অনুরঞ্জিত
করিয়া তোলা ;
বুঝিয়া দেখ
এমন হইলে এখনই সাবধান হও !

কাম-কুহকে

উন্নতি বা অধিগমনের পথে
যখনই দেখিবে
বিক্ষেপ আসিয়া সহসা
ক্রমাগতিকে রুদ্ধ করিয়াছে বা করিতেছে,
প্রায় নিশ্চিতভাবেই বুঝিও
যাহাতে এরূপ ঘটিল বা ঘটিতেছে,
তাহা কামিনীতে কামপ্রলোভন—
সাধারণতঃ পুরুষেই এইরূপ ঘটিয়া থাকে,
আর ইহার যতই প্রাচুর্য্য
অধোগতিও ততই দুর্বিনীত ;—
কিন্তু মেয়েদের বেলায়—
তাহারা যতক্ষণ কোন বিশিষ্টে
প্রত্যক্ষভাবে সংসৃষ্ট না হইয়া
চিন্তার উদ্বেলনে
কল্পনার পরিখায় বিব্রত ;
তাহাদেরও প্রায় উক্তরূপই হইয়া থাকে ;—
কিন্তু স্বেচ্ছাপ্রণোদিত প্রত্যক্ষ সংস্রবে
সংসৃষ্টের অনুরূপ

উন্নতি বা ক্রমাধিগমনের বৰ্দ্ধনই
ঘটিয়া থাকে—
নিজেকে বেশ করিয়া বুঝিয়া চলিও!

• কামিনীপরায়ণতায় বংশহানি

তুমি যদি আদর্শপরায়ণ না হইয়া
কামলোলুপ কামিনীপরায়ণ হও,—
আর ইহা যতই নীচভাবাপন্ন হইবে,
দেখিতে পাইবে
তোমার শিশু কত সত্বর
তোমার বংশানুক্রমিকতা (heredity) হইতে
বঞ্চিত হইয়া
পাশবিকতায় পর্য্যবসিত হইতেছে ;—
কারণ এই কামই
তোমার সত্তাকে
আনত করাইয়া
জীবনকে উপ্ত করিয়া দেয় ;—
যদি সন্তানসন্ততি ও নিজের মঙ্গল চাও
তবে এখনই সাবধান হও!

• স্নায়ুদৌর্ব্বল্যে ও কামে শ্রদ্ধাহীনতা

অন্ত্যজ-ভাবোচ্ছিষ্ট
দুর্ব্বলস্নায়ু ও কামলুব্ধদের
একটা চরিত্রগত লক্ষণই হচ্ছে

তাহারা শ্রদ্ধাবনত হইতে পারে না ;
আর যেখানে শ্রদ্ধা নাই
জ্ঞানও সেখানে বেহুঁস্ !

• ভোগলিপ্সায় মূঢ়তা

ভোগলিপ্সাই
মানুষকে কর্ম্মে মূঢ় করিয়া
বাস্তব ভোগ হইতে বঞ্চিত করে ;—
যদি চাও—
উন্নত, অবাধ ও কর্ম্মপ্রাণ হও,—
ভোগের সংবর্দ্ধনায়
দেখিও তুমি নিত্যই
নন্দিত হইতে থাকিবে।

•নরনারীর বৈশিষ্ট্য

পুরুষের বৈশিষ্ট্য লইয়া পুরুষ
আর নারীর বৈশিষ্ট্য লইয়া নারী ;
পুরুষ যখন নারীতে মুগ্ধ হইয়া,
নারী-সর্ব্বস্ব হইয়া,
নারীর যাহা-কিছু লইয়া নিজেকে সাজাইতে চায়,
তখন হইতেই পুরুষে
পুরুষত্বের মরণ
ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে থাকে,—
পুরুষ অবশ ও উচ্ছৃঙ্খল আশা-ভরসা লইয়া
ছট্‌ফট্ করিতে করিতে

নিবিড় মূঢ়ত্ব ও তমসার ভিতরে
নিজেকে মুছিতে মুছিতে
পিচ্ছিল গতিতে বিলীন হইতে থাকে ;—
আবার নারী যখন পুরুষকে সংবৃদ্ধ না করিয়া,
নিজের বৈশিষ্ট্যকে তাচ্ছীল্য করিয়া,
পুরুষের হাবভাবগুলি কুড়াইয়া লইয়া
নিজেকে পুরুষ করিয়া তুলিতে চায়,—
নারীত্ব তখন প্রেতিনীত্ব প্রাপ্ত হইয়া
তাহার দুর্ব্বল, ক্ষীণ, অবসন্ন
ও অসংযম্য বাহু বিস্তার করিয়া,
ব্যর্থতায় বিকট হইয়া,
তাচ্ছীল্য ও ঘৃণায়
খিল্ খিল্ করিয়া
অবাধ্য ভাবে হাসিতে হাসিতে
অশান্ত দুর্গতিতে অবসান হইতে পারে !

শিক্ষায় বৈশিষ্ট্য

মানুষের বৈশিষ্ট্যগুলি সংবর্দ্ধিত উন্নত ও
পরিপুষ্ট হয় এমনতর শিক্ষাই
জীবনের পক্ষে
অপ্রতিহত ভাবে প্রয়োজনীয় ;—
তাই শিক্ষার ধারাও এমনতরই হওয়া উচিত
যাহাতে মানুষ
বৈশিষ্ট্যে বর্দ্ধনশীল হইয়া
উন্নতিপ্রবণ ও অব্যাহত হয় ;—

সেই শিক্ষাই
জীবন ও সমাজকে সংবৃদ্ধ করিয়া
অমৃতের যাত্রী করিয়া তুলিতে পারে।

বৈশিষ্ট্যহীন শিক্ষায় নপুংসকত্ব

বৈশিষ্ট্যকে উল্লঙ্ঘন করিয়া
শিক্ষার অবতারণা করা
আর জীবনকে
নপুংসক করিয়া দেওয়া
একই কথা।

শিক্ষায় আদর্শানুরক্তি

শিক্ষার প্রথম উপকরণই হচ্ছে আদর্শ,—
আদর্শে আছে অনুভূতি ;—
আর
শ্রদ্ধা, সঙ্গ, প্রশ্ন, সেবা,
ব্যবহার ও উপাসনা দ্বারা
আদর্শ হইতে তাহার অনুভূতির
প্রকাশ লইয়া,—
তাহা অনুভব করিয়া
চরিত্রে তাহাকে প্রতিফলিত করাই হচ্ছে
সম্যক্ শিক্ষা।

•বোধহীন শিক্ষা

শিক্ষার উদ্দেশ্যই হ'ল
অন্যের জানা বা দর্শনকে
নিজের বোধে ফেলিয়া
অনুভব করা ;—
আর এই অনুভব
যেখানে যত প্রকৃষ্ট ও তর্‌তরে
জ্ঞানও সেখানে তেমনতর ;—
শিক্ষা যদি তোমার বোধের ভিতরই
না আসিল,
তা' হ'লে তুমি
স্মৃতির বলদ ছাড়া আর কি ?

•আদর্শানুগ শিক্ষায় চরিত্রানুরঞ্জন

ঈর্ষ্যা, আক্রোশ বা হীনভাব হইতে
উদ্দীপ্ত যে শিক্ষা
তাহা জীবন ও চরিত্রকে
অল্পই স্পর্শ করিতে পারে—
যদিও অবিন্যস্ত ও অবাধ্য
সংগৃহীত ঐশ্বর্য্যে অধিরূঢ় হইতে পারে ;
কিন্তু ইষ্ট, আদর্শ বা প্রেমাস্পদে
ভক্তি ও প্রেমের উচ্ছলতা ও প্রয়োজন হইতে
যে শিক্ষা আরম্ভ হয়
তাহা বস্তুতঃ জীবন ও চরিত্রকে আক্রমণ করিয়া
বংশানুক্রমিকতাকেই (heredity কেই)
রঞ্জিত করে !

• হাতে-কলমে শিক্ষা

যদি সত্যই শিক্ষিত হইতে চাও
হাতে-কলমে করাকে অবলম্বন কর,
আর এই করার উপর দাঁড়াইয়া
উপপত্তির (theory) অনুধাবন করিও,—
দেখিও জ্ঞানী বেকুব হইতে হইবে না !

• জ্ঞানার্জ্জনে ভক্তি

আর জানাকে অর্জ্জন করিতে হইলে
দেশ, কাল, পাত্র ও ধাতুভেদে
নানা অবস্থায়,
নানা রকমেই হইতে পারে,—
কিন্তু ভক্তি সব অবস্থায়,
সবার ভিতরে
থাকা চাই-ই !

• বুঝাইবার পথ

কাহাকেও তা'র না-জানার ভিতর দিয়া
বুঝাইবার পথ করিতে
প্রয়াস পাইও না ;—
বরং তা'র জানার ভিতর দিয়া
পথ করিয়া লইয়া
অজানাতে পৌঁছাইয়া দিতে চেষ্টা করিও ;—
আর ইহাতে তুমি এমনতর ভাবে

সফলকাম হইবে
যাহা নাকি তাহার চরিত্রকেও
স্পর্শ করিতে পারে।

উদ্ভাবনে

তুমি যে জায়গায় দাঁড়াইয়া আছ
তার চারিদিক বেশ করিয়া দেখিয়া লও,—
আর চেষ্টা কর ভাবিয়া বাহির করিতে
তার কি কি
কেমন করিয়া
মানুষের প্রয়োজনকে পূরণ করিতে পারে ;—
দেখিও অল্পদিনের ভিতরেই
তোমার মনের
উদ্ভাবনী অর্থাৎ আবিষ্কারিণী শক্তি
উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিবে।

স্মৃতির উজ্জ্বলতা

দুইটী সমান আগ্রহ বা প্রয়োজন
যখনই তোমার মনকে
একযোগে আক্রমণ করে,
তখনই দুইটীই বা দুইয়ের কোন একটী
ভ্রান্তির জলে ডুবিয়া যায়,
তখন তা' খুঁজিয়াও পাওয়া যায় না ;—
তাই যদি স্মৃতিকে উজ্জ্বল রাখিতে চাও,
আগ্রহ বা প্রয়োজনকে

তোমার মনে পর পর
প্রবেশ করিতে দিও ;—
স্মৃতি—
স্বাস্থ্য যদি সুন্দর থাকে—
দীপ্ত থাকিবে।

পারিবারিক শিক্ষায় নিত্য প্রয়োজনীয়

আমার মনে হয়
সমাজ বা জাতিকে
উন্নতির পথে চালাইতে হইলে
এমনতর শিক্ষার প্রয়োজন
যা'তে প্রত্যেক পরিবারের ভিতরেই
একটা গবেষণাগার, একটা শিল্পকুটীর,
নিত্য প্রয়োজনীয় তরিতরকারী উৎপাদনোপযোগী কৃষি
অনায়াসে,
অব্যাহত ভাবে চলিতে পারে ;—
আর এ শিক্ষা
প্রত্যেক পরিবারের
স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে।

শিক্ষক

মানুষের জীবনে যদি দায়িত্বপূর্ণ কিছু থাকে
তবে তা' শিক্ষকতা—
শিক্ষকের চরিত্র
ছাত্রের শ্রদ্ধার ভিতর দিয়া

অজ্ঞাতসারে তাহাকে
এমনতর ভাবে আক্রমণ করে
যাহা তাহার পরজীবনকে
অবশভাবে
চালাইয়া লইয়া বেড়ায় !
শিক্ষক যদি আদর্শে উন্মুখ না থাকে,
তাহার চরিত্র যদি আদর্শের ভাবে
অনুলিপ্ত থাকিয়া
কর্ম্মমুখর না হয়,
তাহার চরিত্র যদি ছাত্রের
চাহিদার দরজাকে উন্মোচন করিয়া,
প্রাণকে স্পর্শ করিয়া উন্নতিতে অবাধ করিয়া না তোলে
সে শিক্ষকতা
যে অধর্ম্মের পরমাশ্রয়
তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই ;—
যদি শিক্ষকতা করিতে চাও
সাবধানে নিজেকে
নিয়ন্ত্রিত করিও—
নতুবা দুর্দ্দশা কুঞ্চিতহাস্যে
তোমার জীবন ও জাতিকে
গ্রাস করিবে,
সন্দেহ নাই !

বৈজ্ঞানিক ও গবেষণা

তোমার যদি আদর্শানুসরণ না থাকে
গবেষণা করা

তোমার পক্ষে
একটা ভেলকির কণ্ডুতি ছাড়া
আর কিছুই না;
তোমার অসংবদ্ধ জানা
শৃঙ্খলিত হইয়া
পূর্ব্বে ও পরের সহিত
কোন অর্থেই উপনীত হইতে পারিবে না,—
আর ভুয়োদর্শন তোমাকে
চিন্তা ও করার
জংলা পথে লইয়া
হঠাৎ জোনাকী-ঝিকিমিকি দেখাইয়া
পথহারা করিয়া
আরো বেকুব ও ভবঘুরে বৈজ্ঞানিক ছাড়া
কিছুই করিতে পারিবে না—
দেখিও, বাজাইয়া লইও!—
তাই যদি সত্যসত্যই
গবেষণাই তোমার জীবনের
উদ্দেশ্য হয়,
তাহা হইলে এমনতর বিজ্ঞানকেই
অনুসরণ করিও
যাঁহার পারম্পর্য্য
একটা অর্থ ও দর্শন লইয়া
সার্থককে অনুসরণ করিতেছে—
দেখিও ধন্য ও নন্দিত হইবে
সন্দেহ নাই!

• ব্রহ্মচর্য্য

যেমন চলিলে
মানুষ বৃদ্ধিতে অধিষ্ঠিত হইয়া
দীপ্তি পায়
তা'-ই করা,—
যাহা করিলে মানুষ
প্রাণন, ব্যাপন ও বর্দ্ধনে উদ্দীপ্ত হইয়া
বীর্য্যবান্ এবং শক্তিশালী হইতে পারে
তাহাই ভাবা, বলা ও করাকেই
প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য বলা যায় ;—
আর ইহা না করিয়া
শুধু রেতোধারণবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া
আপ্রাণ চেষ্টায় ভাবায় ও করায়
ঊর্দ্ধ বা রুদ্ধরেতা তো হইতেই পারে না,
পরন্তু ধাতুদৌর্ব্বল্যের বিশ্রী ভ্রূকুটীতে
ঘৃণিত ও লাঞ্ছিতই হইতে হয় ;—
কিন্তু যিনি প্রকৃত ব্রহ্মচরণশীল
বৃহত্তের চিন্তা ও কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকায়
তাহার মনে ও-সব প্রশ্নই উঠিতে পারে না,—
ফলে ঊর্দ্ধরেতা হওয়া
তাহার পক্ষে
সহজ ও স্বাভাবিক !

• ভালবাসার সাধনা

যদি কিছু বা কাহাকেও
ভালবাসিতে চাও

তাহাকে ভালবাস, তাহাই ভাবিও
আর তদনুরূপ কর্ম্মে
নিয়োজিত হইও—
আরো ইহার অন্তরায়গুলিকে
কিছুতেই প্রশ্রয় দিও না ;—
এইরূপ চিন্তা ও চলন হইতে
দেখিতে পাইবে—
তোমার ভালবাসা
কেমন তরতরে হইয়া
কর্ম্মে উচ্ছল হইয়া
প্লাবনের মতন চলিয়া পড়িতেছে—
তৃপ্ত হইবে সন্দেহ নাই!

• ইচ্ছার উদ্বোধনে

যদি তোমার ইচ্ছাশক্তিকে
সুস্থ্য, সবল ও জাগ্রত রাখিতে চাও—
কর্ম্মের ভিতর দিয়া
তাহাকে প্রত্যহই
কিছু-না-কিছু করিয়া
অন্যের মঙ্গল-সম্পাদনে
উৎসর্গ করিও-ই ;—
দেখিও তোমার ইচ্ছাশক্তি
কত ক্ষিপ্র, কর্ম্মকুশল
ও জীবনীয়
হইয়া উঠিতেছে!

• ইচ্ছাশক্তির জাগরণে

তোমার অন্তরে যখনই
ভাল কিছু করার আবেগ আসিতেছে,
তাহাকে রুদ্ধ না করিয়া
তৎক্ষণাৎ কর্ম্মের ভিতর দিয়া
তাহাকে মূর্ত্ত করিতে
লাগিয়া যাইও—
দেখিও ইহাতে
অল্পদিনের ভিতরই
তোমার ইচ্ছাশক্তি
কত জীবন্ত হইয়া উঠিবে!

• কু-অভ্যাস নিয়ন্ত্রণে

তোমার কোন কু-অভ্যাস কিংবা
কাম, ক্রোধ ইত্যাদি—
যাহা তোমাকে দুর্ব্বল ও খিন্ন করিতে চায়
তাহা যদি ত্যাগই করিতে চাও—
যখনই তাহার সম্বেগ যে মুহূর্ত্তে
কার্য্যে রত করাইতে যাইতেছে
সেই মুহূর্ত্তেই
তাহা হইতে বিরত হইও
কিংবা সেই মুহূর্ত্তে বিরত হইয়াই
ঐ সম্বেগকে
এমন কোন চিন্তা ও কর্ম্মে
নিয়োজিত করিও

যাহা তোমার পক্ষে মঙ্গলপ্রদ—
আর ইহা ততদিন পর্য্যন্ত চালাইও
যতদিন ইহা তোমার সম্যক্
আয়ত্তের ভিতর না আসে ;—
দেখিও কিছুদিন অভ্যাস করিলেই
অভ্যাস বা রিপুদিগকে
এমনতর আয়ত্ত করিতে পারিবে
যে তাহারা ক্রীতদাসের মত
নতজানু হইয়া
তোমার উপাসনায় মুগ্ধ থাকিবে ;—
ইহা না করিয়া শুধু ত্যাগের চিন্তায়
ত্যাগ তো করিতে পারিবেই না
বরং
আরো আবিষ্ট হইয়া পড়িবে।

• আস্থা ও বিশ্বাসের স্থল

যাঁহাতে তোমার জীবন হইতে মরণ পর্য্যন্ত
যাহা-কিছু
ন্যস্ত করিয়াছ,
যাঁহাকে তোমার
চলন, ব্যাপন ও বর্দ্ধনের
ধারক বলিয়া জান,—
যাহা বিদিত বেদ,—
শুধু তাহাই বা তিনিই
তোমার সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাসের স্থল,
তাহা ছাড়া অন্য কিছু বা কাহাতেও

কোন প্রকারে রঞ্জিত না হইয়া,
নিরপেক্ষ থাকিয়া—
যে অবস্থা তোমার সম্মুখে
যেমন হইয়া দাঁড়াইবে
তোমার বোধ ও বিবেচনার সহিত
অভিনিবেশ সহকারে
অনুধাবন করিয়া
যেমন বুঝিবে,
তৎপ্রতি তোমার আস্থা ও ব্যবহারকেও
তেমনতর করিয়া লইও—
দুনিয়ায় কমই ঠকিবে।

• সাহিত্য

যাহার অধিগমনে, সঙ্গে
বা আলোচনায়
মানুষ হিতে অধিষ্ঠিত
বা উন্নীত হইতে পারে
তাহাকেই
প্রকৃতপক্ষে
সাহিত্য বলা যায়।

• সহজ সৌন্দর্য্যে নৃত্যগীত

সঙ্গীতের মতন
সহজ চিত্তবিনোদনকারী
প্রাণায়াম
কমই দেখিতে পাওয়া যায়,

আবার নৃত্যের মতন
উৎফুল্লকারী ব্যায়ামও
বিরল ;—
তাই সদ্ভাবের উদ্দীপনা করে
এমনতর নৃত্যগীত
স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কেই
জীবনে
সহজ ও সুন্দর করিয়া তোলে।

মন্দের নিয়ন্ত্রণে

যদি পার মন্দকেও এমনতর ভাবে
নিয়ন্ত্রিত করিও
যাহা তোমার
ও সম্ভব হইলে
তোমার পারিপার্শ্বিকের প্রতি
মঙ্গলপ্রসূ হয়।

বিবাহে

বিবাহ মানুষের
প্রধান দুইটী কামনাকেই
পরিপূরণ করে,—
তার একটী উদ্বর্দ্ধন,
অন্যটী সুপ্রজনন ;—
অনুপযুক্ত বিবাহে
এই দুইটীকেই খিন্ন করিয়া তোলে ;

সাবধান!

বিবাহকে খেলনা ভাবিও না—
যাহাতে তোমার জীবন ও জনন জড়িত!

নারী—জননে

নারী হইতেই জাতি জন্মে ও বৃদ্ধি পায়,
তাই নারী যেমন ব্যষ্টির জননী
তেমনই সমষ্টিরও ;—
আর এই নারী যেমন ভাবে আবিষ্ট থাকিয়া
যেমন করিয়া পুরুষকে উদ্দীপ্ত করে
পুরুষ হইতে সেই ভাব-ই
নারীতে জন্মগ্রহণ করে ;
তাই নারী মানুষকে প্রকৃতিতে
মূর্ত্ত ও পরিমিত করে বলিয়া
জীব ও জগতের মা ;—
তা' হ'লেই বুঝিও—
মানুষের উন্নতি
নারীই নিরূপিত করিয়া দেয় ;
তাই নারীর শুদ্ধতার উপরই
জাতির শুদ্ধতা, জীবন ও বৃদ্ধি
নির্ভর করিতেছে—
বুঝিও
নারীর শুদ্ধতা
জাতির পক্ষে কতখানি প্রয়োজনীয়!

• নারীর বিবাহে বরণাধিকার

নারী যখন গর্ভধারণক্ষম হয়,
তখনই প্রকৃতি তাহাকে
পুরুষমনোনয়নের ক্ষমতায়
অধিরূঢ় করিয়া তোলে ;—
আর নারী যদি স্বেচ্ছামত
মনোনয়ন করিতে চায়—
তখনই কেবল তা' পারে সে ;
নতুবা পিতামাতা সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ দেখিয়া
যাহাকে বরণ করিবেন তাঁহাদের কন্যার জন্য
তিনিই কন্যার বর বলিয়া
পরিগণিত হইবেন ;—
ইহাই শাস্ত্রের নীতি !

• বিবাহে বহন

যে তোমাকে বহন করিবে
তোমাকে সর্ব্বতোভাবে বহন করিতে সমর্থ কি না
বুঝিয়া দেখিও ;—
সর্ব্বতোভাবে বহন করা মানে হচ্ছে—
তোমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুরুষ হইতে
তোমার ধাতু ও বৈশিষ্ট্যকে লইয়া
তুমি পর্য্যন্ত যাহা-কিছু
সহ্য করিয়া—
বৃদ্ধি বা উন্নয়নে ন্যস্ত করা ;—
আর ইহা না হইলে
বিবাহ সার্থক কি করিয়া হইল ?

• সার্থক বধূত্বে

যাঁহাকে বহন করিয়া
সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠকে
আলিঙ্গন করিতে পারিবে,
আর এই বহন করিবার প্ররোচনায়
তুমি যেখানে মুগ্ধ অথচ বুদ্ধ,
তোমার কোমল ও উচ্চ ভাবগুলি
যেখানে আলুলায়িত ও অবনত,
তুমি তাঁহারই বধূ হও,—
সমাজে বরণীয়া হইবে,—
সতী হইবে,
গরীমাময়ী হইবে !

• বরণাদর্শ

যদি কোন পুরুষের
আদর্শানুপ্রাণতা ও সর্ব্বপ্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব
তোমাকে শ্রদ্ধা ভক্তিতে
অবনত ও নতজানু করিয়া
তার সেবায় কৃতার্থ হয়,
অন্তর হইতে মুখে যাঁর স্তুতিগান
উপচিয়া ওঠে,
তাঁকে তুমি বরণ করিতে পার,
আত্মদান করিতে পার—
তাঁর স্ত্রীত্বলাভ করিয়া
স্তুতি ও সেবায়
ধন্য হইবে সন্দেহ নাই !

লক্ষ্মীর আবির্ভাব

পুরুষ যেখানে জয়, যশ
ও গৌরবের উপঢৌকন লইয়া
আদর্শকে সার্থক করিতে উদ্দাম হয়,—
আর, নারী যেখানে মুগ্ধ হইয়া,
ধারণ, সংরক্ষণ প্রেরণা ও সেবা লইয়া
তাঁহারই অনুসরণ করে,—
তাহাতে সেখানে
মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীরই
আবির্ভাব হয়।

বিবাহের বয়স

স্বামী-স্ত্রীর ভিতর অন্ততঃ
পনের হইতে কুড়ি বৎসর
বয়সের পার্থক্যে
স্ত্রীর উচ্ছল জীবনী-শক্তি
পুরুষে সংক্রামিত হইয়া
সমতায়
উভয়ের বার্দ্ধক্যকে
অনেকাংশে প্রতিরোধ করিয়া থাকে,
এবং জীবনে, উদ্যমে ও বর্দ্ধনে
উন্নীত করিয়া
আনন্দে, প্রমোদে, সুখ ও শান্তিতে
অধিরূঢ় করাইয়া
বীর্য্যবান্ সন্তানের অধিকারী করিয়া তোলে—
তাই ইহা ধর্ম্মপ্রদ।

স্বামী-স্ত্রীর কর্ত্তব্য

তোমার স্ত্রীর কর্ত্তব্য যেমনতর
তোমাকে লইয়া
তোমার পরিবার, পারিপার্শ্বিক ও জগতে,
তুমি ঠিক জানিও—
তোমার কর্ত্তব্য
তোমার আদর্শকে লইয়া
পরিবার, পারিপার্শ্বিক ও তোমার জগতে ;—
ইহার ব্যতিক্রম হইলে
ব্যতিক্রমানুযায়ী ফলও
তোমার স্ত্রীকে তাঁর বৈশিষ্ট্যে যেমন
আক্রমণ করিবে,—
সাংঘাতিক হইয়া
তোমাকেও তোমার বিশেষত্বে
তেমনতর আক্রমণ করিবে।

ভগবানের আবির্ভাব

নারী ও পুরুষ
উভয়ের সংঘাতে যখন উভয়ে
নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে উদ্দাম ও অবাধ হয়,
উভয়ের উভয়ের প্রতি আকর্ষণ
যেখানে উভয়কে মূঢ় করিয়া না তুলিয়া
উদ্বুদ্ধ হইয়া,
আদর্শে আপ্রাণ হইয়া ওঠে—
তেমনতর প্রকৃতি ও পুরুষেই
ভগবান্ মূর্ত্ত হইয়া আবির্ভূত হন,

আর জীব ও জগৎকে
সংবৃদ্ধির পথে আকর্ষণ করিয়া
অমৃতকে পরিবেষণ করেন।

• আদর্শচ্যুতিতে পাতিত্য

তুমি যদি থাক
তোমার পতিব্রতা স্ত্রী যেমন
কিছুতেই নষ্ট হইতে পারে না,—
তেমনই তোমার আদর্শ, ইষ্ট
বা গুরু যদি থাকেন,
আর তাঁতে তোমার ভক্তি
যদি অটুট হইয়া তোমাতে তাঁহাকে
নিবদ্ধ রাখিতে পারে,—
নষ্ট তোমা হইতে দূর কতদূর পালাইয়া যাইবে,
খুজিয়াও খোঁজ মিলিবে না!—
আর তোমার ইহা হইতে পতন হইলেই
দুরদৃষ্ট লোলজিহ্বায়
তোমাকে তো আক্রমণ করিবেই
সঙ্গে সঙ্গে তোমার পতিত্বকেও
উদরসাৎ করিয়া ফেলিবে।

• প্রত্যাখ্যাত প্রেমে

প্রত্যাখ্যাত বা লাঞ্ছিত প্রেমই
হীনত্ব, নৃশংসতা ও জড়ত্বের প্রধান আমন্ত্রক!—

যদি কেহ তোমাকে ভালই বাসিয়া থাকে
তাকে সর্ব্বপ্রকারে
সংবর্দ্ধন কর, প্রতিষ্ঠা কর,
উন্নতিতে অবিরাম করিবার প্রয়াসশীল হও ;—
সংযমশীল, স্বাধীন হইতে দাও ;—
কিন্তু একটু ফাঁকে দাঁড়াইয়া থাক,—
তাহার কাছে নিতান্ত সহজপ্রাপ্য হইও না,
তাই বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিও না,—
ধন্য হইবে ও ধন্য করিবে !

• নারীমুখীনতায় শয়তানের আক্রমণ

যেখানে পুরুষ
নারীকে তার প্রিয়তমা করিবার আকুতিতে
আপনাকে বিকাইয়া দেয়,—
শয়তান তাহাকে অবলম্বন করিয়া
সমাজকে আক্রমণ করে,—
জাগ্রত থাকিও !

• সংযমের কস্‌রৎ

শুধু কস্‌রৎ সাপেক্ষ সংযম
অনেক সময়ে
বাঁধভাঙ্গা উচ্ছৃঙ্খলতার
বন্যা আনিয়া দেয় !

• বরণ অভ্যর্থনায়

বহন করিবার সর্ব্ববিধ ক্লেশকে
সুখের মনে করিয়া,

শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে অবনত হইয়া,
সার্থক বিবেচনায়
কেহ যদি তোমাতে নিজেকে ন্যস্ত করিতে চায়,
আর তাহা যদি ন্যায়তঃ ও সমর্থ্যতঃ
তোমাকে অভিনন্দিত করিয়া
তোমার আদর্শে তোমাকে উদ্দীপ্ত করিয়া তোলে
তুমি কিছুতেই তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিও না ;
আর এমন যদি কিছু থাকিয়াই থাকে
যাহা অশুভকে নিমন্ত্রণ করিতে পারে,—
এমন ভাবে নিরস্ত করিও
যেন কোন প্রকারেই
সে তোমাতে ক্ষুব্ধ না হইয়া
ভক্তি ও শ্রদ্ধায়
চিরদিন নন্দিত থাকিতে পারে !

অনুলোম বিবাহ ও আদর্শ শিক্ষার অভাবে জাতির অধঃপাত

কোন্ কুক্ষণে
কেমন করিয়া
অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ ও আদর্শ শিক্ষা
পীড়িত, বিধ্বস্ত হইয়াছিল,
আর,
তখন থেকেই
জাতি, সমাজ ও দেশ
অধঃপাতের দিকে

অবাধবেগে ছুটিয়াছে ;—
ফিরিয়া দাঁড়াও,—
এখনও দিন পাইতে পার !

অনুলোমে পুণ্য ও প্রতিলোমে পাপ

প্রতিলোমে যেমন উচ্চ সহজ সংস্কারগুলি
অপহৃত অনাদৃত হইয়া
নিম্ন সংস্কারে বাধ্য ও বি-নীত হয়,—
তাই সে যেমন নিম্নকে আরও দুর্ব্বল করিয়া মূর্ত্ত করে
অবসন্ন করিয়া তার শিশুকে,—
তার পিতা ও মাতার সহজ ও পুষ্ট সংস্কার হইতে—
আর সেই জন্যই সে অসম হইলেও পাপ ;—
অনুলোম তেমনই
পুরুষের উচ্চ সহজ সংস্কারগুলিকে
আগ্রহে আনন্দে বিস্মিত হইয়া
ধারণ করে বলিয়া
সে মূর্ত্ত করিতে পারে তার শিশুকে—
আরোও-তর করিয়া—
তার পিতা ও মাতার উচ্চ সহজ সংস্কারগুলিতে—
তাই সে বিষম হইলেও
পণ্য ও পবিত্র !

প্রেমের বিকৃতি

প্রেমের গন্তব্যই যেখানে
কামে-দীপ্তা কামিনী,

লাঞ্ছনা-মাল্য
তার কণ্ঠকে
শোভিত করিয়াই থাকে !

আদর্শহীনের বরণে হীনত্বে পর্য্যবসান

শ্রেষ্ঠ বংশানুক্রমিকতা (**heredity**) আছে—
কিন্তু অহং আহত হইয়া,
আক্রোশে ও ঈর্ষ্যায় ক্ষিপ্ত হইয়া
উন্নতিকে অর্জ্জন করিয়াছে,—
অথচ আদর্শপ্রাণতা
তাহাকে কোন রকমে শ্রেষ্ঠ করিয়া তোলে নাই,
সংবৃদ্ধ করে নাই,
সার্থক ও প্রতিষ্ঠিত করে নাই,—
তুমি বরণ-ব্যাপারে
তাহা হইতে দূরে থাকিও,—
কারণ এই বরণ
যতদূর সম্ভব
উত্তমকে মূর্ত্ত করিতে পারিবে না ;—
বরং বংশানুক্রমিকতাকে
নিকৃষ্টতর করিয়া—
হীনত্বে পর্য্যবসিত করিবে,
বুঝিয়া চলিও !

স্ত্রীর উদ্দীপনায় জনকত্ব

তোমার স্ত্রীর ভাব
তোমাকে যেমনতর ভাবে উদ্দীপিত করিয়া

তাহাতে আনত করাইবে,
তুমি তোমার
মূর্ত্ত সেই ভাবেরই
জনক হইবে—
ঠিক জানিও!

স্ত্রীর ভাবই সন্তানের জননী

তোমার স্ত্রীর উন্নত ভাব
ও আলাপ আলোচনা
তোমাকে যতই উন্নত
ও উদ্দীপ্ত ভাবাবিষ্ট করিয়া তুলিবে,
আর তদ্ভাবগ্রস্ত হইয়া
তুমি তাহাতে আনত হইলে
তোমার সন্তান যে
তেমনতর ও তাহাই হইবে
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই,
হিসাব করিয়া চলিও!

বিদ্বেষভাবাপন্না স্ত্রী-পরিচর্য্যায় খিন্ন শিশুর উদ্ভব

তোমার স্ত্রী যদি তোমাতে
বিদ্বেষভাবাপন্না হইয়া থাকেন,
সেই বিদ্বেষভাবের প্রশমনোদ্দেশ্যে
তাহার পরিচর্য্যা করিয়া তাহাতে
কামপরায়ণ কিছুতেই হইও না ;—

ইহাতে তোমার শিশু নিশ্চয়ই
শরীর, মন ও জীবনে
যে খিন্ন হইবে
তাহার কোন সন্দেহ নাই!

দোষদৃষ্টি সম্পন্না স্ত্রীর সংস্রবত্যাগ

স্ত্রী যদি তোমাতে দোষদৃষ্টিসম্পন্না,
ক্ষিপ্তা, ক্ষীণমতিসম্পন্না,
দুঃস্থ ও দুষ্টভাবসম্পন্না, অসন্তুষ্টা ইত্যাদি হইয়াই থাকেন
তুমি তাঁহার সুখ, সুবিধা,
ভরণপোষণ ইত্যাদির সম্যক্ ব্যবস্থা করিয়া
দূরে থাকিও,—
যতদিন পর্য্যন্ত তিনি তোমাকে
বেশ করিয়া বুঝিয়া
তোমাতে উদ্‌গ্রীব, আসক্ত ও স্তুতিবাদসম্পন্না না হন ;—
তাহা হইলে খুব সম্ভব তুমি
এ দুর্দ্দৈব হইতে রক্ষা পাইয়া
জীবন, যশ ও বৃদ্ধিতে
সুস্থ ও সবল হইতে পারিবে!

উত্ত্যক্তকারিণী স্ত্রীর সংস্রবত্যাগে কল্যাণ

তোমার স্ত্রীর প্রতি
তুমি সন্তুষ্ট না হইতে পার,
হয়ত তাঁহা হইতে

তুমি অসম্ভব প্রকারে উত্ত্যক্ত হইতে পার ;
কিন্তু সাবধান
সাংঘাতিক কোন কারণ ছাড়া
তাঁহাকে কোন প্রকারেই শাসন করিও না,
তাঁহাকে তোমার সামর্থ্যমত
আহার, পরণ-পরিচ্ছদ
ও সম্ভবমত উপযুক্ত তুষ্টি দানে
বিমুখ হইও না,—
বা অন্যায্য ব্যবহারে আঘাত করিও না ;—
বরং সংস্রব ত্যাগ করিয়া দূরে থাকিও,—
অশান্তির ভিতরেও
কল্যাণ তোমাকে সেবা করিবেই—
নিশ্চয় !

রাজ-মক্ষি (Drone)

যেখানে পুরুষ
স্ত্রী হইতে রঞ্জিত ও উদ্বুদ্ধ হইয়া
স্ত্রীতেই সার্থক হইতে চায়,
অথচ তাহার উদ্বুদ্ধতায়
পারিপার্শ্বিক ও জগৎকে রঞ্জিত বা উদ্বুদ্ধ
করার আকুতি
জাগ্রত হইয়া উঠিয়া দাঁড়ায় না—
সেখানে পুরুষের পাখা গজাইলেও
রাজ-মক্ষি (drone) নিশ্চয় !

পিতামাতার সেবায় স্ত্রী

লক্ষ্য রাখিও তোমার স্ত্রীর
প্রথম এবং প্রধান কর্ত্তব্যই যেন হয়
তোমার পিতামাতা বা যাঁহা হইতে পুষ্ট হইয়াছ
এমনতর সনির্ব্বন্ধ মঙ্গলকামীর সেবা করা ;
এই সেবা বিমুখ হইয়া
তোমার সেবা করাকে প্রশ্রয় দিও না ;—
বরং তুমি যদি মোটেই তোমার স্ত্রীর
সেবার আকাঙ্ক্ষা না কর তা'ও ভাল,
কিন্তু তাঁ'তে সেবার সম্ভবমত
তিল মাত্র ক্রটী না হয় ;—
দেখিবে পিছনের জীবন
কেমন রঙীন ভাবে উদিত হইয়া,
রঙীন আলোকে
কেমন তোমাকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছে !

নারীর একগামিনীত্ব ও পুরুষের বহুগামিত্ব ধাতুগত

ধাতু বা **temperament** হচ্ছে বৈধানিক বৈশিষ্ট্য
(**characteristics of the system**)
যা' নাকি অনেকখানি মানুষের বোধ,
চিন্তা, চরিত্র ও চলনকে নিয়ন্ত্রিত করে ;
তাই পুরুষের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে
জীবনকে উপ্ত করা,
নারী সেখানে ধারণ করিয়া মূর্ত্ত করে
ও বৃদ্ধিতে নিয়োগ করে,

আর, এটা সাধারণতঃ এককালীন একককে ;—

পুরুষ এই সময়ে বহুতে উপ্ত করিতে পারে,

তাই নারীর বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে একগামিনী হওয়া,

আর এটা তার সুস্থ মনের সম্পদ্,—

পুরুষ কিন্তু স্বভাবতঃই

বহুগমন-প্রবণতা লইয়া জীবন ধারণ করে ;

তাই

তোমার স্বামী আদর্শে, চরিত্রে,

জ্ঞানে ও সেবায় উচ্ছল থাকিয়াও

যদি বহুভার্য্যাসম্পন্ন হন,

আর তা' যদি তোমার স্বামীর পক্ষে

অমঙ্গলপ্রদ না হয়,—

দুঃখিত হইও না,

ঈর্য্যান্বিতা হইও না,

বরং ভালবাস, যত্ন লও ;—

দেখিবে

তোমাতে তোমার স্বামী

আরো তুমি-প্রবল হইয়া উঠিয়াছেন,—

চিন্তা করিও না !

বহুস্ত্রী গ্রহণের সামর্থ্য

যিনি আদর্শে অটুট,

আদর্শ-প্রতিষ্ঠায় আপ্রাণ,—

নারী যাঁহার তাঁহারই ইন্ধন হওয়া ছাড়া

আর কিছুতেই তাঁহাকে নিজেতে

অবনত করিতে পারে না,

এমনতর পুরুষই বস্তুতঃ বহুস্ত্রী গ্রহণে সমর্থ ;—
নতুবা
ইহা যাহার নাই
বহুস্ত্রী গ্রহণে সে খিন্ন, দুর্ব্বল ও মূঢ় হইয়া পড়িবে
তাহাই আশা করা যায় ;—
তাই আদর্শে যিনি কঠোর ও অটুট—
একস্ত্রী সত্ত্বেও যদি মনোনয়ন করিতে চাও,—
এমনতর পুরুষকেই করিও—
স্বার্থক হইবে !

একানুপ্রাণতায় একতা

এক-এ যাহারা বাস্তবিক ভাবে অনুপ্রাণিত
প্রকৃত একতা সেখানেই অধিষ্ঠিত,—
আর এ ভাবে—
যুক্তি-আড়ম্বরে নয়কো ;—
ভাব বা বোধ যুক্তিকে সৃষ্টি করে,
যুক্তি বোধের পথকে
পরিসর ও প্রসার করে মাত্র !

সমাজ

যখনই কতকগুলি মানুষ
এক আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া
দলবদ্ধ হইয়া
তাঁহাকেই সার্থক করিতে চলে,—

তখনই সেই সম্বদ্ধ জনমণ্ডলীকেই
সমাজ বলা যায়।

একতায় আদর্শ ও বিবাহ-বন্ধন

জনমণ্ডলী উন্নত
ও
একতাবদ্ধ থাকার
দুইটী প্রধান সূত্র—
একটী আদর্শ,
আর একটী
উত্তমে বিবাহ-বন্ধন।

বিভিন্নতার ঐক্য কেন্দ্র

যত বিপরীত ও বিসদৃশ গুণযুক্ত মানুষ
তোমাতে আশ্রয় পাইয়া,
জীবন ও বৃদ্ধিকে আলিঙ্গন করিয়া
তুমি-সর্ব্বস্ব হইবে,—
তুমি ততই বিভিন্নতার ঐক্য কেন্দ্র হইবে,
প্রতিষ্ঠা ও প্রীতি
তোমাকে উপাসনা করিবে।

পারিপার্শ্বিকের স্বার্থ-কেন্দ্র

মানুষ যখন প্রয়োজনান্ধ হয়
তখনই স্বার্থপর হইয়া ওঠে,
আর এই প্রয়োজনই

প্রয়োজনীয়কে লইয়া
আপনাতে যুক্ত করিবার উদ্দেশে
কামনার সৃষ্টি করে;
আবার যখনই তার এই
কামনা পূরণ হয়
তখনই তার স্বার্থসিদ্ধি হয়
বা কামনা চরিতার্থ বা মুক্ত হয়;—
তা' হ'লেই দেখা যায়
মানুষে আছে নিজত্ব,
আর নিজত্বের পুষ্টির জন্য আছে
অর্থ বা প্রয়োজন,—
আর প্রয়োজনই কাম বা কামনাকে সৃষ্টি করে,
আর তার সিদ্ধি হইলেই
সেই কামনার মোক্ষ হইয়া থাকে,—
আর এ গুলি সবই তার আত্মপুষ্টির জন্য!
মানুষ যখন বুঝিতে পারে না
কি কি লইয়া তার নিজত্ব,
তখনই ভ্রান্ত স্বার্থ
তাহাকে, তাহার পারিপার্শ্বিককে
বঞ্চিত করিয়া,
তাহা হইতে তাহার জীবন, পুষ্টি
ও বৃদ্ধির উপকরণ সংগ্রহ করিয়া
নিজের জীবনকে পুষ্টি বৃদ্ধিতে সমৃদ্ধ করিতে যায়;
অথচ যাঁহা হইতে বা যাঁহাদের হইতে
এই পুষ্টি ও বৃদ্ধির উপকরণ সংগ্রহ করে,
তাঁহাদের জীবন, পুষ্টি ও বৃদ্ধির দিকে
নজরও করে না;—

তাই বঞ্চনা ও ব্যর্থতা
তাহাকে বঞ্চিত ও ব্যর্থ করিতে করিতে
আজীবন অনুসরণ করে ;
তুমি যদি জীবন, পুষ্টি ও বৃদ্ধিকে
প্রকৃতই চাও,—
তোমার পারিপার্শ্বিককেই স্বার্থ-কেন্দ্র করিয়া তোল ;—
বঞ্চনা ও ব্যর্থতা দেখিও
তোমাকে আর অনুসরণ করিবে না।

পারিপার্শ্বিকে অস্তিত্ব ও ক্ষয়

মানুষ পারিপার্শ্বিক ছাড়া
বাঁচে না ও বৃদ্ধি পায় না,—
পারিপার্শ্বিক লইয়া তাহার অস্তিত্ব ;—
আর এই পারিপার্শ্বিকের আদর্শ
যদি তাহার অনুকূল না হয়,
তা' হ'লেও ক্ষয় অতি সম্ভব !

কর্ম্মফল ত্যাগ

কর্ম্ম করিয়া যাহা লাভ করা যায়
তাহা দান করিয়া
অন্যকে তৎফলভাগী করাকেই
প্রকৃত কর্ম্মফলত্যাগ বলে ;—
তাই কর্ম্মফলত্যাগে
বহুভাবে তাহা গুণিত হইয়া
সেই ত্যাগকর্ত্তাকে
ফলবান্ করিয়া তোলে !

প্রাণহীন সমাজ

সমাজের যদি আদর্শ না থাকে
তাহা প্রাণহীন, অতএব চলনহীন,—
তাই ক্ষয়ে
নিঃশেষ হইয়া যায়!

সমাজ-বিধানে চারি বর্ণ

প্রত্যেকটী সমাজই যেন
এক একটী পূর্ণ বিধান (System) ;—
আর এই বিধানের প্রধান প্রধান অঙ্গই হচ্ছে—
বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ;—
যে কোন প্রকারেই হউক
যে সমাজ বাঁচিয়া আছে
ও উন্নতিতে অগ্রসর হইতেছে
সেখানেই এই চতুর্বিধ ক্রিয়া (function) আছেই ;
আর তা' যেমন সুস্থ ও সবল হইবে,
সমাজের উন্নতিও তেমনতর হইবে!

ব্রাহ্মণত্ব

যিনি বা যাঁহারা
ইষ্টে উপাসনা ও অনুরক্তিকে
অটুট করিয়া—
অধ্যয়ন, গবেষণা, অধ্যাপনা, তাঁহার ও তাহার যজন

ও যাজন, দান এবং প্রতিগ্রহের সহিত
প্রত্যেক ব্যষ্টিকে নিজেরই বিভিন্ন মূর্ত্তি বোধে,
তাহার জীবন, যশ ও বৃদ্ধির সেবা করিয়া
ব্রহ্ম বা বৃহতের ভাবে অবস্থান করেন
তিনি বা তাঁহারাই ব্রাহ্মণ,
যদি সার্থক হইতে চাও—
ব্রাহ্মণ হইতে চেষ্টা কর,—
আর তাহা এমন করিয়া
যাহাতে ব্রাহ্মণত্ব তোমার
স্বভাব ও চরিত্রে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া
তোমাকেই মূর্ত্ত ব্রহ্ম বলিয়া
মানুষ বোধ করিতে পারে।

ক্ষত্রিয়ত্ব

যিনি বা যাঁহারা
ইষ্টে উপাসনা ও অনুরক্তির সহিত
জানা, গবেষণা ইত্যাদির অনুধাবন করিয়া,
জীবকে ক্ষত ও বেদনা হইতে
ত্রাণ ও নিরাময় করিয়া
জীবন, যশ ও বৃদ্ধির সেবায়
জীবনকে বাস্তব ভাবে উৎসর্গ করিয়াছেন—
তিনি বা তাঁহাদেরই ক্ষত্রিয় বলা যায়;—
যদি বীরত্বই তোমার কাম্য হয়,
নিষ্ঠার সহিত
ক্ষত্রিয়ত্বকে অভ্যর্থনা কর।

বৈশ্যত্ব

যিনি বা যাঁহারা ইষ্টপ্রাণ হইয়া
উপাসনা ও অনুরক্তির সহিত
জানা, গবেষণা ইত্যাদির অনুধাবন করিয়া
তাহার উৎকর্ষ ও প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে
সেবায়
মানুষের প্রয়োজন পূরণ করিয়া,
অর্থ ও ঐশ্বর্য্য আহরণ করিয়া,
তৎ-উন্নতিকল্পে মানুষের উদ্বর্দ্ধনের জন্য দান করিয়া
সার্থকতাকে অর্জ্জন করেন,
তিনি বা তাঁহারাই প্রকৃত বৈশ্য ;—
যদি তোমার ইষ্টপ্রতিষ্ঠাদ্বারা
জনসেবায় মানুষকে সমৃদ্ধ করিয়া
নিজে সমৃদ্ধ হইতে চাও,—
তবে বৈশ্যত্বের আরাধনা হইতে
বিমুখ হইও না।

আর্য্য ব্রাহ্মণ

মনে রাখিও
উঞ্ছবৃত্তি-অবলম্বী আর্য্যব্রাহ্মণ
অর্থ ও ঐশ্বর্য্যের
লোলুপ নয় বা ছিলেন না ;—
তাঁ'রা বেদ (জ্ঞান), আরাধনা, জনসেবা
ও সংরক্ষণের
পূজক, সেবক ও নিয়ামক,—

আর এই-ই তাঁ'দের অর্থ, ঐশ্বর্য্য,—
তাই তাঁ'রা জাতির প্রভু!

দ্বিজের নিত্যকর্ম্মে যাজনা

দ্বিজের নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মের ভিতর
একটা প্রধান কর্ম্মই হচ্ছে
যাজনা করা;
তোমার যদি বিন্দুমাত্রও
বাস্তবিক আদর্শানুরক্তি থাকে,
তবে এই যাজন-প্রবৃত্তিকে
ত্যাগ করিও না,—
উপভোগ ও বৃদ্ধি
দুই-ই তোমার নিত্যসহচর হইবে!

বিকৃত সমাজ-জীবন

অত্যন্ত মূঢ় না হইলে
যেমন আত্মহত্যা করা যায় না
তেমনি মূর্খতা বিরাট না হইলে
এই বিধান (system) ও ক্রিয়াকে (functionকে)
ছিন্ন-ভিন্ন করা যায় না;—
যে কোন অঙ্গের ভিতর দিয়াই
বিষ ক্রিয়াশীল হউক না কেন
জীবন সঙ্কটাপন্ন—অতি নিশ্চয়,—
তেমনি যে কোন বর্ণের ভিতর দিয়াই
উচ্ছৃঙ্খলতা আসুক না কেন,

সমাজ-জীবন বিক্ষুব্ধ ও বিক্ষত হইবে
ইহা অতি নিশ্চয়,
আর তা' ব্যষ্টিরও যেমন,
সমষ্টিরও তেমনই।

শয়তানের পিচ্ছিল বর্ত্ম

অর্পিত ক্ষমতা
যা' নাকি মানুষকে
ত্রাণ, তৃপ্ত ও বর্দ্ধন করে না,
তা' শয়তানের
তমসাচ্ছন্ন পিচ্ছিল বর্ত্ম।

নীচের আশ্রয়ে সংস্কৃত নীচতা

যে নীচের আশ্রয় লইয়া
নীচতার সংস্কার করিতে চায়
সংস্কৃত নীচতায়
যে সে সংস্কৃত হইবে
তাহাতে আর চিন্তা কি?

পাওয়ার পথ

ঠিক জানিও—
যদি তোমার কিছু চাওয়া থাকে,
তাহা হইলে এমন করিয়া কিছু করিতে হইবে
যেমন করিয়া করিলে

যাহা চাহিতেছ তাহা পাইতে পার ;—
আর তা' না করিয়া পাওয়ার আশা করা
বিড়ম্বনা মাত্র !
তোমার করা যখনই
যেমন করিয়া পাইতে পার
তাহার অনুসরণ করিবে না,
যাহা যেমন করিয়া পাইতে চাও
তাহা কিছুতেই ঘটিয়া উঠিবে না ;—
তাই বলি যদি চাও-ই
তবে তোমার করাকে
বাস্তবে এমন করিয়া নিয়ন্ত্রিত কর,
যাহাতে পাওয়াটা
ঘটিয়াই উঠিবে !

দোষদৃষ্টির পরিণাম

দোষদৃষ্টির অব্যর্থতা
ব্যর্থ প্রহেলিকায়
জীবনকে প্রতিষ্ঠা করে !

কৃতকার্য্যতার ধারা

যদি করিতেই চাও
যে কাজ করিতে হইবে
তাহা কেমন করিয়া, কি কি দিয়া—
পারম্পর্য্য হিসাবে, যতদূর সম্ভব চিন্তা করিয়া লও,—
তারপর সেগুলি তোমার
অবস্থা ও সামর্থ্যের আনুপাতিক করিয়া

মিলাইয়া লইও,—
আর ইহার সাথে বেশ করিয়া দেখিয়া লও
তাহা কত সহজে, কত কম সময়ে,
কত কম শক্তিকে প্রয়োগ করিয়া
সংঘটন সম্ভব হইতে পারে ;—
আর ইহার অন্তরায়গুলিকে
যেমন করিয়া সম্ভব বশে আনিয়া—
অনুকূল করিয়া কিংবা অবহেলা করিয়া,
করার উপায়গুলি তোমার ফন্দীর ভিতর আনিয়া
ক্ষিপ্রতার সহিত ভীমবেগে লাগিয়া যাও,—
কৃতকার্য্যতা যে তোমাকে
দাসীর মত সেবা করিবে,
তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

জীবনের Elixir

জীবনের **elixir**—যা' উপভোগ্য
অর্থাৎ যা' দিয়ে জীবনকে
উপভোগ করা যেতে পারে—
তা' হচ্ছে একাগ্র,
থেমে যায় না এমনতর অশান্ত—
ঊর্দ্ধগামিনী আশক্তি !

জীবনের সাধ্য

আর সাধ্য যদি কিছু থাকে তা'-ই—
যা'তে নাকি আমার
আসক্তি ও স্বার্থ

আদর্শে সম্যক্ সন্নিবদ্ধ হইয়া,
বৃত্তি ও প্রবৃত্তির বিচ্ছেদ ও বিক্ষেপ ভাঙ্গিয়া,
সহজ বিজ্ঞানে তাঁহাতে সার্থক হইয়া—
আমার সর্ব্বেন্দ্রিয়-সমক্ষে
তিনি ভগবান্ হইয়া ওঠেন।

• অধিগম্য

আর অধিগম্য যদি কিছু থাকে
তা' হচ্ছে
স্মৃতিবাহী চেতনা—
যা' জীবন ও মরণকে ভেদ করিয়া
পরবর্ত্তীতে পৌঁছাইয়া দেয়।

• অশান্তির শান্তি

একাগ্র ঊর্দ্ধগামিনী আসক্তির
উৎক্ষেপণী অশান্তিকে দূর করাই হচ্ছে—
বিক্ষিপ্ত ভাবে,
জড়ত্বে সান্ত ও শান্ত হইয়া
চির-অশান্তিকে
আলিঙ্গন ও চুম্বন করা।

বংশানুক্রমিকতার বিকৃতিতে গোলামী

বংশানুক্রমিকতা (**heredity**)
যখনই, যে কোন প্রকারেই
বিকৃত ও বিধ্বস্ত হয়,

বুদ্ধিবৃত্তির উদ্ভাবনী ক্ষমতা
তখন হইতেই জর্জ্জরিত
ও অবসন্ন হইতে থাকে,—
তখনই মানুষের
বাঁচিয়া থাকার প্রয়োজন
গোলামীতে উপসংহৃত হয়—
নজর রাখিও

আদর্শ বিসর্জ্জনে গোলামী

বুঝিও তা' করাই গোলামী
যা' করিতে গিয়া
প্রাপ্যের খাতিরে
তোমার আদর্শকে
বিসর্জ্জন দিতে হইতেছে!

আদর্শ বিচ্যুতিতে বংশানুক্রমিকতার অপঘাত

উদ্দেশ্য যখন আদর্শকে পুষ্ট না করিয়া
আত্মপুষ্টির জন্য এমনতর কিছু করে,
যা'তে নাকি আদর্শ-বিচ্যুতি ঘটিবার
সম্ভাবনা থাকে বা ঘটে,—
সেই কর্ম্ম, সেই আচরণ বা সেই চিন্তা
বংশানুক্রমিকতাকে (heredity কে)
অপঘাত করে;
একটু নজর রাখিলেই চলিতে পার!

দক্ষিণা (Honorarium)

যখনই তোমার আদর্শকে বিসর্জ্জন না দিয়া
কাহারও সাহায্য বা সেবার জন্য
তুমি আহূত হও,—
আর তা'র ফলে,
তা'র নিজের তুষ্টির জন্য
যদি তোমাকে কোন প্রকার কিছু দান বা সাহায্য করে
যা' নাকি তোমার জীবন ও চলনের অনুকূল,—
তা'কে সাধারণ কথায়
দক্ষিণা (honoı arium) বলে ;—
আর এ প্রকার কর্ম্মে
বংশানুক্রমিকতা (heredity)
সাধারণতঃ বিকৃত হয় না !—

পাপের বঞ্চনা

তাহাকেই পাপ বলিয়া জানিও
যাহা তোমাকে
জীবন, যশ ও বৃদ্ধি হইতে
বঞ্চিত করিয়া
অজ্ঞতা, হীনতা ও দুর্ব্বলতাকে লইয়া
মরণ-পথের যাত্রী করিয়া তোলে !

ধর্ম্মে স্বাস্থ্য

ধর্ম্মের মূল ভিত্তি হচ্ছে
বেঁচে থাকা ও বৃদ্ধি পাওয়া,—
আর, বেঁচে থাক্‌তে ও বৃদ্ধি পেতে হ'লেই

প্রথম এবং প্রধান প্রয়োজন স্বাস্থ্য ;—
তোমার আচার, ব্যবহার, চাল-চলন ইত্যাদি
এমনতর হওয়াই উচিত যা'তে
তোমার স্বাস্থ্যে কোন প্রকার
অপঘাত না আসে ;—
কর,
চল,
আর চলায় অবাধ হও!

আহার্য্যে ভাব-সঞ্চারণ

ঋষি, বৈজ্ঞানিক ও পণ্ডিতেরা বলেন
অন্ন বা আহার্য্য বস্তু
এমন কি দাতার মানসিক ভাবকেও
বহন করিয়া থাকে,
তাহা হইলেই—
কাহারও নিকট অন্নগ্রহণ করিতে হইলে
যাহাতে উন্নত মানসিক ভাবকে
পাইতে পারি
তাহাই করা উচিত,—
তা' নয় কি?

স্বাস্থ্যভঙ্গে অস্বচ্ছন্দ আহার্য্য

যাহাতে ঘৃণা, অপ্রবৃত্তি, অস্বচ্ছন্দতা
বা মানসিক চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়
এমনতর স্থান, পাত্র ও আহার্য্য হইতে
বিরত থাকিও,

এরূপ আহারে—
মানুষ সহজেই ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া ওঠে,—
সাবধান।

ক্ষুধাই আহার্য্যের পরিমাপ

যদি উদ্যমী ও নিরলস হইতে
ইচ্ছা থাকে,
ক্ষুধাকে বিসর্জ্জন দিও না,—
ক্ষুধাই ভুক্ত আহার্য্যকে
পুষ্টির উপযোগী করিয়া লয়,
আর এই পুষ্টিই
শক্তির ইন্ধন।

আহারে উত্তেজনা ও অবসাদহীন কর্ম্মতৎপরতা

বিনা কারণে এমনতর আহার করিও না
যাহাতে অন্যায্য উত্তেজনা
বা অবসাদ উপস্থিত হয়;—
এমনতর আহার করিও
যাহাতে ক্ষুধার উদ্বেগ ও অবসাদ
অপনোদিত হইয়া
তোমাকে সুস্থ ও স্বস্থ করিয়া তোলে,—
তুমি অনায়াসে
কর্ম্মতৎপর হইয়া থাকিতে পার।

স্বাস্থ্যে

মন ও পারিপার্শ্বিক

স্বাস্থ্য যেমন মনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে
মনও তেমনই স্বাস্থ্যকে বশে আনিতে পারে ;—
তোমার মন যত শুদ্ধ, সুস্থ ও সবল থাকিবে,
তোমার স্বাস্থ্যও অনেকাংশেই
তার অনুসরণ করিবে ;—
আর এই স্বাস্থ্যলাভ করিতে গেলেই
নজর রাখিতে হইবে
তোমার পারিপার্শ্বিকের পরিশুদ্ধতার প্রতি ;
অশুদ্ধ পারিপার্শ্বিক, স্বাস্থ্য ও মনকে
যত বিগড়াইয়া দিতে পারে,
এমনতর আর কমই আছে—
নজর রাখিও !

রোগে

রোগগ্রস্ত যখন তুমি
জন-সংসর্গ হইতে যতদূর সম্ভব দূরে থাকিও,—
নজর রাখিও, তোমা হইতে কেহ সংক্রামিত না হয় ;
যাঁহারা তোমার সেবা শুশ্রূষায় নিরত আছেন
তাঁহারা যেন শুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন না হইয়া
জন-সংসর্গে না যান ;
আর শোওয়া, বসা, আলাপ ইত্যাদিতেও
খুব সাবধান থাকিও,—

যেন ইহাতে তোমার রোগ
অন্যে সংক্রামিত না হয়—
তোমার এই রোগগ্রস্ত অবস্থা
কাটিয়া গেলেই
পুনরায় আক্রান্ত হইবার ভয়
কমই থাকিবে ;
তাই বলিয়া রোগগ্রস্ত হইয়া থাকিও না !

মানসিক দুষ্টি হইতেই অসুস্থতা

সাধারণতঃ যত প্রকার অসুস্থতার উৎপত্তি
মানসিক দুষ্টি হইতেই হইয়া থাকে,—
স্বাস্থ্যকে অসুস্থতার হাত হইতে
বাঁচাইতে হইলেই
প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন মনঃশুদ্ধি—
তাই ঋষিরা প্রায়শ্চিত্তের
প্রচলন করিয়াছিলেন !

প্রায়শ্চিত্তে চান্দ্রায়ণ ব্রত

প্রায়শ্চিত্ত মানে চিত্তে গমন করা
অর্থাৎ অসুস্থতার কারণ যাহা মনে ঘটিয়াছে
অনুধাবন ও আবিষ্কার করিয়া
তাহার অপনোদন করা ;
আর আহার, ঔষধ ও চিন্তাকে
সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়া
সুস্থ ও স্বস্থ হওয়া ;—

তাই, আমার মনে হয়
বৎসরে অন্ততঃ একবার
চান্দ্রায়ণ ব্রত বা তত্তুল্য কিছুর অনুষ্ঠান
যথাযথ প্রকারে—
স্বাস্থ্য ও জীবনের পক্ষে
অমৃততুল্য।

অসুস্থ্যতায় প্রকৃতির সঙ্কেত

তোমাকে তুমি সুস্থ ও স্বস্থ তখনই জানিবে
যখনই কর্ম্মপ্রবণতার সহিত
তোমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে
তুমি প্রশ্নহীন হইবে
অর্থাৎ, সুস্থ ও স্বস্থ থাকার লক্ষণই হইল
প্রেরণা ও কর্ম্মপ্রবণতা ;—
আর, এর অপলাপ হইলেই
দেখিতে পাইবে
আপনা-আপনি তোমার শরীর
ও স্বচ্ছন্দতার প্রতি দৃষ্টি যাইবে ;—
আর, ইহাই হইল প্রকৃতির সঙ্কেত
যে তুমি অসুস্থতার দিকে অগ্রসর হইতেছ—
যত্ন লও,
সাবধান হও!

স্বাস্থ্যলাভে পরিশ্রম

যেমন আহার করিলেই
কোষ্ঠশুদ্ধির প্রয়োজন
তেমনি পুষ্টি পাইতে হইলেই

বিধানের (system) ত্যক্ত পদার্থের নিঃসরণ
অতি অবশ্য প্রয়োজন ;—
আর এই উদ্দেশ্যে উপযুক্ত পরিশ্রম
অন্ততঃ যতক্ষণে যথারীতি স্বেদোদ্গম না হয়—
স্বাস্থ্যের পক্ষে
অমূল্য ও অমৃত-তুল্য !

নিদ্রা

চেতন থাকা ভগবানের আশীর্ব্বাদ;
আর এই চেতনাই জীবন ;—
তুমি বৃথা নিদ্রাকে সাধিয়া আনিও না—
ততটুকু ঘুমাইও
যাহার ফলে
আরো উদ্দীপ্ত হইতে পার !

মাদকতা

মাদকদ্রব্য ব্যবহারে বিধানকে
এমনতর অসংযত ভাবে উত্তেজিত করে
যে উত্তেজনার অভাব ঘটিলেই
বিধান অতিরিক্তভাবে অবসাদগ্রস্ত হইয়া
জীবন ক্ষয়ের দিকে অগ্রসর হয়,
তাই, মাদকতার অভ্যাস
এমন করিয়া জীবনকে পাইয়া বসে,
পুনঃ পুনঃ উহার ব্যবহার ছাড়া
গত্যন্তর থাকে না,—

যা'র ফলে জীবনে ক্ষয়ের রাজত্বই
শীঘ্র শীঘ্র প্রবল হইয়া ওঠে ;—
সেই জন্য মাদকদ্রব্য সেবন পাপ, মহাপাপ ;—
যদি ত্রাণ চাও—
মাদকদ্রব্যকে তাচ্ছীল্য করিয়া
পুষ্টিপ্রদ উত্তেজনাকে খুঁজিয়া লও
আর তাহাতে মাতিয়া ওঠ।

কৃপণতা

কৃপণ হইও না
বরং করার জন্য পণ করিও,—
কৃপণতা নিজেকে দুর্ব্বল করিয়া
পারিপার্শ্বিককেও
অনেকটা অবসন্ন করিয়া তোলে,
ফলে দুর্ব্বলতা
আরো হইয়া
আক্রমণ করে।

খাইয়া বাঁচা ও খাওয়াইয়া বাঁচা

যে অন্যের উপর খাইয়া বাঁচিতে চায়,
কিন্তু অন্যকে খাওয়াইয়া পুষ্ট করার ধান্ধা
যাহাকে ব্যস্ত করিয়া তোলে না,—
ক্ষুধা যে তাহাকে খাইয়া ফেলিবে
সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া ছাড়া
আর উপায় কি ?

উপভোগের নিত্য-নবীনতায়

মানুষ নিজেকে সে কখনই নিজে
উপভোগ করিতে পারে না
যতক্ষণ না তা'র পারিপার্শ্বিক
তা'কে উপভোগ করার মতন সাড়া দিয়া
সমৃদ্ধ করিয়া তোলে ;—
তুমি যদি তোমার জীবনকে
সার্থক ও উপভোগ-প্রতুল করিতে চাও,
তোমার যাহা-কিছু
কাহাকেও সমৃদ্ধ ও প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য
প্রয়োগ কর ;—
দেখিও তোমার জীবনকে,
কত নিত্য-নবীন ভাবে
নবীন থাকিয়া,
উপভোগ করিতে পারিবে !

প্রয়োজন-ক্লিষ্টের সংবর্দ্ধনায় সফলতা

প্রয়োজন-ক্লিষ্টকে যতদূর সম্ভব
তা'র ও তোমার সামর্থ্যমত
সুবিধা করিয়া দিও ;—
দেখিও তুষ্ট হয়, সংবর্দ্ধিত হয়,—
ঠকা ভাবিয়া যেন কিছুতেই
অনুতপ্ত না হইতে পারে,
বিফলতার সাক্ষাৎকার
তোমার কমই ঘটিবে !

সাফল্যে গুরু ও গণ

গুরু ও গণের পূজায়
যদি তুমি আপ্লুতই না হইতে পারিলে
তবে তোমার পূজা, ব্রত ও প্রায়শ্চিত্ত
তোমাতে কতদূর তা'র ফলে
সাফল্য আনিতে পারে
তাহা বিবেচনা করিও ;—
তাই সব পূজায়, সব ব্রতে,
সব প্রায়শ্চিত্তেই
আগে গুরু ও গণেশের
অর্থাৎ জনহিতরত দেবতার
পূজাই
শাস্ত্রের নীতি !

ব্যবসায়ে প্রয়োজন পূরণে লাভ

ব্যবহারে, যত্নে, সহানুভূতিতে
প্রয়োজন-ক্লিষ্টকে তা'র উপযুক্ত সামর্থ্যের ভিতরে
যদি তোমার সেবা
তাহার প্রয়োজন পূরণের সহিত তোমার লাভকে
ওতপ্রোতভাবে নিবদ্ধ করিয়া দিতে পারে,
তবেই ব্যবসায়কে অবলম্বন করিও—
নতুবা তা' ধৃষ্টতা মাত্র !

ব্যবসায়ে ব্যবহার

যদি ব্যবসায় করিতে চাও
আগে ব্যবহার শিক্ষা কর,—

তা' এমনতর যা'তে সেবা ও সংবৰ্দ্ধনায়
মানুষ স্বস্তি ও তৃপ্তি পায় ;—
আর এইটী চরিত্রগত করাই হইল
কৃতকার্য্যতার মূল ভিত্তি !

মানুষের উন্নতির নিয়মকতায় ব্যবসায়

জিজ্ঞাসা, ভূয়োদর্শন, করা
ও লেগে-থাকা ইত্যাদি দিয়ে—
এমনতর জানাকে অর্জ্জন কর
যা'তে নাকি তুমি মানুষের
অব্যর্থ উন্নতিকর নিয়ামক হ'তে পার ;—
দেখিও ব্যবসায়ে ক্ষতির
অবসরই থাকিবে না !

ব্যবসায়ের প্রিয়চরিত্র

ঘোষণায় পরিব্যাপন,
কর্ম্মে দক্ষতা ও নিপুণতা,
ব্যবহারে সেবা ও সংবৰ্দ্ধনা—
এই রকম চরিত্রই হচ্ছে
ব্যবসায়ের প্রিয়চরিত্র ;—
চরিত্রগত করিয়া ফেল,
তুমি সার্থকে উন্নীত হইবে !

আদর্শের প্রতুলতায় ব্যবসায়

আদর্শকে প্রতুল করিবার ইচ্ছা হইতে
যদি তুমি এমনতর জানাকে

অর্জ্জন করিয়া থাক,

আর এ অর্জ্জন যদি তোমার চরিত্রকে

এমনভাবে অনুরঞ্জিত করিয়া থাকে

যাহাতে তোমার সহানুভূতিপূর্ণ মিষ্ট ব্যবহার ও যত্ন

প্রয়োজন-ক্লিষ্টকে পূরণ ও বৃদ্ধি করিয়া,

আশীর্ব্বাদের মতন লাভ তাহা হইতে নিঃসৃত হয়,—

আর লেগে-থাকা, দক্ষতা, লাভজনক পরিচালনা

সহিষ্ণুতার সহিত নিয়ন্ত্রিত হইয়া

বৃদ্ধিকে নিমন্ত্রণ করিতে পারে—

তবেই সাহসের সহিত ব্যবসাক্ষেত্রে নামিও,—

তোমার শঙ্খনিনাদে

লক্ষ্মীর সিংহাসন টলিয়া গিয়া

তোমাতে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

স্বাধীন ব্যবসায়

স্বাধীন ব্যবসায় মানে

পারিপার্শ্বিকের সেবায়

আত্মপুষ্টিকে স্বতঃ করিয়া তোলা,—

তাই যিনি সেবাতে

স্বার্থকে স্বতঃ করিয়া তুলিতে পারেই না

বা জানেন না,

তাঁ'র স্বাধীন ব্যবসায়

বিড়ম্বনা মাত্র!

স্তুতি ও খোশামোদ

লাভের প্রত্যাশায়
নিজে বোধে রঞ্জিত না হইয়া
কিংবা বিপরীত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া
স্বার্থ-প্রেরণায় অবাধ্যভাবে বাহাদুরী দেওয়া
বা গুণপনার ব্যাখ্যা করাকেই
খোসামোদ বলে ;—
আর স্তুতি তখনই হয়
যখনই গুণমুগ্ধ হইয়া
তৃপ্তির সহিত কাহারও গুণগানে হৃদয় ভরিয়া ওঠে,—
তাই খোসামোদ উভয়কে
সংকীর্ণই করিয়া তোলে,
স্তুতি কিন্তু হৃদয়কে
প্রসর, সুশোভিত
ও সুন্দর করিয়া তোলে
—তা' কিন্তু উভয়তঃ।

ফলাশায় কর্ম্ম-লাঞ্ছনা

ফলের আশা
কিংবা প্রাপ্তির প্ররোচনা
যখনই কর্ম্মকে শিথিল করিয়া তোলে,
বিফলতার মুচ্‌কি হাসি
তখনই বেকুব করিয়া তুলিয়া
বেহদ্দ প্রণয়ে
নিঃশেষ করিতে চায় !

উকীল

অভিযুক্ত বা অভিযোক্তা
যেই হউক না কেন—
বিপন্ন হইয়া, বাঁচিবার আশায়
তোমাতে আত্মসমর্পণ করিলে
তাহাকে রক্ষা করাই যেন তোমার
তীব্র ও অকাট্য স্বার্থ হয়,
আর তুমি, যত রকমে সম্ভব
তাহাই মনন করিয়া
বিপদকে অতিক্রম করাইয়া
সামঞ্জস্যের সহিত ন্যায়ে পর্য্যবসিত করাইও,
আশায় ভরসায় অবসন্নতা হইতে তুলিয়া ধরিও,
অন্যায্য ব্যয়বাহুল্য ঘটিয়া অবসন্ন হইয়া না পড়ে
বিশেষ নজর রাখিও,—
পারিপার্শ্বিকের ন্যায় ও শান্তির পুরোহিত হইয়া
সর্ব্বদা সেবার জন্য প্রস্তুত থাকিও,
অর্থ-স্বার্থ না হইয়া
পরিত্রাণ-স্বার্থ হইও,
উত্যক্ত না করিয়া
ত্রাণ ও উন্নতি হইতে যাহা পাও
তাহাতেই
সন্তুষ্টির সহিত
মানুষকে নন্দিত করিয়া তুলিও,—
চালাও এমন ভাবে,—
অর্থ ও যশ তোমার অভ্যর্থনায়
নতজানু থাকিবেই থাকিবে দেখিও!

ফলই কর্ম্মের মোসাহেব

কর্ম্ম যাঁ'র প্রিয়
ফলপ্রাপ্তি তাঁ'র মোসাহেব!

কথা দেওয়ায়

কাহাকেও যদি কোন বিষয়ে কথা দিয়া থাক,
কথানুরূপ কার্য্য করিতে একটুও ত্রুটি করিও না—
তথাপি যদি তাহা সম্পাদন করিতে নাই পার,
যত শীঘ্র পার
তাহাকে জানাইয়া
দীনতা ও বিনয়ের সহিত
তাহাকে উৎফুল্ল করিও;—
আর নজর রাখিও
যদি কোন প্রকার পথ থাকে
সেই পথে তাহাকে
যথাসম্ভব আপ্রাণ সাহায্য করিতে,—
তাই, কাহাকেও কোন কথা দিতে হইলে
বেশ হিসাব করিয়া—
তোমার সামর্থ্যে
সহজ দেখিলে—
দিও!

চিকিৎসক

যদি সার্থকই হইতে চাও
আত্মাভিমানকে একদম বিদায় দিয়া
চাক্ষুষ ও সহজ বিবেচনায়

কঠোর হইয়া
স্নেহশীল থাকিতে যত্নবান হইও—
বিরক্তি, নিন্দাবাদ, স্থৈর্য্যহানি,
অসহানুভূতিশীলতা
যেন তোমার উপর কিছুতেই
আধিপত্য করিতে না পারে,
আশা, ভরসা, সুস্বশ্রমশীলতা ও সদ্ব্যবহার
যেন তোমার চরিত্রে
ওতপ্রোতভাবে সমবেদনায় ঝঙ্কারিত হয়,
রোগ-নিরাকরণই তোমার পরম স্বার্থ হউক
যতক্ষণ তোমার রোগীর সুস্থতায়
তুমি পরিতৃপ্ত না হও—
স্বপর্য্যালোচনায় নজর রাখিয়া মনন করিও,
পরিচর্য্যায় পশ্চাৎপদ হইতে,
উৎকণ্ঠাকে বিরক্তি ও বেদনার সহিত
তাচ্ছীল্য করিতে,
তোমার মনকে একটুও অবসর দিও না;
চিকিৎসার সময়
অর্থ যেন তোমাকে কিছুতেই বিভ্রান্ত না করে
খুব নজর রাখিও,—
আরো নজর রাখিও
রোগীর মেরু ও মস্তিষ্ক,
শ্বাস ও হৃৎযন্ত্রে
আর পরিপাক ও নিঃস্রাব বিধানে,—
কোন ভরসাই যেন
বা কোন নিরাশাই যেন
তোমাকে ইহা হইতে বিচ্যুত না করে,

নজর রাখিও জীবনের আধার তোমার
ইষ্ট বা ভগবানে,—
মননে, কর্ম্মে ও আচরণে তাঁহাকে কুড়াইয়া আনিয়া—
তোমার দুঃস্থ ও অবসন্নের ভিতর
ঔষধ, নিয়ম ও পরিচর্য্যার সহিত
উপ্ত করিতে জাগ্রত থাকিও,—
তৃপ্তি, যশ ও অর্থ
তোমাকে পূজা না করিয়া
জলগ্রহণই করিবে না।

শুশ্রূষার সার্থকতা

তুমি আগ্রহ ও সহানুভূতির সহিত
মানুষের বেদনা ও প্রয়োজনের কথা শুনিয়া
তোমার শুশ্রূষাকে সার্থক করিয়া তুলিও,—
তারপর সমবেদনায় তাহাকে অনুভব করিয়া,
তার বেদনা ও প্রয়োজনকে অপনোদন করিয়া
জীবন ও বৃদ্ধিকে উন্নয়নমুখর করিয়া তুলিও,
আর ইহাকেই সেবা বলে ;—
দেখিও তোমার সেবা যেন
সার্থকতামণ্ডিত হয় !

সেবার হাতুড়ি পিটান

শুশ্রূষা যখনই সেবাকে
পরিচিত করাইয়া দেয় না,
সেবা তখনই প্রায় ব্যর্থমনোরথ হইয়া
বিব্রত হইয়া ওঠে,—

তাই বেদনা ও প্রয়োজনকে না জানিয়া
হাতুড়ি পিটিয়া তোমার সেবাকে
প্রোথিত করিতে যাইও না,—
ব্যর্থ হইবে ও করিবে!

বেকার সমস্যায়

বাঁচিয়া থাকিতে হইলেই আহরণ ও
আহারের যেমন প্রয়োজন
তেমনি আহরণ করিতে হইলে
করারও প্রয়োজন—
তুমি নিজে ও তোমার পারিপার্শ্বিকের
প্রয়োজনকে অনুধাবন করিয়া
তাহার পরিপূরণ হইতে পারে
এমনতর কিছু-না-কিছু করিও-ই,—
আর ইহাতে করার পথও দিন দিন
পরিসর ও পরিষ্কার হইয়া উঠিবে
দেখিও—
ইহা চরিত্রগত করিয়া ফেলিতে পারিলেই
বেকার সমস্যা ভয়াল হইয়া
উৎকটের মতন
শঙ্কিত করিতে পারিবে না।

ঋণগ্রহণে

যদি ধারই করিতে হয়
তবে তোমার প্রয়োজনকে
উপযুক্তভাবে খিন্ন করিয়াও

তাহা পরিশোধ করিতে
প্রস্তুত থাকিও—
নতুবা পাইয়া
পুষ্ট হওয়ার পথ
ক্রমে নিরুদ্ধ
হইবেই হইবে।

বেকারে উপার্জ্জনের পথ

দুটো খেয়ে যদি বাঁচ্‌তেই চাও
তবে আহরণ কর—
আর আহরণ করিতে হ'লেই
দেখ্‌তে হ'বে পারিপার্শ্বিকের
তোমার করা যদি এই প্রয়োজন পূরণের
সেবা করিতে পারে
তবেই তা'র বিবর্ত্তনে তোমার আহরণ
বাস্তবে সার্থক হ'য়ে উঠ্‌বে,—
এই ক'রতে গিয়ে আগেই যদি
পয়সা পাওয়ার কাল্পনিক পর্দ্দায়
তোমার দৃষ্টিকে রুদ্ধ করে' তুল্‌তে থাকে—
আহরণ তো হবেই না,
চল্‌তে হোঁচোট্‌ খেয়ে প'ড়বেই নিশ্চয়;—
আর পয়সার আবরণ ফেলে দিয়ে যদি চল,—
এই প্রয়োজনের সেবার সম্বেগে—
ঠিক জেনো, পয়সা তোমাকে পূজো ক'রবেই—
তাই অমানী হ'য়ে অভিনিবেশের সহিত
পারিপার্শ্বিকের সেবায়

নিত্যই তোমার করাকে উদ্দীপ্ত করিয়া রাখ—
বেকারের উৎকটতা
তোমার কী করিবে ?

ঋণদানে

সামর্থ্য বুঝিয়া ধার দিও,—
দেখিও, না পাইলেও যেন
তাহা তোমার সহ্যকে
বিদ্রূপ না করে ;—
কিন্তু নজর রাখিও—
সাধ্যমত
কাহাকেও ফিরাইও না।

বাধায় প্রতিষ্ঠা

বাধা হইলেই বিরোধ আসিবে ;—
কোথাও যদি বাধা হইতেই হয়
এমনতর ভাবে তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিও,
যাহার ফলে সে যশ
ও প্রতিষ্ঠার অধিকারী হয়,
দেখিবে, বিরোধিতা তোমাকে
অল্পই অতিষ্ঠ করিবে।

বড় নিন্দক

অন্যের নিন্দা ক'রে বড় হ'তে চাওয়া,
আর
বড় নিন্দক হওয়া
একই কথা !

ইচ্ছা—অধিকারের আব্দার

কাহারও ইচ্ছা বা চলনকে
অন্যায়ভাবে অধিকার করিবার
আব্দারকে পোষণ করিয়া
অন্যায্য দুঃখের সৃষ্টি করিও না,—
বুঝিয়া দেখিও
যেমন তোমার সমস্ত বৃত্তি বা ইচ্ছা ও চলনে
পরিব্যাপ্ত হইয়া কেহ নাই,—
তেমনই অন্যেরও সবটা পরিব্যাপ্ত হইয়া তুমি নাই !
অন্যের ও তোমার সংযোগ কেবল সেই-সেই স্থলে
যেখানে,—যার প্রয়োজন-পূরণে,—
তোমাতে অন্য বা অন্যেতে তুমি আছ ;
তাই, আশা করিও না, অন্যে সব বিষয়েই
তোমার সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া
কিছু স্থির করিবে,—
বা তোমার সাহায্য লইয়া
কিছু সম্পাদন করিবে ;
কিন্তু প্রস্তুত থাকিও প্রত্যেকের জন্য—
প্রত্যাশিত বা অপ্রত্যাশিতভাবে,

যখনি তাহার তোমাকে প্রয়োজন—
তোমার সেবামুখর হৃদয় হস্ত ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লইয়া,—দেখিও
সমৃদ্ধ হইবে, সার্থক হইবে,—
অপ্রত্যাশিত বেদনা হইতে ত্রাণ পাইবে!

মত প্রকাশে

অন্যের মতবাদের বাধা হইও না
নত হইয়া নিজের মতকে
প্রকাশ করিতে হইলে করিও,—
শত্রুতার সাক্ষাৎ কমই ঘটিবে!

কথোপকথনে সফলতা

তুমি যাঁহার নিকট কোন বিষয়ে
কিছু বলিতে যাইতেছ,
তাঁহার প্রতি তোমার শ্রদ্ধাবাদ
তাঁহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া
যদি তোমার ভাবে
তাঁহাকে এমনতর উন্নীত করিয়া তোল,
যাহাতে তিনি তোমার কথা শুনিতে
উদ্‌গ্রীব ও আগ্রহান্বিত
এবং শুনিয়া
তুষ্ট, তৃপ্ত ও তোমাতে আকৃষ্ট হন—
যেন তোমার কথা তাঁহার জীবনকে
অনেকটা উৎসাহিত ও উৎফুল্ল করিয়া তুলিল,—
তবেই তুমি ও তিনি উভয়েই

উভয়কে উপভোগ করিয়া
সফলকাম হইবে,
নতুবা বিফলমনোরথ হওয়াই স্বাভাবিক।

বড়ত্বে বা পদস্থতায়

বড়ত্বে বা পদে স্থির থাক্‌তে হ'লেই
মানুষকে বড় ক'রতে হবে,
পদস্থ ক'রতে হবে,
তা'তে তোমার প্রতি তা'রা যতই
অকৃতজ্ঞ হোক্ ;—
কিন্তু ঠিক্ জেনো
তাদের এই অকৃতজ্ঞতাই
আবার তোমাকে
পদে প্রতিষ্ঠিত ক'রবে ;—
একটু সতর্ক থেকো,
চালাও,
ভেবো না।

দয়ার অপলাপ

অপলাপে দয়া
অপলাপকেই
নিবিড় করিয়া তোলে।

অকৃতজ্ঞতা

যাঁহা হইতে তুমি সমৃদ্ধ হইয়াছ,
পুষ্ট হইয়াছ,
জীবন ও যশে উন্নত হইয়াছ,

আর এগুলি যেখানে যতটুকুই-না পাইয়া থাক,—
তুমি তাঁহাকে যত প্রকারে,
যেমন করিয়া পার,—
মঙ্গলে নিয়ন্ত্রিত করিতে কিছুতেই ভুলিয়া যাইও না,
আর ইহার বিস্মৃতি, না-করা বা বিপরীত করাকেই
অকৃজ্ঞতা বলে ;—
প্রায়ই এমনতর পাপ নাই
যা' নাকি ইহাকে আমন্ত্রণ না করিয়া,
একলা আসিয়া মানুষের সর্ব্বনাশ ঘটায়,—
তুমি সর্ব্বতোভাবে সাবধান হইও ইহা হইতে,—
তোমার জীবনকে ক্ষয়ে বিপন্ন ও ব্যাহত করিতে
ইহার তুল্য নিদারুণ পাপ
আর কমই আছে।

প্রচ্ছন্ন অকৃতজ্ঞতা

ইষ্ট বা মঙ্গলকারীকে অবহেলা করিয়া
মানুষ যখনই
সেই মঙ্গলকারী যাহার দ্বারা
মঙ্গল করিয়াছেন
তাহারই অনুসরণ করে,
স্বর্গের বিদ্রূপে উৎক্ষিপ্ত হইয়া
তখনই সে
মৃততমকে আলিঙ্গন করে।

মানের দুর্ব্বিপাক

মান যা'র ক্ষণভঙ্গুর,
ভাবিয়াই যে দোষ দেখিতে পারে,

নিজের আনুপাতিক বা বেশী অন্যায়ের সমর্থন
যে তা'র পারিপার্শ্বিক হইতে খোঁচাইয়া,
ভাবিয়া, আবিষ্কার করিয়া, বাহির করিয়াই
তৃপ্ত হয়,
নিজের আপদে বিপদে মানুষের সাহায্য চায়
অথচ বিনীত কৃতজ্ঞ হওয়া দুরদৃষ্ট মনে করে,
অন্যের আপদে বিপদে দুর্ব্বল ও অপারগ
কিন্তু নিন্দা ও অসহানুভূতি করিয়া তৃপ্ত,
সমবেদনা যা'র উপহাস—
মানুষকে পর করিয়া, দুর্দ্দশা ও দুর্ব্বিপাকে
বিধ্বস্ত হইতে যে সে সিদ্ধহস্ত
সে-বিষয়ে তা'র চাইতে বাহাদুর
আর কে হইতে পারে ?

উপচয়ে বজ্রকপাট

তোমাতে নির্ভর ও বিশ্বাস করিয়া
যদি কেহ কোন কার্য্যের ভার ন্যস্ত করিয়া
বা তাহার পরিপূরণের জন্য
অর্থ বা সামর্থ্য দিয়ে থাকে,
আর তুমি যখনই নিজের স্বার্থের জন্যই হউক
বা অন্য কোন কারণেই হউক
তাহার অপচয় ঘটাইয়া থাক,—
তাহা হইলে স্থির জানিও
তোমার অদৃষ্টের উপচয়ের পথ
বজ্রকপাটে রুদ্ধ করিলে ;—
কারণ, যে বৃত্তি তোমার বিশ্বস্ততা বৃত্তিকে

আঘাত করিয়া অপচয় ঘটাইল,
তোমার বুদ্ধিবৃত্তিকে সেই আবার
এমনই অপঘাত ঘটাইয়া
তোমার উপচয়কে নিরর্থক করিয়া দিবে
ইহা নিশ্চয় জানিও—
বার বার বলি-এখনও সাবধান হও!

কুৎসা-কুয়াসায়

কুৎসা-কুয়াসায়
জ্ঞানের প্রদীপ কী করিবে?
চাই তাচ্ছীল্যের ফটকা আওয়াজ!

অনাহুত অনুধাবনে পাতিত্য

কাহাকেও লইয়া কোন বিষয়ে
কথাবার্ত্তার ব্যাপৃত থাকিলে
অনাহূত ভাবে সেখানে উপস্থিত হওয়া
বা উদ্‌গ্রীব হইয়া
বা অন্তরীক্ষে থাকিয়া
তাহার অনুধাবন করা
আর অন্যায় ক্ষতি করিয়া
পাতিত্যকে বরণ করা
একই কথা!

ষড়যন্ত্র নিয়ন্ত্রণে

যে কোন কারণেই হউক
তুমি যদি বুঝিতে পার

তোমার বিরুদ্ধে তোমাকে জব্দ করার
বা শাস্তি দিবার জন্য কোন ষড়যন্ত্র চলিতেছে,
ভাবিয়া স্থির করিয়া লও
কে, কেন, কেমন করিয়া
তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট ও রোষপরবশ হইয়াছে,—
তুমি তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট যাইয়া
তাহাকে শান্ত, তুষ্ট ও তৃপ্ত করিয়া আইস,
সাথে সাথে হিসাব করিয়া আরো ভাবিয়া দেখ
তাহাকে ভালবাসে, সাহায্য করিতে পারে
এমনতর শক্তিসম্পন্ন কেহ—
যাহার অত্যাচার তোমাতে কষ্টপ্রদ কিংবা
অমোঘ হওয়া সম্ভব,—
তিনি ইহাতে সংসৃষ্ট থাকুন বা নাই থাকুন,—
তাঁহার নিকট যাইয়া তাঁহাকে এমন ভাবে
তোমাতে আকৃষ্ট, উদ্দীপ্ত, তুষ্ট ও তৃপ্ত করিয়া লইবে
যাহাতে তিনি সর্ব্বতোভাবে তোমাকে সাহায্যই করেন,
কিংবা অন্ততঃ বিরুদ্ধভাব পোষণ করিয়া
তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট না থাকেন,
এক কথায় তোমাতে অন্ততঃ প্রতিক্রিয়াহীন হন ;—
দেখিবে ষড়যন্ত্র—
যে কোন প্রকারই হউক না কেন,—
তোমার কিছুই করিতে পারিবে না !

কামদুষ্টির পূতিগন্ধ

কাম দুষ্ট না হইলে
সৎ
অর্থাৎ বাঁচা ও বৃদ্ধির অনুকূল যাহা

সুন্দর
অর্থাৎ আদরণীয় যাহা
তাহার
অহৈতুক বা পরোক্ষহৈতুক ভাবে
নিন্দা করা যায় না ;—
যেখানেই
ইহা দেখা যাইবে
অথচ
নারী-ব্যাপারে কুটিল-সমবেদনাশীল,
ঠিক বুঝিও—
ইহা প্রায়শঃ
কামদুষ্টিরই পূতিগন্ধ !

জাহান্নমের পথ

একটা জিনিষই যথেষ্ট
মানুষের
দুরদৃষ্ট ও জাহান্নমের পক্ষে—
তা' আদর্শে অকৃতজ্ঞতা।

উন্নতির পথ

আদর্শে আপ্রাণ যে প্রান
সে যত নীচই হউক,
যতই হীনই হউক,—
উন্নতির আলোক যে তাহাকে
বঞ্চিত করিবে না
ইহা স্থির নিশ্চয় !

স্বাধীনতার বিকৃতি

আদর্শ যা'র খেয়ালের ইন্ধন,
বৃত্তি যা'র চালক,
স্বাধীনতা
তা'র বিকৃত অহং-এর
অসংবদ্ধ কল্পনামাত্র !

স্বাভাবিক স্বাধীনতা

আদর্শ যা'র অটুট,
সেবা ও সম্বর্দ্ধনা যা'র স্বভাব,
বাক্য, ব্যবহার ও কর্ম্মে
পারিপার্শ্বিক যা'র
শ্রদ্ধায় আপ্রাণ ও নতজানু,
স্বাধীনতা যে তা'র সহধর্ম্মিণী
তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

প্রকৃত নেতা

যিনি মানুষের দুঃখ, দুর্দ্দশা, অবসাদ ইত্যাদি—
যা' কিছু হীনত্বে
বা মরণের পথে লইয়া যায়,—
সেবা ও সহানুভূতির সহিত
তাহার বিশেষরূপে অনুধাবন করিয়া,
উৎফুল্ল্যে ও সহনপারকতায় তুলিয়া
উন্নতির দিকে লইয়া যাইতে পারেন,—
তিনিই প্রকৃত নেতা !

রাজা

যিনি—

ব্যষ্টি ও সমষ্টির জীবন, উন্নয়ন ও
সংরক্ষণ যাহাতে অব্যাহত হয়
আত্মজ্ঞানে এমনতর সেবায় অনুপ্রাণিত,—
আর যাঁ'র এই অনুপ্রাণতা
ব্যষ্টি ও সমষ্টির ভিতর
বস্তুতঃ জীবন, বৃদ্ধি ও উন্নয়ন ঘটাইয়া থাকে,
প্রকৃতি নিজেই শীর্ষে তাঁহাকে স্থান দিয়া
রাজা বলিয়া অভিহিত করেন।

রাজ-পার্ষদ

আর এমনতর পুরুষকেই,
সমাজে যাঁহারা সেবা, সহানুভূতি
ও কর্ম্মতৎপরতায় পদস্থ হইয়াছেন—
স্বভাবতঃই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবনত ও আকৃষ্ট হইয়া
সাদরে বহন করিয়া থাকেন ;—
কারণ তাঁহারাই ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন
কেমন করিয়া মানুষ কোন্ পথে
উদ্বেগ হইতে নিস্তার পাইতে
ও উন্নতিতে অবাধ হইতে পারে ;—
তাই তাঁ'রাই প্রকৃত রাজার
প্রকৃতিদত্ত পার্ষদ !

রাজনীতি

সেই নীতিই রাজনীতি
যা' নাকি মানুষকে

ব্যষ্টিভাবে এবং সমষ্টিভাবে,
স্বাস্থ্যে, শিক্ষায় ও চারিত্র্যে নিয়ন্ত্রিত করিয়া
জীবন ও বৃদ্ধিকে
ক্রমোন্নতির দিকে লইয়া যায় ;
আর যেখানে ইহা জীর্ণ, জটিল
ও মসীলিপ্ত
সেখানেই ব্যভিচার ও বিদ্রোহ
অবশ্যম্ভাবী !

রাজার শ্রদ্ধাহীনতায় বিপৎপাত

রাজার যেখানে কর্ম্মপটুতা সেবাপরায়ণতা ইত্যাদিতে
পদস্থের উপর শ্রদ্ধা,
সম্মান ও অনুরাগ নাই,
বিপৎপাতই যে সেখানে
ব্যষ্টি ও সমষ্টিরশ াসক
ইহা অতিনিশ্চয় !

আদর্শবিহীনতায় রাজার পতন ও মৃত্যু

রাজা যখন আদর্শবিহীন হয়—
· পারিপার্শ্বিক যখন তা'কে তা'র
নানা ছাঁচে ফেলিতে পারে,
তখনই সে তা'র বংশানুক্রমিকতা হইতে
বঞ্চিত হওয়ায় উপযুক্ত হয় ;—
আদর্শ যা'র নাই
দুর্ব্বলতাই তা'র সদস্য,

আর দুর্ব্বলতা যেখানে,
পতন বা মৃত্যুই তা'র সহানুচর ;
আর এই রকম যেখানেই ঘটিয়'ছে
রাজার বংশপারম্পর্য্যের অপলাপ
সেখানেই মূর্ত্তিমান্ হইয়াছে !

দেশ

সমাজের সেবা করিয়া
যাঁহারা পদস্থ হইয়াছেন
তাঁহারাই সমাজপতি ;—
আর এই সমাজপতিকে অবলম্বন করিয়া
যে জনমণ্ডলী যেখানে বাস করিয়া
তাঁহার আদেশের অনুসরণ করিয়া থাকে
কিংবা করে,
সেই স্থানকেই সেই দেশ বলিয়া
অভিহিত করা হয় !

প্রকৃত সম্রাট ও সাম্রাজ্য

আর এই সমাজপতিই সেই দেশের রাজা ;
আর এই সমাজপতির আদর্শ যেখানে,—
অর্থাৎ এই সমাজপতি যাঁহাকে অনুসরণ করেন,
আর এমনতর
বহু অনুসরণকারী যাঁহাকে বেষ্টন করিয়া
বহন করিয়া থাকেন,
তিনিই প্রকৃত সম্রাট্ ;—

আর এই রকমে নিয়ন্ত্রিত
যে দেশ বা সাম্রাজ্য
তাহাকেই রাষ্ট্র বলা যায়।

আদর্শ, আদেশ ও দেশ

আদর্শ যা'র নাই,
আদেশ যা'কে অপমানিত করে
দেশ তা'র জাহান্নমে।

প্রতিষ্ঠান গঠনে

কোন আদর্শকে **fulfil** করার জন্য
যদি কেহ আপ্রাণ হন,
তাঁর আপ্রাণতার যাজনে,
তাঁর পারিপার্শ্বিক হইতে যাঁহারা
elated ও **elevated** হইয়া
তাঁহারই সাহায্যার্থে সম্যক্‌ভাবে
তাঁ'রই অনুসরণ করেন বা একসঙ্গে চলেন
তাঁহাদিগকেই সম্যক্‌ সহকর্ম্মী বলা যাইতে পারে ;
আর এঁদের চরিত্রের একটা সহজ বৈশিষ্ট্য
এই হওয়া উচিত
তাঁ'রা **ideal** এ যেমন অটুট,
চলায় তেমনি অবাধ হবেন,—
আর সে অবাধ গতি
যতদূর সম্ভব কাহারও বিরোধ সৃষ্টি না করিয়া,
বরং তাহাদের দ্বারা **supported** হইয়া
তাহাদিগকে **elated** ও **elevated** করে ;

আর তাঁ'রা এই চলায় বা করায় যেন
স্বভাবতঃই এমনতর হন
যা'তে চলার পথের বিপদগুলি
মাথা তোলা না দিতে পারে—
তোলা দিলেও নিয়ন্ত্রিত হয়,—
সম্ভব হইলে **favourable** হইয়া
forwardএর **motion**কে
আরও **accelerate** করিয়া দেয় ;—
আর এই চরিত্রটী তাঁর সহকর্ম্মী ও
সহগমনকারীদের ভিতর চারাইয়া গিয়া
এমনতর সহজ একটা **compact body**
গঠন করিতে পারে—
যা'র গতি, কর্ম্ম, ব্যবহার ও সেবা
একটা **unique position** সৃষ্টি করিয়া
সার্থকতার মুকুটকে অবাধে বহন করিয়া
অসীম উন্নয়নকে স্পর্শ করিতে পারে !

প্রতিষ্ঠান গঠনে সহগমনকারী সমিতি

যাঁহারা প্রতিষ্ঠান গঠনোন্মুখ কর্ম্মিগণের
সমস্ত ব্যাপারে
মুগ্ধ, **elated, active** ও **sympathetic**
হইয়া ওঠেন,
অথচ **personal affairs**এ ব্যাপৃত হইয়াও
সর্ব্বতোভাবে সাহায্যপ্রাণ হন,
এবং অর্থ, সামর্থ্য ও পরামর্শ দিয়া
তাঁহাদিগকে উদ্দীপ্ত করিয়া তোলেন,

এবং তাঁহাদের চলার পথে যত রকম
বাধা বিপত্তি ঘটিতে পারে
তাহার নিরাকরণে
স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া, দক্ষতার সহিত
তাহার প্রতিবিধান না করিয়াই থাকিতে পারেন না
এমনতর যাঁ'রা—
তাঁ'রাই প্রকৃতিপ্রণোদিত
সহগমনকারী সমিতি—
Adjutant Committee.

কর্ম্মী ও সমিতির সম্বন্ধ ও কর্ত্তব্য

যদি কোথাও আদর্শকে **fulfil** করার জন্য
কয়েকজন একত্র হইয়া
কোন প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা করিতে চান
বা করিয়া থাকেন,
তাঁহাদের উচিত, তাঁহাদের মধ্যে
যিনি বা যাঁরা
sincerely wholetime active
তাঁ'র বা তাঁহাদের উপর
ideal এর **principle fulfil** করার জন্য
সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া
তাঁ'কে বা তাঁহাদিগকে
actively engage করান ;
আর যাঁহারা সে বিষয়ে একমত এবং সম্যক্ ইচ্ছুক
তাঁহাদের উচিত
যিনি বা যাঁ'রা **actively engaged** হ'য়েছেন

তাঁহাদের সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করা,—
যা'তে তাঁ'রা অবাধভাবে কাজ ক'রে যেতে পারেন ;—
তাঁহাদের ভিতর যে সমস্ত বাঁধা বিপত্তি
আসিয়া হাজির হইয়াছে বা হইতে পারে
বিবেচনা করিয়া
ক্ষিপ্রহস্তে তাহার নিরাকরণ,—
অর্থ, সামর্থ্য ও আলোচনা পরামর্শ দিয়া
তাঁহাকে বা তাঁহাদের **well equipped** করিয়া
দেওয়া ইত্যাদি ;—
যাঁহারা এই রকম করিয়া **actively engaged**দের
সর্ব্বতোভাবে সাহায্যোন্মুখ,
তাঁহারাই সহগমনকারী অর্থাৎ সমিতি
বলা যাইতে পারে,—
আর ইহাই **Adjutant Committee,**—
ইহা ছাড়া সমিতি মানে
আর কিছু বুঝি না।

প্রতিষ্ঠান-কর্ম্মে আদর্শানুসরণ

আর যিনি বা যাঁরা কোন প্রতিষ্ঠানে
actively engaged—
তাঁরা বা তাঁ'দের উচিত সব সময়ে
ideal ও তাঁর **principle**কে
সর্ব্বতোভা'বে অনুসরণ করা,-
যদিও তাঁ'দের সহগমনকারীদেরও
তাহাই হওয়া উচিত,—

তফাৎ—
তাঁহারা তাঁ'দের personal affairsএও
engaged আছেন !

ভ্রান্তি ও অনৈক্যে

যদি সমিতি ও actively engaged personদের
ভিতর কোন ভ্রান্তি বা অনৈক্য ঘটে,
তাহা হইলে ideal এর principleএর
মাপ কাঠিতে মাপিয়া ঠিক করা,
আর তাহাতে না হইলে ideal এর সহিত
personal আলোচনা করিয়া স্থির করা ;—
কিন্তু এই অনৈক্যের দরুণ বিশেষভাবে
নজর রাখা উচিত—
ঈর্ষ্যা, আক্রোশ, নিরস্ততা বা ব্যাহত অহং
কিছুতেই না ঘটিয়া ওঠে ;—
আর ইহা যেখানে আসে—
বলিয়া দেয়—
idealএর পরিবর্তে বা সহিত
তাহার অহংকেও প্রতিষ্ঠা করিতে চায়—
তাই এটা সেবা অপরাধ ।

আদর্শের অন্তর্দ্ধানে

Idealএর demiseএ অমনতর ভ্রান্তি
বা অনৈক্যে
এমনতর যদি কেউ থাকেন
যাঁ'র স্বার্থই সেই ideal,—

আর যিনি তাঁ'তে allalong
actively engaged ছিলেন ও আছেন,
তাঁ'কে consult করা,—
আর তা'ও যদি না মেলে,
তবে সমিতির সমধিকের মতকেই
অবলম্বন করিয়া চলা।

প্রতিষ্ঠান গঠনে সাফল্য

আমার মনে হয় আমাদের চলাগুলি
এমনতর সহজ ভাবে ও প্রাণে হইলেই
নির্ব্বিরোধেই কমকণ্টে
অনেক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতে পারে ;—
সহগমনকারীদের বা সমিতির
বা Adjutant committeeর
বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত—
actively engagedরা—
যখন towards growing—
কিছুতেই restricted না হইয়া
well-managed হয় ;
বরং ইহার reverseএ
restricted হইয়া elated ও elevated হয়,
বিব্রত না হইয়া পড়ে।

আদর্শ বা ইষ্টপূজায় প্রতিষ্ঠান

আর প্রতিষ্ঠান গঠনোন্মুখ
প্রত্যেক কর্ম্মী ও সহগমনকারী সমিতির

বিশেষভাবে নজর রাখা উচিত—
তা'দের **activity** হইতে জাত—
যা' নাকি বাস্তব **good** ও **wealth**
সবই যেন, যে **ideal**কে তা'রা **fulfil** করিতে
আপ্রাণ হইয়াছে
তাঁহাতেই ন্যস্ত হইয়া সার্থক হয়;
আর **harassment, sufferings, pain,**
punishment and opposition—
প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করিতে গেলে যাহা নাকি
অতিক্রম করিতেই হইবে—
সবই যেন তাহাদের **individual and**
collective assets হয়;—
আর এই হইল পূজা **in real form**
—আর একেই বলে কর্ম্মফলত্যাগ;
আর এতেই বাস্তবিক
centralisation ঘটিতে পারে—
both in matter and spirit;
কারণ যদি কেহ কাহারও স্বার্থ হয়
প্রকৃতিই তাহাকে তাহার
স্বার্থ করিয়া দিবে,—
আর এটা এক রকম অচ্ছেদ্য!

উৎসব

যে প্রচেষ্টার ডাকে
জনসাধারণ
উৎফুল্ল আনন্দের সহিত
জ্ঞানে সমৃদ্ধ হইয়া

নিজেকে প্রাণনে, ব্যাপনে ও বর্দ্ধনে
নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে
এমনতর মঙ্গলপ্রসূ
অভিসমাগমকেই
উৎসব বলে !

নিয়ম অবস্থাভেদে

যাহাই মানুষকে
উন্নতিতে অবাধ করিয়া
নিম্নকে উন্নতির পথে চালিত করে
এবং
যতদূর সম্ভব অন্যের অবিরুদ্ধভাবে
প্রাণন, ব্যাপন ও বর্দ্ধনকে
উচ্ছল করিয়া তোলে
তাহাই নিয়ম ;—
নিয়ম তাই কাহারও একচেটে হয় না—
দেশ, কাল, অবস্থা ও পাত্র হিসাবে
ইহার অনেক পরিবর্ত্তন হইতে পারে
কিন্তু গন্তব্য তাহার আদর্শে ও মঙ্গলেই হইবে
ইহা নিশ্চয় ;—
সহানুভূতি ও সমবেদনা লইয়া
বিবেচনা করিয়া—
যাহাতে উন্নতি মুখর হইয়া ওঠে
তাহাই করিও,—
আর মানুষকে তেমনতরই ব্যবস্থা দিও—
পুণ্যের অধিকারী হইবে !

নীতি কাহাকেও বাধ্য করে না

সুনীতি বা সুনিয়ম
কাহাকেও জবরদস্তি করিয়া
নিজের অনুসরণ করাইতে চাহে না—
কিন্তু যে মঙ্গল চায়—
সে যদি অনুসরণ করে,
মঙ্গল তাহাকে নন্দিত করিবেই—
সন্দেহ নাই !

জাতির বাঁধনে ঋষি ও নীতি

আর্য্য ঋষিরা অন্ধ
ও অন্যায্য গোঁড়ামির পক্ষপাতী ছিলেন
বলিয়া
কিছুতেই বুঝিতে পারা যায় না ;—
যখনই যে কার্য্যদ্বারা
আদর্শ ও কৃষ্টির সহিত
জীবন ও বর্দ্ধন
বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িত
তাহা পুনর্ব্বার লাভ করা
যাহাতে কঠিন বা অসাধ্য বলিয়া
বিবেচিত হইত
শুধু সেইগুলিই
জাতিপাতের কারণ বলিয়া
নির্দ্দেশ করিয়া
তাঁহারা তদ্রূপই ব্যবস্থাদির

প্রণয়ন করিয়াছিলেন;
সাধারণ অন্নপানীয়ে
জাতি বিধ্বস্ত হইত বলিয়া
মনে হয় না,—
তবে কোন ব্যক্তিগত প্রতিবন্ধক না থাকিলে
শ্রেষ্ঠ
সাদর সম্বর্দ্ধনায়
অর্ঘ্যাদিদ্বারা অভ্যর্থিত হইয়া
তুষ্টির সহিত
শ্রেষ্ঠেতরের শুচি ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত
অন্নজলাদি গ্রহণ করিতেন—
ইহাই শাস্ত্রের নীতি দেখা যায়;—
এমনকি শূদ্রও যদি বহুকালযাবৎ
দ্বিজদের পরিবারে
সেবারত হইয়া প্রতিপালিত হয়—
শাস্ত্রে তাহাদের শুচি ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত অর্ঘ্য
ও সম্বর্দ্ধনায় উদ্দীপ্ত অন্নপানাদি
গ্রহণ করার ব্যবস্থা
ঋষিদের বিধি ও বচনের ভিতরই
স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়;
তাই মনে হয়
একটা ঠুন্‌কো গোঁড়ামি, ফুৎকারে জাতিপাত,
ধর্ম্মনাশ ইত্যাদি ভয়ে শঙ্কিত,
হীনতায় অভিষিক্ত,
দুর্ব্বল, বিধিনিষেধপরায়ণ এই জাতি ছিল
বা এখন আছে
ইহা স্বপ্নেও ভাবা যায় না।—

ঠিক জানিও—

তোমার আদর্শ, কৃষ্টি, জীবন, জনন ও বৃদ্ধির

ক্ষতিজনক—

যাহাতে এগুলি বিধ্বস্ত বিপর্য্যস্ত হয়

এমনতর কিছু না ঘটিলে

কিংবা

অত্যন্ত আপদে অস্তিত্ব রক্ষার্থে যদি

ইহাদের কথঞ্চিৎ অপলাপও ঘটে

তাহা হইলেও—

তোমার জাতি অক্ষুণ্ণ,—

নি-নড় সূর্য্যের মত জাজ্বল্যমান—

শাস্ত্র তারস্বরে

অকম্পিত ইঙ্গিতে

ইহাই ঘোষণা করিতেছে।

অনুতাপ

তুমি যদি কাহাকেও

কোন প্রকারে

বেদনা দিয়া থাক—

তোমার সহানুভূতিকে অবলম্বন করিয়া,

তাহার অবস্থায় দাঁড়াইয়া

সমবেদনায় তাহার বেদনাকে

বুঝিয়া লইয়া

বেদনাতপ্ত হইয়া

অনুতপ্ত হও,—

আর তোমাকে এমনতর ভাবে নিয়ন্ত্রিত কর

যেন তুমি পুনরায়
অমনতর ভাবে—
যাহাতে মানুষ বেদনা পায় তাহা হইতে
চিরদিনের মত
অপসারিত হইতে পার,—
দেখিও দেবত্ব তোমাকে
বন্দনায়
অভিষিক্ত করিয়া তুলিবে।

দয়া

দুর্ব্বল, দুঃস্থ, অনাশ্রিত, ক্লিষ্ট—
হতাশার অবসাদে
হৃদয়ে যা'র
নিবিয়া যাইবার যন্ত্রণা
দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে,
কাতর কণ্ঠে, নিষ্প্রভ চক্ষুতে
তোমার দিকে চাহিয়া
বাঁচিবার, বৃদ্ধিতে নিঃশ্বাস ফেলিবার
আঁকুপাঁকু লইয়া
দয়া ভিক্ষা করিতেছে,—
তোমার দয়া তাহাকে হাত ধরিয়া,
উহা হইতে রক্ষা করিয়া
পালনে যদি সংবৃদ্ধই না করিল
তবে কে বলিবে
তুমি জ্যান্ত না জীবনহীন?!

—তাই বলি
তুমি তাহার বিপদকে
বিধ্বস্ত করিয়া
দয়ার সম্বেগে
তাহাকে পালনে বর্দ্ধিত করিতে
প্রাণ গেলেও পশ্চাৎপদ হইও না,—
স্বর্গের আশীর্ব্বাদ
স্বস্তিগানে
তোমাকে পুণ্য করিয়া তুলিবে।

ক্ষমা

যদি শক্তিমানই হইতে চাও
তবে ক্ষমা কর
অর্থাৎ সহ্য কর—
আর নজর রাখিও
যাহাকে ক্ষমা করিতেছ,—
যে দোষ তা'কে খিন্ন করিয়া তুলিয়াছে,
তাহা হইতে
এমন করিয়া তুলিয়া ধর—
আশায়, ভরসায়, উদ্যমে
যেন সে অনায়াসে
তোমাকে আশ্রয় করিয়া
নিস্তার পাইতে পারে,
আর তাহা না হইলে
নিশ্চয় জানিও—
তোমার ক্ষমা

দুর্ব্বল, নিরর্থক, ভেজাল মাত্র ;—
তাই বলি—
অপরাধীকে ক্ষমা করিও
কিন্তু অপরাধকে নয় ;—
ক্ষমা করিও—
কিন্তু দোষকে ক্ষমা করিয়া
দোষীকে জাহান্নমে দিও না!

তেজ ও ক্রোধ

নিরবচ্ছিন্ন শিহরণ-হৃষ্ট ক্ষুধিত আবেগকেই
তেজ বলা যায়—
আর
এই তেজই
উদ্যমকে আমন্ত্রণ করিয়া
কর্ম্ম-সার্থকতায়
মানুষকে
পারিপার্শ্বিককে
দীপ্ত করিয়া তোলে ;
আর
ক্রোধ
উদ্যমকে ভস্মাচ্ছন্ন করিয়া
বিষাদ-নিমন্ত্রণে
মানুষকে
অবসন্নতায় অবশ করিয়া ফেলে—
তাই
তেজস্বিতা-ভ্রমে

ক্রোধকে ডাকিয়া আনিয়া
নিজেকে বিপন্ন করিয়া তুলিও না !

আত্মমুখী স্বার্থে ব্যর্থতা

স্বার্থ যেখানে নিজেকেই লক্ষ্য করে
অথচ যাহা হইতে সিদ্ধ হইতেছে
তাহার জীবন ও বর্দ্ধনে
উদাসীন, সহানুভূতিহীন
বা তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপও করে না,—
তাহা যে ব্যর্থতা ও মরণের অচির-নিমন্ত্রক
সে সম্বন্ধে আর কি ভ্রান্তি থাকিতে পারে ?
— আর এ সমষ্টিতেও যেমন ব্যষ্টিতেও তেমনই; —
যদি জীবনই চাও আর বৃদ্ধিই চাও
বা শ্রীকেই চাও—
তবে আত্মমুখী স্বার্থকে লক্ষ্য না করিয়া,
পর ও পারিপার্শ্বিকের স্বার্থে,
আশা না রাখিয়া, কৃত-তৎপর হও ;—
দেখিও না-পাওয়ার দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত হইয়া
সর্ব্ববিধ পাওয়ায়
প্রতিষ্ঠালাভ করিবেই করিবে !

বেল্লিক প্রতারক

এমন অনেক বেল্লিক
মিথ্যাবাদী প্রতারক আছে
যাহারা সঙ্কীর্ণ স্বার্থের জন্য

হাম্‌বড়াই বা বাহাদুরীর প্রত্যাশায়
তোমার প্রতি
অহৈতুক নিন্দা, অপবাদ
ও
জল-জীয়ন্ত মিথ্যা দাহিদার আরোপ
করিয়া
তাহাদের হীন প্রলোভনকে
চরিতার্থ করিতে
নিনড়ভাবে বদ্ধপরিকর ;—
তুমি তাহাদের প্রতি দৃক্‌পাতও করিও না—
তোমার চলার পথগুলি
ঋজু রাখিয়া
পারিপার্শ্বিক-বেষ্টনীকে
তোমার প্রতি সজাগ রাখিও—
একটু অপেক্ষা কর—
দেখিবে তোমার বেল্লিক প্রতারক
ছাইয়ের মত উড়িয়া যাইবে !

দায়িত্ববোধ

কাহারও বা কোন কিছুর
দায়িত্ব লইয়া
তাহা সম্যক্ সমাধা না করিয়া
অবহেলায়
অপলাপ করিও না,—

জীবনকে ক্লীব করার
এ একটী শক্ত ও সহজ উপাদান ;
যে অবহেলা
দায়িত্বকে সমাধান না করিয়া
অপলাপ করিল,
সেই তোমার চরিত্রে জীবন্ত হইয়া
তোমার সমস্ত জীবনকে
একটা বিরাট ব্যর্থতায় অবসন্ন করিয়া
তোমার উদ্যমকে
পক্ষাঘাতে প্রাণহীন করিয়া রাখিবে—
খুব সাবধান !

দা

প্রকৃত টানের অভাব

সর্ব্বান্তঃকরণে যাঁকে না হ'লেই চল্‌ছে না—
যাঁ'কে না হ'লে
তোমার সকল বৃত্তি ক্ষুধিত থাকে,
তাঁ'র মতন না হ'তে পারার
আপশোষই
তোমাকে ঠাট্টা করিয়া বলিয়া দেয়
সে তোমার প্রকৃত টান বা চাহিদার
কেহই নয়—
তোমার স্বার্থ-সম্পাদনের উপকরণ বই ;—
মনকে পাঁতি পাঁতি করিয়া খুঁজিয়া
যাহা সমীচীন
এখনও করিয়া লও !

আদর্শানুসরণে সার্থকতা

তুমি যাহাই হও,
আর যেমনতরই হও,
তোমার চাল-চলন, আচার-ব্যবহার
যতই পঙ্কিল হউক না কেন—
আদর্শে আপ্রাণ হইয়া
যাহাতে কোন প্রকারেই তাঁহাকে
কোনরূপ অপঘাত স্পর্শ না করে এমনতর ভাবে,
তোমার জগৎ ও পারিপার্শ্বিকে
তাঁহার প্রতিষ্ঠায় উদ্দাম হইবে,—
দেখিও যাহা-কিছু পাপ, যাহা-কিছু আবর্জ্জনা
সমস্তই ক্রমে ক্রমে ঝরিয়া পড়িবে,
দীপ্ত হইবে,
উজ্জ্বল হইয়া সবাইকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিবে,—
শুনিতে পাইবে
সবার অন্তর্নিহিত চেতনা
তোমাকে লক্ষ্য করিয়া
উচ্চারণ করিতেছে—
শান্তি! শান্তি! শান্তি!